উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

২১ ভাদ্র ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 7 September 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 111 APD

৯০০ গোলের শিখরে সিআর সেভেন

যেলোর পাতায়

কোনও দেশে নেই ‘অশরীরী’ গ্রাম

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : এ যেন লীলা মজুমদারের ‘অশরীরী’ গল্প। তবে, একটা মানুষ নয়, এখানে গোটা গ্রামটাই এখানে অশরীরী হয়ে গিয়েছে। অন্তত দেশের নথিপত্র এমনই বলছে।

সে গ্রামের মানুষের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, এমনকি প্যান কার্ডের মতো নাগরিক পরিচিতি থাকলেও ভারতের মানচিত্রে এমন কোনও গ্রামের অস্তিত্ব নেই। জলপাইগুড়ি জেলার কোতোয়ালি থানার দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাংলাদেশ সীমান্তে এই গ্রামটির নাম বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

বৈকুণ্ঠপুর তেলধার গ্রামটিকে আশপাশের মানুষজন বকসিপাড়া বলেই সম্বোধন করে থাকেন। দক্ষিণ বেরুবাড়ির ২১ নম্বর বিন্নাগুড়ি মৌজা এবং ৪ নম্বর সাকাতি মৌজা ঘিরে রেখেছে গ্রামটিকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার আগে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের বোদা থানার অধীনেই ছিল। দেশভাগের পর গ্রামটি বোদা থানার অধীনে থেকে গেলেও তার চারপাশে ছিল ভারতীয় ভূখণ্ড। কিন্তু ২০১৫ সালে ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে ছিটমহল বিনিময় হয়েছিল সেই তালিকায় নাম ছিল না বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের। ফলে ওই বছর ৩১ জুলাই বাংলাদেশের ৫১টি ছিটমহল ভারতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সেই তালিকায় বাদ পড়ে যায় বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

এমন জটিলতার মধ্যে পড়ে ভৌগোলিক পরিচিতিটাই কার্যত হারিয়ে ফেলেছেন ওই গ্রামের বাসিন্দারা। পরিচিতি বলতে গ্রামের প্রান্তে রয়ে গিয়েছে পূর্ব পাকিস্তান ও ভারতের নামাঙ্কিত সীমানা ফলক।

এই জটের কারণেই এখানকার ৩৫টি পরিবারের নিজেদের জমির উপর অধিকারের সংশোধিত কাগজপত্রই নেই। গ্রামে ৯০ একর অর্থাৎ ২৭০ বিঘা জমি রয়েছে। গ্রামের বাসিন্দাদের কাছে থাকা জমির কাগজপত্র ও নকশায় পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানা দেখানো রয়েছে।

চারদিকে ভারতের ভূখণ্ড থাকায় বাস্তবে ছিটমহলের রূপ নিয়েছিল বৈকুণ্ঠপুর তেলধার। অথচ বাংলাদেশের মানচিত্রে তাঁদের অস্তিত্ব না থাকায় এখানকার বাসিন্দারা কোনও এক অদৃশ্য অঙ্কে ভারতের বাসিন্দা হিসাবেই স্বীকৃতি পেয়েছেন। গ্রামের মানুষের ভোটার কার্ড, আধার কার্ড, প্যান কার্ড তৈরি হয়েছে। এখানকার প্রায় ২০০ বাসিন্দা দেশের নির্বাচনে ভোটও দেন বলে দাবি করেন। এখানকার কেউ কেউ সরকারি স্কুলে শিক্ষকতাও করেছেন। কিন্তু জমির কাগজ পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানার হওয়ায় কোনও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা তাঁরা পান না।

গ্রামের বাসিন্দা যামিনী রায়ের আক্ষেপ, ‘দক্ষিণ বেরুবাড়ি ভারতীয় অংশ হয়ে থাকলেও বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের ভৌগোলিক চরিত্র

এরপর দশের পাতায়

দক্ষিণ বেরুবাড়ির বৈকুণ্ঠপুর তেলধারে নিজের বাড়িতে ভারত-পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্ত পিলার দেখাচ্ছেন যতীন সরকার।

তিস্তার জল চাইছেন ইউনূস

তিস্তা জলচুক্তি নিয়ে এবার সরব হলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস। তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করার বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দূর করার রাস্তা খুঁজতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার।

বিস্তারিত দশের পাতায়

শিলিগুড়িতেই ডেরা বিরূপাক্ষের

সমস্যা হলে ফোন ববি, মদনের

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শাসকদল তৃণমূলের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের সঙ্গে বেশ দহরম-মহরম ছিল তৃণমূলের চিকিৎসক নেতা বিরূপাক্ষ বিশ্বাসের। বিতর্কিত ওই চিকিৎসকের কুকীর্তিতে এবার জড়াল মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিমের নাম। যাঁকে নিয়ে তোলপাড় গোটা রাজ্য, সেই বিরূপাক্ষর বাড়ি শিলিগুড়ির শিবমন্দিরে। প্রতিবেশীরা বলছেন, শিলিগুড়িতে এলেই নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন ওই চিকিৎসক। আর তাঁর বাড়িতে সামান্য সমস্যা হলেই তা মেটাতে স্থানীয় তৃণমূল নেতাদের কাছে ফোন আসত মদন মিত্র, ফিরহাদ হাকিমের। স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, ‘ওঁর (বিরূপাক্ষর) বাড়ির নালা তৈরিতে প্রতিবেশীদের সঙ্গে ঝামেলা মেটানোর জন্য ববিদা (ফিরহাদ হাকিম) ফোন করেছিল। আমি তখন অবাক হয়ে গিয়েছিলাম।’

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস লাগোয়া শিবমন্দিরের মাস্টারপাড়ায় রাস্তার পাশেই রয়েছে বিরূপাক্ষের চারতলা বিশাল বাড়ি। বাড়ির দেওয়ালে লাগানো বোর্ডে জ্বলজ্বল করছে বিরূপাক্ষের নাম। তাঁর বাবা বিশ্বরঞ্জন বিশ্বাস অবসরপ্রাপ্ত ডব্লিউবিসিএস আধিকারিক। এক ছেলেকে নিয়ে বিশ্বরঞ্জন এবং তাঁর স্ত্রী বাড়িতে থাকেন। বাড়িতে বেশ কয়েকজন ভাড়াটিয়া রয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে কলিং বেল বাজাতেই সস্ত্রীক বিশ্বরঞ্জন দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন। বিরূপাক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করতেই চিৎকার করে ওঠেন, ‘ও এখানে থাকে না। কলকাতায় খোঁজ করুন।’ ছেলের বিরুদ্ধে ওঠা নানা অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে প্রশ্ন থামিয়ে দিয়ে বিশ্বরঞ্জন বলেন, ‘ও এক বছর হল বাড়িতে আসে না। দশ বছর থেকে আমি অনেক কিছু শুনছি। এখন আপনারা যা দেখার দেখুন।’ আর কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে সশব্দে দরজা বন্ধ করে দেন তিনি। বিরূপাক্ষকে বেশ কয়েকবার ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরেননি।

বিরূপাক্ষর কথা শুনেই তেলেবেগুলে জ্বলে ওঠেন তাঁর এক প্রতিবেশী। তাঁর কথায়, ‘পাড়ার কারও সঙ্গেই ওই পরিবারের মেলামেশা নেই। বিরূপাক্ষ অনেকদিন বাদে বাদে বাড়িতে আসত। আর যখনই আসত তখনই কারও না কারও সঙ্গে ঝামেলা বাধাত। একটা নীলবাতি লাগানো গাড়ি নিয়ে ঘুরত। সেই গাড়ি রাস্তার উপরই রেখে দিত। তা নিয়ে থানায় অভিযোগও করেছিলাম আমরা।’ শুধু প্রতিবেশীরাই নন, স্থানীয় তৃণমূল নেতারাও বিরূপাক্ষকে নিয়ে ক্ষুব্ধ। কোভিডের সময় ভাড়াটিয়াদের সঙ্গে বিরূপাক্ষর বাড়ির লোকেদের ঝামেলা হয়েছিল। ওই বাড়িতে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের বেশকিছু ছাত্রী ভাড়া থাকতেন। তাঁদের সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল পড়ুয়া বাড়ির সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল। সেই ঝামেলা মেটাতে সরাসরি স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যকে ফোন করে ধমকেছিলেন তৃণমূল নেতা মদন মিত্র।

স্থানীয় এক তৃণমূল নেতার কথায়, ‘বিরূপাক্ষর বাড়িতে দু’দিন পর পর ঝামেলা হত আর কলকাতা থেকে এই নেতা, সেই নেতা ফোন করতেন। আমরা বিরক্ত হয়ে গিয়েছিলাম।

এরপর দশের পাতায়

শিবমন্দিরের মাস্টারপাড়ায় বিরূপাক্ষের বাড়ি।

সাদা চোখে সাদা কথায়

নারীবিদ্বেষ আমার ঘরে, জাস্টিস চাই নিজের কাছেও

গৌতম সরকার

যাচ্ছি কোথায়! বিচার চাই! চাইছি বটে, দিচ্ছে কে! কতই বা চাইব? এক তরুণীর ভালো চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্নের সঙ্গে তাঁর প্রাণটা কেড়ে নেওয়া হয়েছে। প্রতিবাদের ঢেউ গঙ্গাপার, তিস্তা-তোর্ষাপার ছাড়িয়ে যমুনা তীর, এমনকি টেমস নদীর ধারে আছড়ে পড়ছে। ডিজিটাল দুনিয়ার ভাষায় তিনটি শব্দ ট্রেন্ডিং- উই ওয়ান্ট জাস্টিস। জাস্টিস চাওয়ার পরিধি আর ওই তরুণীর ধর্ষণ-খুনে আটকে নেই।

ইতিমধ্যে স্বাস্থ্য ক্ষেত্রের ফোঁপরা চেহারাটা দেখে ঘেন্নায় শিউরে ওঠার অবস্থা। হাসপাতালের মেডিকেল বর্জ্য নিয়ে ব্যবসা হবে, ভাবা যায়! কাঞ্চনমূল্যে বিকোবে ডাক্তারি পরীক্ষার নম্বর, শুধু টাকা দিয়ে নম্বর কিনে কেউ আমার-আপনার স্বাস্থ্য রক্ষার দায়িত্ব পেয়ে যাবেন, ভাবলে গা গুলিয়ে ওঠে না? ওষুধ সরবরাহকারীর কাছ থেকে মেডিকেল কলেজ সোফা, ফ্রিজ কিনেছে, (আরজি করে নাকি তাই হয়েছে) ভাবলে মনে হয় না নরকে আছি আমরা!

জাস্টিস তো এই কেলেঙ্কারিরও চাই। যত কাণ্ড আরজি করেই, আর বলা যাচ্ছে না এখন। প্রমাণ হচ্ছে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল, কোচবিহারের মহারাজা জিতেন্দ্রনারায়ণ মেডিকেল, মেদিনীপুর মেডিকেল অনিয়ম, দুর্নীতির আঁতুড় হয়ে উঠেছিল। এ সবের জাস্টিস চাইব না? আরজি করের তরুণী চিকিৎসকের হত্যাকাণ্ড তাঁর সহকর্মীদের বিবেক নাড়িয়ে না দিলে এ সব কেউ হয়তো বলতেনই না।

স্বাস্থ্য দপ্তর সব কেলেঙ্কারি জেনেও নাকে তেল দিয়ে ঘুমিয়ে থাকলে তার জাস্টিস চাইব না? চারদিকে এক আওয়াজ- জাস্টিস, জাস্টিস! এত যে চিৎকার করছি, কিন্তু কে দেবে জাস্টিস! আদালত আরজি করের দু’-দুটি তদন্তের ভার সিবিআইকে দিয়ে রেখেছে। রাজ্য সরকার হাত ধুয়ে ফেলেছে। যায় শত্রু পরে পরে। ভাবটা এমন, চিকিৎসক খুন কিংবা দুর্নীতি-দোষী কে, জানানোর ভার তো এখন সিবিআইয়ের।

রাত জাগা জমায়েত, সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টের পর পোস্টে দৃপ্ত প্রত্যয় ফেটে পড়ছে যেন, ‘আমি সেই দিন হব শান্ত, যবে উৎপীড়িতের ক্রন্দন-রোল আকাশে বাতাসে ধ্বনিবে না...!’ প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক, কোন ঘটনার জাস্টিস? শুধু আরজি করে খুন, ধর্ষণের? উত্তরবঙ্গের ফালাকাটায় এক কিশোরীর যে ভরদুপুরে সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল চত্বরে সদ্য শ্লীলতাহানি হল, তার জাস্টিসের কী হবে?

দশম শ্রেণির এই ছাত্রীর মা চিৎকার করলেও আমাদের কোনও সহ নাগরিক এগিয়ে আসেননি সেদিন। এই লজ্জা রাখব কোথায়? এই মেয়েটিরও কি জাস্টিস প্রাপ্য নয়! আরজি করের ঘটনার পর থেকে অগাস্টের শেষ সপ্তাহ পর্যন্ত শুধু উত্তরবঙ্গে ধর্ষণের খতিয়ান গত ১ সেপ্টেম্বর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়েছে। ২২ দিনে ১৬টি ধর্ষণ। মালদার মানিকচক থেকে কোচবিহারের বক্সিরহাট পর্যন্ত বিস্তৃত এই ধর্ষণের মানচিত্র। তার জাস্টিস চাইব না?

এরপর দশের পাতায়

গণেশ চললেন মণ্ডপে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ারে। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

ধান কেনার লক্ষ্যমাত্রায় শঙ্কা

ফড়েরা ভালো দাম দেওয়ায় রেজিস্ট্রেশনে আগ্রহ নেই

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : লক্ষ্যমাত্রা ছিল ১ লক্ষ মেট্রিক টন, কিন্তু আলিপুরদুয়ার জেলায় মাত্র প্রায় ৬০ হাজার মেট্রিক টন ধান সহায়কমূল্যে কেনা সম্ভব হয়েছে। চাষিরা হাটে, বাজারে, এমনকি বাড়িতে ফড়েদের কাছে সরকারি সহায়কমূল্যের সমান দরেই ধান বিক্রি করেছেন। হাটবাজার ও ফড়েদের কাছে ভালো দর পাওয়ায় ২০২৩-’২৪ সালে সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির জন্য বহু চাষি সরকারি ক্রয়কেন্দ্রমুখী হননি। তবে সরকারি কেন্দ্রে ধান বিক্রি করুন বা না করুন চাষিরা ধান বিক্রির জন্য যেন খাদ্য দপ্তরে রেজিস্টেশন করেন, সে নিয়ে প্রচারে গুরুত্ব দিচ্ছে খাদ্য দপ্তর। ক’বছর আগে সহায়কমূল্যের থেকে অনেক কম দামে ফড়েরা ধান কিনতেন। তবে এবছর যদিও তার ব্যতিক্রম ঘটেছে। সহায়কমূল্যের প্রায় সমান দরেই ফড়েরা চাষির বাড়ি থেকে ধান কিনেছেন।

জেলা খাদ্যনিয়ামক সুব্রত নন্দী বলেন, ‘জেলায় প্রায় ২৩ হাজার ধানচাষি সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির রেজিস্ট্রেশন করেছেন। জেলার অধিকাংশ ধানচাষি যাতে রেজিস্ট্রেশন করেন, সে ব্যাপারে চাষিদের উৎসাহিত করা ও প্রচারে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। চাষিদের অভাবী বিক্রি ঠেকানোই মূল উদ্দেশ্য।’

কৃষি দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জেলায় প্রায় ৯৪ হাজার ৬০০ হেক্টর জমিতে আমন চাষ হয়েছে। জেলায় প্রায় ৯০ হাজার ধানচাষি রয়েছেন। আমন ধান জেলায় প্রায় সাড়ে চার লক্ষ মেট্রিক টন উৎপাদন হয়। সহায়কমূল্যে ধান বিক্রি করতে হলে খাদ্য দপ্তরে রেজিস্ট্রেশন করতে হয়। যদিও সেটা সারাবছরই করা যেতে পারে। ধান বিক্রির সময় অনলাইনে স্লট বুক করে সেইমতো নির্দিষ্ট দিনে সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে ধান বিক্রি করেন চাষিরা।

খাদ্য দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, গত নভেম্বর থেকে এ বছর ২২০৩ টাকা কুইন্টাল দরে সহায়কমূল্যে ধান কেনা হয়েছে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসে ধান কেনা বন্ধ থাকবে। চাষিদের রেজিস্ট্রেশন করাতে খাদ্য দপ্তর উৎসাহিত করা ও প্রচারে জোর দেবে। আগামী ২ নভেম্বর থেকে ফের নতুন আমন ধান কেনা শুরু করবে খাদ্য দপ্তর। চলতি আর্থিক বছরের তুলনায় পরবর্তী আর্থিক বছরে ধানের সরকারি সহায়কমূল্য বাড়তে পারে। তবে কতটা মূল্যবৃদ্ধি হবে সেটা কিছুদিনের মধ্যে জানা যাবে। পররপার গ্রামের চাষি মানিক দেবনাথ বলেন, ‘গতবছর কিছু ধান সহায়কমূল্যে বিক্রি করেছিলাম। কিন্তু পরে বাড়িতে প্রায় একই দামে ফড়েরা ধান কিনে নিয়ে যায়। তাই সরকারি ক্রয়কেন্দ্রে যেতে হয়নি।’

তবে ধান ওঠার মরশুমে নভেম্বর থেকে জানুয়ারি পর্যন্ত অনেক চাষি ধান বিক্রি করে অন্য ফসলের টাকা জোগাড় করেন। তাই ওই সময় অভাবী বিক্রির সুযোগ নিতে পারে ফড়েরা, তেমন আশঙ্কা থেকেই খাদ্য দপ্তর সিংহভাগ চাষির রেজিস্ট্রেশন করানোর উপর জোর দিচ্ছে। তৃণমূল কিষান খেতমজুর কংগ্রেসের আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সভাপতি জলধর রায় বলেন, ‘এবারে সহায়কমূল্যের প্রায় সমান সমান দরে বিভিন্ন হাট, বাজারে এমনকি ফড়েরা বাড়ি থেকে ধান কিনে নেওয়ায় অভাবী বিক্রি করতে হয়নি।’ তৃণমূল কিষান খেতমজুর কংগ্রেসের জেলা সভাপতি প্রসেনজিৎ রায়ের কথায়, সহায়কমূল্যে ধান বিক্রির জন্য জেলার সকল ধানচাষি যাতে তাঁদের রেজিস্ট্রেশন করান সে নিয়ে সংগঠনের পক্ষ থেকে সারা জেলাজুড়ে প্রচারে জোর দেওয়া হবে।

ধান ক্রয় কেন্দ্রে এই ছবি এবার জেলায় অনেকটাই ফিকে।

নজরকাড়া

বিধায়ক পদে প্রার্থী অঙ্কিতা, দাবি যুবদের

তিনের পাতায়

প্যারালিম্পিকে প্রবীণের সোনা

ষোলোর পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

ক্যানিংয়ে সন্দীপের বিশাল বাগানবাড়ি। ছবি : রাজীব মণ্ডল

খোঁজ সন্দীপের বিরাট বাংলোর

রিমি শীল

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির কান ধরে টানলে যেন বাংলো উঠে আসে। সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে তদন্তেও হদিস মিলল বাংলোর। দক্ষিণ ২৪ পরগনায় ক্যানিংয়ের ঘুটিয়ারী শরিফে বাংলোটির নামে সস্ত্রীক আরজি কর মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষের অস্তিত্ব প্রকট। চারদিকে ঘন সবুজের মাঝে দোতলা বাংলোটির নাম সংগীতা-সন্দীপ ভিলা। সন্দীপের স্ত্রীর নাম সংগীতা। ইতিপূর্বে প্রাক্তন শিল্পমন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় গ্রেপ্তার হওয়ার পর বোলপুরে তাঁর একটি বাংলোর খোঁজ মিলেছিল। বান্ধবী অর্পিতা ও পার্থের নামের আদ্যাক্ষর মিলিয়ে বাংলোর নাম ছিল ‘অপা।’

বাংলোর খোঁজ মেলার দিনই শুক্রবার সন্দীপের বিড়ম্বনা আরও বাড়ল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ইডি) তৎপরতায়। আরজি করের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সিবিআই হেপাজতে থাকাকালীন ইডি শুক্রবার হানা দিয়েছিল তাঁর বেলেঘাটার এবং তাঁর চন্দননগরের শ্বশুরবাড়িতে। দক্ষিণ ২৪ পরগনার সুভাষগ্রাম থেকে একইদিনে ইডি আটক করেছে সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ প্রসূন চট্টোপাধ্যায়কে। আটক করার আগে প্রসূনের বাড়িতে সাত ঘণ্টা তল্লাশি করেন ইডি আধিকারিকরা।

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর মতে, প্রসূনের বাড়িতে তল্লাশি এই তদন্তে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেন, ‘স্বাস্থ্য দপ্তরের দুর্নীতির কাছে শিক্ষা ও খাদ্য দপ্তরের দুর্নীতি নেহাতই সামান্য। এই তদন্তে এখনও পর্যন্ত যতটুকু দেখা গিয়েছে, সেটা হিমশৈলের চূড়া মাত্র।’

সিবিআইয়ের পাশাপাশি ইডিও এখন আরজি কর মেডিকেলে দুর্নীতির তদন্ত করছে। প্রসূন ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজের কর্মী হলেও নিজেকে সন্দীপের ব্যক্তিগত সচিব বলে দাবি করতেন। তাঁর

দিনভর তল্লাশি, আটক ঘনিষ্ঠ প্রসূন

বাড়িতে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথি পাওয়ার পর তাঁকে আটক করে ক্যানিংয়ে সন্দীপের বাংলোয় নিয়ে যায় ইডি। এই তদন্তে শুক্রবার হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনার মোট ১২ জায়গায় তল্লাশি করে সংস্থাটি।

এই তদন্তে ইতিমধ্যে ধৃত বিপ্লব সিংহের হাওড়ার সাঁকরাইলের বাড়িতে ও বিপ্লব-ঘনিষ্ঠ কৌশিক কোলের বাড়িতে গিয়েছিল ইডি। বিপ্লবের বাড়ির ঢিল ছোড়া দূরত্বে কৌশিকের বাড়ি। তাঁদের বিরুদ্ধেও আরজি করে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে।

এরপর দশের পাতায়

লাইটম্যানদের লাইসেন্সে বাড়তি খরচ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : জেলায় দুর্গাপুজোর অনুমতির জন্য একশো শতাংশ আবেদন অনলাইনে করানোর লক্ষ্য নিয়েছে জেলা প্রশাসন। আর এই অনলাইন আবেদন করতে গিয়ে পুজো কমিটিগুলোর মণ্ডপ ও আলোকসজ্জার ক্ষেত্রে বাড়তি খরচ হবে। কেননা পুজো কমিটিগুলোর অনলাইন আবেদন করতে গেলে বিভিন্ন তথ্য দিতে হবে সেগুলোর মধ্যে অন্যতম মণ্ডপশিল্পী ও আলোকশিল্পীর নাম, মোবাইল নম্বর, লাইসেন্স নম্বর। আবেদনপত্রে সেই তথ্য দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। ডেকোরেটিংয়ের ব্যবসা যাঁরা করেন তাঁরা নিজেদের ট্রেড লাইসেন্স দিয়ে ওই কাজ করতে পারবেন। সব মণ্ডপশিল্পীর কাছেই প্রায় সেটা আছে। তবে সমস্যা হয়েছে আলোকশিল্পীর লাইসেন্স নম্বর নিয়ে। এই লাইসেন্স দেওয়া হয় বিদ্যুৎ দপ্তর থেকে। আর আলিপুরদুয়ারের বেশিরভাগ আলোকশিল্পীদেরই এই লাইসেন্স নেই।

জেলা প্রশাসন জানাচ্ছে, যাঁদের গত বছরের অনুমতি রয়েছে সেই পুজো কমিটিগুলো অনলাইনে আবেদন করলে অনুমতি পাবে। নতুন করে কোনও পুজো কমিটিকে অনুমতি দেওয়া হবে না। আলিপুরদুয়ার দুর্গাপুজো নামে একটি ওয়েবসাইটে আবেদন করতে হবে। আবেদন করার পর বিডিও ও এসডিও অনুমতি দেবেন। তার আগে দমকল, বিদ্যুৎ বিভাগ, পুলিশ সেই আবেদন খতিয়ে দেখবে। পুজো কমিটিগুলোর সব প্রস্তুতি প্রায় শেষপর্যায়ে। এবার আলোকশিল্পীদের সঙ্গে যোগাযোগ করার পর পুজো কমিটিগুলো জানতে পারছে তাদের ওই লাইসেন্স নম্বর নেই। ঘরঘরিয়ার এক আলোকশিল্পী দীপেন রায়ের যেমন বক্তব্য, ‘আলোর কাজ করা বেশিরভাগ শিল্পীর কাছেই লাইসেন্স নেই।’

এবার অনেক শিল্পী অন্যজনের লাইসেন্স জোগাড় করে দেওয়ার আশ্বাস দিচ্ছেন। এক্ষেত্রে বাড়তি টাকা লাগবে বলা হচ্ছে। পুজো কমিটিগুলো জানাচ্ছে, কত টাকা বাড়তি খরচ হবে তারা সেটা আন্দাজ করতে পারছে না। তবে কারও ৫০০ টাকা খরচ হতে পারে কারওবা ৫ হাজার টাকা। ইতিমধ্যে কয়েকটি পুজো কমিটির কাছে পুজোর এই অনলাইন আবেদন করার সমস্ত তথ্য জোগাড় করে দেওয়ার জন্য দালালরা যোগাযোগ করতে শুরু করেছে। শহরের বিগ বাজেটের পুজোগুলোর সমস্যা না হলেও সমস্যার মুখে গ্রামীণ পুজো কমিটিগুলো। তপসিখাতা দুর্গাপুজো কমিটির সম্পাদক জীমূত রায়ের কথায়, ‘ব্লক প্রশাসন থেকে আবেদন পদ্ধতি নিয়ে বলা হয়েছে। সব কিছু ঠিক থাকলেও আলোকশিল্পীর লাইসেন্স নম্বর নিয়ে আমার চিন্তায় আছি।’

সোনাপুরে জোরকদমে চলছে মণ্ডপ তৈরির কাজ।

বোর্ডে স্থানীয় সদস্য নেই, শূন্যপদ পূরণের উদ্যোগও নেই

প্রশ্নে দেবত্র ট্রাস্টের দেখভাল

চাঁদকুমার বড়াল

কোচবিহার, ৬ সেপ্টেম্বর : দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে সবমিলিয়ে ২২টি মন্দির রয়েছে। তার মধ্যে বেনারসে রয়েছে কালী মন্দির এবং বৃন্দাবনে রয়েছে রাধাগোবিন্দ মন্দির। আবার কোচবিহারে একটি কবিরাজখানা আছে। এছাড়া, একাধিক জমি সহ অন্যান্য সম্পত্তি রয়েছে। তবে এত কিছু দেখাশোনা করবে কে? কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে কোনও স্থানীয় সদস্যই নেই। বর্তমানে দুজন সদস্য নিয়ে কাজকর্ম চলছে। আর সেই দুজনই সরকারি আধিকারিক। ফলে সরকারি কাজ সামলে কতটা দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের যাবতীয় কাজ দেখাশোনা হচ্ছে বা নজর রাখছেন তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। এদিকে, এতদিন ধরে এভাবে চললেও ওই বোর্ডের শূন্যপদে কেন স্থানীয়দের নেওয়া হচ্ছে না সেটা নিয়ে জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

এ ব্যাপারে কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের সভাপতি তথা জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনাকে ফোন করা হলে তিনি ফোন না তোলায় বক্তব্য মেলেনি।

বোর্ডের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়া বলেন, ‘এই বিষয়ে আমার বেশি কিছু বলার নেই। এগুলো রাজ্য থেকে দেখা হয়।’

কোচবিহারের মহারাজা জগদ্দীপেন্দ্রনারায়ণ কোচবিহার দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করেন। তিনি ওই বোর্ডের প্রথম সভাপতি ছিলেন।

বর্তমানে পাঁচ সদস্য বিশিষ্ট বোর্ডে জেলা শাসক অরবিন্দকুমার মিনা সভাপতি ও সদর মহকুম শাসক কুণাল বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন। কাজকর্ম দেখার জন্য আছেন এক সচিব। আর বাকি সদস্যপদ দুই বছর ধরে ফাঁকাই পড়ে। একটা সময় বোর্ডে অম্বিকা রায়, ত্রিকুলেন্দ্রনারায়ণ, প্রসেনজিৎ বর্মন, কুমার অমিতাভনারায়ণরা সদস্য ছিলেন। তাঁরা প্রয়াত হওয়ার পর নতুন করে আর কোনও সদস্য নেওয়া হয়নি বোর্ডে। ফলে যাবতীয় কাজকর্ম, সিদ্ধান্ত সবই তাঁরা নিচ্ছেন। তাহলে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠছে, দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের যাবতীয় কাজকর্ম, সম্পত্তি সব রক্ষণাবেক্ষণ হচ্ছে তো? অ্যাসোসিয়েশন ফর বেটার কোচবিহারের সভাপতি আনন্দজ্যোতি মজুমদারের কথায়, ‘কোচবিহারের স্থানীয় প্রতিনিধি দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডে না থাকলে সেখানে কী হচ্ছে, কী প্রয়োজন সেটা বুঝবে কে? সরকারি আধিকারিকদের এই জায়গা সম্পর্কে যতটা ধারণা থাকবে তার চেয়ে বেশি ধারণা স্থানীয়দের। সেজন্যই মহারাজা তিনজন তাঁর মনোনীত সদস্য বোর্ডে রেখেছিলেন। স্থানীয় সদস্য রাখার দাবি জানাচ্ছি।’

তিন মাস আগে কোচবিহারে কবিরাজখানার কবিরাজ প্রয়াত হয়েছেন। তারপর সেখানে নতুন করে আর কাউকে নিয়োগ করা হয়নি। ফলে প্রতিনিয়ত রোগী এসে ঘুরে যাচ্ছেন।

কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্টের সহ সভাপতি কুমার সুপ্রিয়নারায়ণ বলেন, ‘বারবার প্রশাসনের কাছে শূন্যপদে স্থানীয় সদস্যদের নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা মন্দির ও সম্পত্তিগুলো সঠিকভাবে দেখভাল হচ্ছে না। দ্রুত সদস্যপদ পূরণের দাবি জানাচ্ছি।’

> বারবার প্রশাসনের কাছে শূন্যপদে স্থানীয় সদস্যদের নিয়োগের দাবি জানিয়েছি। কিন্তু কাজ হয়নি। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ডের অধীনে থাকা মন্দির ও সম্পত্তিগুলো সঠিকভাবে দেখভাল হচ্ছে না। দ্রুত সদস্যপদ পূরণের দাবি জানাচ্ছি।
>
> **-কুমার সুপ্রিয়নারায়ণ**
> সহ সভাপতি
> কোচবিহার রয়্যাল ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট

সল্টলেক সাই-এ আসর

রাজ্য স্তরে হকি খেলবে অনুরাধারা

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় ক্রীড়া সংসদের উদ্যোগে গত ২৭ ও ২৮ অগাস্ট আন্তঃস্কুল নেহরু হকি খেলা হয় পলাশবাড়িতে। ছেলেদের বিভাগে জেলা চ্যাম্পিয়ন হয় শিলবাড়িহাট হাইস্কুল। এবং মেয়েদের বিভাগে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়। এবার দুই স্কুলের দুই টিম রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় খেলতে যাচ্ছে। শনিবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে খেলোয়াড়রা।

> প্রথমবার হকি খেলতে কলকাতায় যাচ্ছি। বড় মাঠে নামার আগে গত কয়েকদিন ধরে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছি। কলকাতার মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।
>
> **-অনুরাধা সরকার**
> *হকি খেলোয়াড়*

তার আগে শুক্রবার শেষবারের মতো যুব সংঘের মাঠে অনুশীলন করে মধুমিতা বর্মন, অভীক বর্মন, দেবজিৎ সরকাররা। হকি খেলোয়াড় অনুরাধা সরকার বলল, ‘প্রথমবার হকি খেলতে কলকাতায় যাচ্ছি। বড় মাঠে নামার আগে গত কয়েকদিন ধরে নিজেদের ঝালিয়ে নিচ্ছি। কলকাতার মাঠে নিজেদের সেরাটা দেওয়ার চেষ্টা করব।’ একই কথা বলল বাকিরাও। এই দুই স্কুলের পাশাপাশি পলাশবাড়ি ও ফালাকাটার আরও পাঁচটি হকি টিম কলকাতায় যাচ্ছে।

সল্টলেকে সাইয়ের মাঠে রাজ্য স্তরের নেহরু হকি এবং স্টেট হকির আয়োজন করা হয়েছে। দুটি প্রতিযোগিতাই ৮ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে। এই প্রথম আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে এতগুলো দল একসঙ্গে রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় খেলতে যাচ্ছে।

নেহরু হকিতে মেয়েদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৭ জেলার টিম হিসেবে খেলবে শিলবাড়িহাট আরআর জুনিয়ার বালিকা বিদ্যালয়। এবং ছেলেদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৫ জেলার টিম হিসেবে খেলবে শিলবাড়িহাট হাইস্কুল। এই দুটি স্কুলই জেলা চ্যাম্পিয়ন। আর বাকি পাঁচটি টিম হল ছেলেদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৯, অনূর্ধ্ব ১৭, অনূর্ধ্ব ১৪ এবং মেয়েদের বিভাগে অনূর্ধ্ব ১৭ এবং অনূর্ধ্ব ১৪। আলিপুরদুয়ার জেলা হকি অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক জীবন সরকার বলেন, ‘নেহরু হকির জেলা স্তরের ফাইনালের দিনই স্টেট হকির জন্য কলকাতার বিচারকদের উপস্থিতিতে ওই পাঁচটি দলের খেলোয়াড় বাছাই পর্ব হয়। একেকটি দলে খেলোয়াড় রয়েছে ১৬ জন করে। মোট সাতটি দলের ১১২ জনকে নিয়ে শনিবার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেব।’

পলাশবাড়ি এবং ফালাকাটায় নিখরচায় হকির প্রশিক্ষণ দেন কোচ সরোজকুমার বসু এবং সহকারী কোচ সহদেব বিশ্বাস। তাঁরা জানান, আলিপুরদুয়ার জেলা থেকে এবারই প্রথম সাতটি টিমের হয়ে এতজন হকি খেলতে যাচ্ছে। এই খেলার প্রতি যে এলাকার পড়ুয়াদের আগ্রহ বেড়েছে, এটা তারই প্রমাণ। শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের কয়েকজন পড়ুয়াও রাজ্য স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়েছে। সেই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায় বলেন, ‘পড়ুয়ারা রাজ্য স্তরে ভালোভাবে খেলে আসুক, আমরা এটাই চাই। এখানকার বাচ্চারা যে সুযোগ পেয়েছে, সেটাই গর্বের বিষয়।’

কর্মখালি

মহিলা সহায়ক চাই, দিনরাত্রির জন্য, একজনবিশিষ্ট বয়স্ক ব্যক্তির যাবতীয় কাজকর্ম দেখাশোনা এবং সঙ্গে নিজস্ব রাধাকৃষ্ণ মন্দিরের কাজকর্ম তদারকি করা, সময় সীমিত 25 হইতে 35-এর মধ্যে হতে হবে,পড়াশোনা নিম্নতম মাধ্যমিক, বা উচ্চ মাধ্যমিক হতে হবে। থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা আছে, বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী পাবেন। (সঙ্গে যাবতীয় সুযোগসুবিধা পাবেন)। যোগাযোগ - 94340-43593, শিলিগুড়ি, সেবক রোড। (C/112289)

জ্যোতিষ

কলকাতার বিখ্যাত জ্যোতিষ শ্রীভৃগু শিলিগুড়িতে ১-৭, আলিপুরদুয়ার ৮-১৪ বসছেন রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। Ph : 7719371978.

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২০০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৩৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৮৮৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৩৬০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৩৭০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অ্যাফিডেভিট

শিলিগুড়ি নোটারি অ্যাফিডেভিট দ্বারা Dhiraj Roy ও Dhiraj Rai একই ব্যক্তি রূপে পরিচিত হল। (C/112342)

শিলিগুড়ি নোটারি পাবলিকে ৬.৯.২৪-এর অ্যাফিডেভিট বলে লালদাস জোত, পোঃ লিচুপাকুরি, থানাঃ ফাঁসিদেওয়া,দার্জিলিং-এর Nikunja Singha, পিতা গণেশ সিংহ এবং Nikunja Roy এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে পরিচিত হল। (C/112336)

আমি Chamiruddin Ahamed, S/o. Late Jamiruddin, গ্রাঃ উঃ মাটিয়ালী পোঃ লাটাগুড়ি থানাঃ মালবাজার, জলপাইগুড়ি- ৭৩৫২১৯, জমির খতিয়ান নং ২১ জে.এল নং ৯১-এ পিতার নাম এবং খতিয়ান নং ৩৯ জে.এল নং ৯১ মাতার নাম ভুল থাকায়, গত ১৫.০৭.২৪-এ এলডি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জলপাইগুড়ি কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Late Jamiruddin ও Kebu Mohammad এবং Macchiman Necha ও Ahiman Necha-কে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসাবে ঘোষণা করলাম। (C/112334)

আমার পুত্র Arman Hassan-এর জন্ম শংসা পত্র নং- 04 dtd. 05-01-2016 আমার নাম, স্ত্রীর নাম এবং পুত্রের নাম ভুল থাকায় গত 30-08-24 সদর, কোচবিহার, E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Ejajul Haque-এবং Ajajul Hoque, পুত্র Arman Hassan এবং Arman Hossain, স্ত্রী Anjuwara Khatun এবং Anjuara Khatun এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। গ্রাম ঃ কলাবাড়ি ঘাট, পোঃ D.K.D. Bash, P.S. কোতোয়ালি, Dist কোচবিহার। (C/111811)

আজ টিভিতে

হাড্ডাহাড্ডি প্রতিযোগিতার সঙ্গে মন ভালো করা গান নিয়ে **সারেগামাপা**-য় দুর্দান্ত পর্ব। শনি ও রবি রাত ৯.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ সারেগামাপা
স্টার জলসা : সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি
কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণ, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা
আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস
সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু, রাত ৯.০০ অনামিকা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.৩০ দেবী, বিকেল ৫.০০ লাভ এক্সপ্রেস, রাত ৮.০০ অরুন্ধতী, রাত ১০.৫৫ জানেমন
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ জামাই রাজা, দুপুর ১.০০ বড় বউ, বিকেল ৪.০০ রিফিউজি, সন্ধ্যা ৭.০০ ছোট বউ, রাত ১০.০০ শত্রুর মোকাবিলা
জি বাংলা সিনেমা : সকাল ১১.৩০ মঙ্গলদীপ, দুপুর ২.৩৫ এই ঘর এই সংসার, বিকেল ৪.৫০ সুয়োরানি দুয়োরানি, সন্ধ্যা ৭.৩০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ সুবর্ণলতা
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ কাঞ্চনমালা, সন্ধ্যা ৭.৩০ কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ পরিবার
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ নিশিপদ্ম

কলঙ্কিনী কঙ্কাবতী সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **ডিডি বাংলায়**

ছোট বউ সন্ধ্যা ৭টায় **কালার্স বাংলা সিনেমায়**

অন্যায় অত্যাচার সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে **জি বাংলা সিনেমায়**

বরেলি কি বরফি রাত ১০.২৭ মিনিটে **অ্যান্ড পিকচার্স এইচডিতে**

পদক হাতে সাগর রায়। -সংবাদচিত্র

সাউথ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্সে সুযোগ

বিশ্বের দরবারে কামাতবিন্দির সাগর

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : হলদিবাড়ির ক্রীড়াজগৎ দারুণ খুশি। দেশের হয়ে খেলতে নামছে হলদিবাড়ির উঠতি খেলোয়াড় সাগর রায়। শুক্রবার সাউথ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপের ভারতীয় দল ঘোষণা হয়। সেই তালিকায় পারমেখলিগঞ্জ এলাকার সাগর রায়ের নাম রয়েছে। সাগর হাইজাম্প ইভেন্টে সুযোগ পেয়েছে। অক্টোবর মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে দক্ষিণ এশিয়ান অ্যাথলেটিক্স ফেডারেশন জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হতে চলেছে। ভারতের চেন্নাই, তামিলনাড়ুতে খেলাগুলো হবে। প্লেয়ার অকশনের মাধ্যমে হলদিবাড়ির সাগর রায় জায়গা করে নিয়েছে। খবর জানাজানি হতেই পুজোর আগেই উৎসবের পরিবেশ হলদিবাড়িতে। সাগর বলল, ‘এতদিন দেশের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করার স্বপ্ন দেখে এসেছি। এবার নিজের সেরাটা তুলে ধরার চেষ্টা করব।’

সাগরের বাড়ি পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমান্তবর্তী কামাতবিন্দি এলাকায়। বাবা প্রদীপ রায় পেশায় কৃষক। মা সুশীলা রায় গৃহবধূ। সাগর দেওয়ানগঞ্জ হাইস্কুলের একাদশ শ্রেণির ছাত্র। তার সাফল্যে খুশি এলাকার ক্রীড়াবিদ ও প্রাক্তন কোচ প্রসেনজিৎ দত্ত ওরফে বাবাই। তিনি বললেন, ‘প্রতিভা থাকলে বিকাশ ঘটবেই। কোনও কিছুই প্রতিবন্ধকতা নয়। সাগর হলদিবাড়ির ক্রীড়াজগৎকে বিশ্বের মাঝে পৌঁছে দিল।’ জলপাইগুড়ি স্পোর্টস অথরিটি অফ ইন্ডিয়া (সাই) সেন্টারের অধিকর্তা ওয়াসিম আহমেদও সাগরের সাফল্যে খুশি। সাগর যে ভারতীয় দলে জায়গা করে নেবে সে ব্যাপারে তিনি আশাবাদী ছিলেন বলে জানালেন।

হাইজাম্পে নিজেকে দক্ষ করে তুলতে সাগর কঠোর পরিশ্রম করছে। সম্প্রতি ছত্তিশগড়ের বিলাসপুর অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে ১৯তম জাতীয় যুব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ২.০৬ মিটার লাফিয়ে হাইজাম্পে সাগর সোনা জেতে। গত বছর কলকাতায় সল্টলেকের সাই গ্রাউন্ডে অনুষ্ঠিত ৩৪তম ইস্ট জোন ন্যাশনাল অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৮ বিভাগে ১.৯৮ মিটার লাফিয়ে সে সোনার মেডেল জিতেছিল। এর আগে ৬৬তম জাতীয় স্কুল গেমস ২০২২-’২৩-এ রাজ্য দলে জায়গা করে নেয় সাগর। কিন্তু চতুর্থ স্থান অধিকার করে তাকে ফিরতে হয়। গত মাসে রাজ্যের সেরা সম্ভাবনাময় খেলোয়াড় হিসেবে ক্যালকাটা জার্নালিস্টস ক্লাব সাগরকে বেছে নিয়েছিল।

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : হঠাৎ বিদেশে যাওয়ার সুযোগ আসতে পারে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। বৃষ : আজ গুরুত্বপূর্ণ কাজ সেরে ফেলতে পারবেন। প্রেমের সঙ্গীকে সময় দিন। মিথুন : আপনার কথার ভুলে সংসারে অশান্তি। পেটের সমস্যায় ভোগান্তি। কর্কট : গুরুজনের পরামর্শে সংসারের সমস্যা কাটবে। মায়ের শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা। সিংহ : কোনও অপরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে লেনদেনে জড়াবেন না। পরিবারের সঙ্গে সারাদিন কাটিয়ে আনন্দ। কন্যা : আমদানি-রপ্তানি ব্যবসায় বিনিয়োগ বাড়াতে পারেন। স্ত্রীর শারীরিক সমস্যা নিয়ে দুশ্চিন্তা হতে পারে। তুলা : অফিসে কোনও কাজ সম্পূর্ণ করে জনপ্রিয়। পরিবার নিয়ে বাইরে যাওয়ার পরিকল্পনা পূর্ণ হবে। বৃশ্চিক : বন্ধুকে ঘরের কথা বলবেন না। ব্যবসার জন্যে ব্যাংকঋণ মঞ্জুর হবে। ধনু : অফিসের কাজে দূরে যেতে হতে পারে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে বিবাদের অবসান। মকর : কোনও অপরিচিত ব্যক্তি আপনাকে আজ ঠকাতে পারে। বাবার পরামর্শে ব্যবসায় উন্নতি। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে ভ্রমণে যাওয়ার পরিকল্পনা। হঠাৎ নতুন ব্যবসা শুরু করার উদ্যোগ। মীন : হাঁটুর সমস্যা ভোগাবে। বন্ধুদের সঙ্গে তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ভাঃ ১৬ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪, ২১ ভাদ, সংবৎ ৪ ভাদ্রপদ সুদি, ৩ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৪, অঃ ৫।৪৮। শনিবার, চতুর্থী দিবা ২।১৪। চিত্রানক্ষত্র দিবা ১০।৪৯। ব্রহ্মযোগ রাত্রি ১০।৩২। বিষ্টিকরণ দিবা ২।১৪ গতে ববকরণ রাত্রি ৩।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১০।৪৯ গতে দেবগণ বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী- নৈর্ঋতে, দিবা ২।১৪ গতে দক্ষিণে। কালবেলাদি ৬।৫৭ মধ্যে ও ১।৯ গতে ২।৪২ মধ্যে ও ৪।১৫ গতে ৫।৪৮ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।১৫ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।২৪ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- চতুর্থীর একোদ্দিষ্ট ও পঞ্চমীর সপিণ্ডন। দিবা ২।১৪ মধ্যে নির্ণয়সিন্ধুমতে বরাদচতুর্থী। সিদ্ধিবিনায়ক ব্রত। শ্রীশ্রী গণেশ পুজো। গণেশচতুর্থী। সৌভাগ্যচতুর্থীব্রত। অমৃতযোগ- দিবা ৯।২৯ গতে ১২।৪২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৫৪ গতে ১০।১৮ মধ্যে ও ১১।৫৩ গতে ১।২৯ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৫৩ মধ্যে।

ABRIDGE e-N.I.T. NOTICE

e-N.I.T Memo No. 645/KCK-IIIPS Sl No- 01 to 18 & 646/KCK-IIIPS, SL no 1 to 12 only Dated 06-09-2024 invited by the E.O Kaliachak-III P.S from bonafide bidder. Last date of application on 13.09.2024 upto 17:30 pm. Details are available in the office notice board & https://wbtenders.gov.in/nicgep/app and portal Tender ID 2024_ZPHD_745961_1 to 18. and portal Tender ID 2024_ZPHD_746417_1 to 12

Sd/-
Executive Officer, Kaliachak-III
P.S, Baishnabnagar, Malda

CORRIGENDUM NOTICE

Corrigendum NIT NO- TUFANGANJ/05/2024-25, Memo No- 889 Date- 06/09/2024 Tender ID : 2024_MAD_741776_1, ID : 2024_MAD_741776_2 & ID : 2024_MAD_741776_3, Description of the work:- i) illumination of street light, ii) fitting & fixing High Mast, iii) supply of LED street light Under Green City Mission. Details will be available at office Notice Board & web portal www.wbtenders.gov.in

Sd/-
Chairman,
Tufanganj Municipality
P.O.- Tufanganj, Dist- Cooch Behar

Govt. Of West Bengal
Office of the District Magistrate
Disaster Management Section
E-tender Notice

On behalf of the District Magistrate, Darjeeling, E-tender has been invited vide E-Tender Reference No. 01 second/DMS/CLTH/2024-25 and Tender ID No. 2024_DMD_745538_1 dated 05/09/2024 for supply of warm clothes under MLA's fund of Darjeeling and Kurseong for Eid and Durga puja for FY 2024-25. Details can be had from E-Tender portal of District Website- www.darjeeling.gov.in or wbtenders portal- http://wbtenders.gov.in
Last date of submission of bid is 21/09/2024.

Sd/-
District Magistrate
Darjeeling

মালদা টাউন-সেকেন্দরাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনের একটি ট্রিপ বাতিল

দক্ষিণ মধ্য রেলওয়ের ওয়ারাঙ্গল-কাজিপেট-বলহারশাহ শাখায় আসন্ন নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ০৩৪৩০ মালদা টাউন-সেকেন্দরাবাদ স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০১.১০.২০২৪) এবং ০৩৪২৯ সেকেন্দরাবাদ-মালদা টাউন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৩.১০.২০২৪) বাতিল থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে
অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

হোমি ভাভা কেন্দ্র বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য
টাটা ইনস্টিটিউট অফ ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ
জাতীয় অলিম্পিয়াড কার্যক্রম ২০২৪-২০২৫
জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা এবং নবীন বিজ্ঞানের উপর

সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী যারা এই কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক তাদের এই কার্যক্রমের অনুরূপ **ভারতীয় পদার্থ বিজ্ঞান শিক্ষক সমিতির (আইএপিটি)** তত্ত্বাবধানে **জাতীয় মানদণ্ডের পরীক্ষা (এনএসইএস)** (বিজ্ঞান বিষয়ের জন্য) যেটি **২০২৪ সালে ২৩ শে এবং ২৪ শে নভেম্বর** অনুষ্ঠিত হবে, সেই পরীক্ষায় তাদের অবতীর্ণ হতে হবে। এনএসইতে যোগ্য হওয়া এর অনুরূপ **আন্তর্জাতিক অলিম্পিয়াড ২০২৫** কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করার প্রথম ধাপ হিসাবে গণ্য করা হবে।
নথিভুক্ত করুন :
এনএসইএস : https://www.iapt.org.in (অগাস্ট ২১-সেপ্টেম্বর ১৪, ২০২৪)
আরও বিশদ বিবরণের জন্য : https://olympiads.hbcse.tifr.res.in https://www.iapt.org.in

CBC - 48143/12/0009/2425

LOOKING FOR LEGAL CLAIMANT

Details of Child :-

Name	Date of Birth	Sex	Details (Height Weight and complexion)	Photo
ROJI	24/08/2021	Female	HEIGHT - 84 cms WEIGHT - 10 Kg COMPLEXION - Fair EYE COLOR - Black HAIR COLOR - Black	

At present the child is under the Care and Protection of Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division at G-SAA, Sahid Bandana Smriti Balika Abas, Coochbehar.
Any Legal claimant of the babies may contact within 120 days in the following address during working days with valid documents.

District Child Protection Unit, Darjeeling Office of the District Magistrate Kutchery Compound, Darjeeling	Child Welfare Committee, Siliguri Sub-Division Government Children Home Nimtala, Matigara, Darjeeling

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
বিজ্ঞাপন গ্রহণকেন্দ্র

আপনি কি প্রতি মাসে ন্যূনতমপক্ষে ১০০০০ টাকা উপার্জন করতে চান?

আপনার কি নিজস্ব দোকানঘর/অফিসরুম আছে? আপনি কি উত্তরবঙ্গের সবাধিক প্রচারিত দৈনিক **উত্তরবঙ্গ সংবাদ** পরিবারের একজন সদস্য হতে চান? তাহলে আর দেরি কেন?

আজই আপনার শিক্ষাগত যোগ্যতা, বয়স এবং ঠিকানা উল্লেখ করে আবেদন করুন ই-মেল অথবা হোয়াটসঅ্যাপে

jobs.uttarbanga@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ৯০৬৪৮-৪৯০৯৬

আবেদন করার শেষ তারিখ : ১৪ সেপ্টেম্বর ২০২৪

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।
আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।
আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।
ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

অঙ্কিতাকে প্রার্থী করার দাবি

পরেশের উত্তরসূরি হিসেবে চাইছে তৃণমূল যুব

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ৬ সেপ্টেম্বর : এসএসসি দুর্নীতিতে চাকরি হারিয়েছেন পরেশচন্দ্র অধিকারী কন্যা অঙ্কিতা অধিকারী। সেই তিনিই বৃহস্পতিবার মেখলিগঞ্জ কলেজে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হয়ে গিয়েছিলেন! বিতর্ক হয়েছে, সরব হয়েছেন বিরোধীরা। মুখ খুলেছেন বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলা সাধারণ সম্পাদক দধিরাম রায়। এবার তাঁকে বিধায়কের পদে দেখতে চাইছে তৃণমূল যুব। শুক্রবার সন্ধ্যায় চ্যাংরাবান্ধায় সাংবাদিক সম্মেলনে এই দাবিই জানালেন তৃণমূল যুবর ব্লক সভাপতি জ্যোতিষ রায় এবং প্রাক্তন ব্লক সভাপতি শাহিন সরকার। জ্যোতিষ বলেন, 'আগামী বিধানসভা ভোটে পরেশ অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। আবার অঙ্কিতা অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। বিধায়কের যা যা যোগ্যতা রয়েছে, তা অঙ্কিতার মধ্যে রয়েছে। সে উচ্চশিক্ষিত, তার মধ্যে নেতৃত্বগুণ রয়েছে।' এ বিষয়ে জানতে পরেশ অধিকারীকে ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বরখাস্ত শিক্ষিকা কী করে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হয়ে যেতে পারেন? বৃহস্পতিবারের ওই ঘটনার পর সব জায়গাতেই বিতর্কের ঝড় ওঠে। মেখলিগঞ্জ কলেজে তৃণমূল ছাত্র পরিষদের শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার প্রধান অতিথি হিসাবে থাকায় কোনও সমস্যা নেই বলে জানান জ্যোতিষ। তাঁর সাফাই, 'অঙ্কিতা অধিকারী আমাদের জেলা তৃণমূলের সম্পাদক। সেই সূত্রে তাঁকে প্রধান অতিথি করা হয়েছে। এতে দোষের কিছু নেই।'

দেশের এবং রাজ্যের অনেক নেতা-নেত্রীই দুর্নীতিতে অভিযুক্ত। তাঁরা যদি রাজনীতি করতে পারেন, তাহলে অঙ্কিতা অধিকারী কেন রাজনীতি করতে পারবেন না? জ্যোতিষ বলেন, 'ফরওয়ার্ড ব্লক থেকে পরেশ অধিকারী তৃণমূলে গিয়ে যতদিন নেতৃত্বে ছিলেন, ততদিন মেখলিগঞ্জ শান্তিপূর্ণভাবে রয়েছে। মানুষ আপদে-বিপদে অধিকারী পরিবারকে পাশে পায়। মানুষের মধ্যে তাঁদের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।' তাঁর অভিযোগ, বিজেপির দধিরাম রায়ের মতো নেতারা অশান্তি সৃষ্টির চেষ্টা করছেন।

শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার আমন্ত্রণ পাওয়া নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত।

> আগামী বিধানসভা ভোটে পরেশ অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। আবার অঙ্কিতা অধিকারী টিকিট পেলেও আপত্তি নেই। বিধায়কের যা যা যোগ্যতা রয়েছে, তা অঙ্কিতার মধ্যে রয়েছে। সে উচ্চশিক্ষিত, তার মধ্যে নেতৃত্বগুণ রয়েছে।
>
> **জ্যোতিষ রায়**
> ব্লক সভাপতি, তৃণমূল যুব

একই সুর শোনা গেল প্রাক্তন ব্লক সভাপতি শাহিন সরকারের গলাতেও। দধিরামের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়ে তিনি বলেন, 'দধিরাম রায় মেখলিগঞ্জের একজন গুন্ডা। তাঁর বিরুদ্ধেও অনেক অভিযোগ রয়েছে। একজন মেয়েকে নিয়ে বারবার কটূক্তি করছেন। আসলে বিজেপি নারীবিদ্বেষী।'

মেখলিগঞ্জের বিধায়ক পদে অঙ্কিতার নাম ওঠা নিয়ে তৃণমূলের জেলা চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মনের বক্তব্য, 'বিধানসভার টিকিট দল কাকে দেবে, সেটা দল ঠিক করবে। সাধারণ কর্মীরা এ নিয়ে কিছু বলতে পারেন না।' তবে মেখলিগঞ্জ কলেজে শিক্ষক দিবসের অনুষ্ঠানে অঙ্কিতার উপস্থিতি দোষের নয়, সেটা তিনিও বললেন।

এদিকে, অঙ্কিতাকে বিধায়ক হিসাবে চাওয়া নিয়ে কটাক্ষ করলেন দধিরাম। তিনি বলেন, 'তৃণমূল কাকে টিকিট দেবে সেটা নিয়ে আমাদের বলার কিছু নেই। শুধু অঙ্কিতা প্রসঙ্গে বলব, চোরের দলে দুর্নীতিগ্রস্ত নেতা বিধায়কের টিকিট পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। গোটা রাজ্যবাসী যার জন্য লজ্জিত। কিন্তু সে বা তার পরিবার বুঝতে পারছে না।'

জঙ্গলপথে ডাম্পার চলাচল সমস্যা মিটল

ওদলাবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : দরকষাকষির খেলায় শেষপর্যন্ত বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগ ও ডাম্পার মালিকদের সংগঠন, দু-পক্ষই নমনীয় মনোভাব নেওয়ায় আপাতত জঙ্গলপথে বালি, পাথর বোঝাই ডাম্পার চলাচল নিয়ে সমস্যা মিটল।

গত ২৩ অগাস্ট বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম একটি ফরমান জারি করে ওদলাবাড়ি থেকে গজলডোবা এবং ওদলাবাড়ি থেকে কাঠামবাড়ি, বন দপ্তরের এই দুটো চেকপোস্ট পেরোতে প্রতি ঘনমিটার হিসেবে ডাম্পারগুলি থেকে ৫০ টাকা লেভি আদায়ের নির্দেশ দিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই বন দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত মানতে চায়নি ডাম্পার মালিকদের সংগঠন ওদলাবাড়ি টিপার মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং গজলডোবা ডাম্পার মালিকদের সংগঠন। বন দপ্তরের নির্দেশ কার্যকর হওয়ার দিন অর্থাৎ ১ সেপ্টেম্বর থেকে অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাম্পার চলাচল বন্ধ রেখে আন্দোলনের পথ বেছে নিয়েছিলেন ডাম্পার মালিকরা। বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও রাজা এম-কে নির্দেশ প্রত্যাহারের দাবি জানানোর পাশাপাশি প্রশাসনিক স্তরেও বিষয়টি বিহিত দাবি করতে থাকেন ডাম্পার মালিকরা।

চাপের মুখে অবশেষে মঙ্গলবার বন দপ্তরের সিসিএফ (নর্দার্ন সার্কেল) ভাস্কর জেভির চেম্বারে দু'পক্ষের আলোচনায় বরফ গলা শুরু হয়। বুধবার বিকেলে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাগের ডিএফও নতুন নির্দেশ জারি করে প্রতি ঘনমিটার ৫০ টাকা থেকে কমিয়ে ২০ টাকা করেন। বন ও বন্যপ্রাণ সংরক্ষণের স্বার্থে ডাম্পার মালিকরা এই সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছেন বলে জানিয়েছেন ওদলাবাড়ি টিপার মালিক ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি রাসেল সরকার, মুখ্য পরামর্শদাতা তমাল ঘোষ প্রমুখ। শনিবার থেকে পুনরায় ডাম্পার চলাচল শুরু করা হবে।

আব্দুলের স্ত্রীকে বহিষ্কার করল তৃণমূল

অরুণ ঝা

সুজালি (ইসলামপুর), ৬ সেপ্টেম্বর : সম্ভাবনা ছিলই, তাতে সিলমোহর পড়ল। সুজালির ফেরার বাহুবলী নেতা আব্দুল হকের স্ত্রী তথা কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান নুরি বেগমকে দল থেকে বহিষ্কার করল ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল নেতৃত্ব। আর এই ঘোষণার পরই ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমান। ফলে দলের ফাটল আরও চওড়া হয়েছে। অন্যদিকে, দল থেকে বহিষ্কার করলেও প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দিতে নারাজ নুরি। ফলে গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজকর্ম নিয়েও চরম জটিলতার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে।

হামিদুল বলছেন, 'ইসলামপুরে একনায়কতন্ত্র চলছে। শীর্ষ নেতৃত্ব বিষয়টির উপর নজর রেখেছে। আমি নিজেও দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে এই মর্মে বিস্তারিত রিপোর্ট করব।' বহিষ্কারের পর নুরি নিজেকে হামিদুলের লোক বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। তিনি বলছেন, 'ব্লক নেতৃত্ব দল নিয়ে হঠকারিতা ও ছেলেখেলা করছে। আমি দিদির সৈনিক ছিলাম, আছি ও থাকব। স্থানীয় স্তরে আমি বিধায়ক হামিদুল সাহেবের লোক।'

ইসলামপুর ব্লকে থাকলেও বিধানসভার নিরিখে সুজালি চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অধীনে। টানা দেড় দশক হামিদুলের 'ভাবশিষ্য' আব্দুল সুজালিতে রাজত্ব চালিয়েছেন। কয়েক মাস আগে সুজালি অঞ্চল সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে ব্লক নেতৃত্ব আব্দুলকেও বহিষ্কার করেছিল। বিধায়কের অভিযোগকে অবশ্য গুরুত্ব দিতে নারাজ ইসলামপুর ব্লক তৃণমূল সভাপতি জাকির হুসেন। জাকিরের কথায়, 'অঞ্চল কমিটির সিদ্ধান্তে সিলমোহর দিয়ে নুরি বেগমকে বহিষ্কারের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। তিনি পাঁচ মাসের উপর পঞ্চায়েত অফিসেই আসতে পারছেন না। ফলে তিনি অফিসে না এসে পদ আঁকড়ে এলাকার উন্নয়ন কতদিন আটকে রাখবেন সেটি প্রশাসনিক ও আইনি বিষয়।'

গত জুলাই মাসের শেষ সপ্তাহে সুজালিতে তোলাবাজির জেরে এক তৃণমূল কর্মীকে পিটিয়ে খুনের ঘটনা ঘটেছিল। ওই ঘটনার পর সুজালি অঞ্চল কমিটির কনভেনার মহম্মদ মইনুদ্দিনকে তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করেছিল ব্লক নেতৃত্ব। এদিন মইনুদ্দিনের সাসপেনশন তুলে নিয়েছে ব্লক নেতৃত্ব। সেই প্রসঙ্গে জাকিরের যুক্তি, 'মইনুদ্দিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে তাঁর সাসপেনশন তুলে নেওয়া হয়েছে। সমস্ত বিষয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট জেলা সহ শীর্ষ নেতৃত্বকে পাঠানো হয়েছে।'

গত ৩০ অগাস্ট ব্লক কমিটি নুরিকে সাতদিনের মধ্যে প্রধান পদ থেকে ইস্তফা দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল। গত ৫ সেপ্টেম্বর সাতদিনের সময়সীমা শেষ হয়েছে। এই সাতদিনের ভিতর নুরির বড় ছেলে আনসারুল গ্রেপ্তার হয়েছেন। বর্তমানে তিনি আদালতের নির্দেশে পুলিশ হেপাজতে। এরই মধ্যে বৃহস্পতিবার রাতে সুজালি অঞ্চল কমিটি এবং ব্লক কমিটি বৈঠকে বসে। সেই বৈঠকেই নুরিকে বহিষ্কারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এবার তাঁকে প্রধানের পদ থেকে সরাতে তৃণমূলের ব্লক নেতৃত্ব কী পদক্ষেপ করে, সেটাই দেখার।

এদিকে হামিদুল যেভাবে বিষয়টি শীর্ষ নেতৃত্বের কানে তুলে পালটা বাজিমাত করতে চাইছেন, তাতে শেষ হাসি কে হাসবে সেই জল্পনা বাড়ছে সুজালিতে।

রুষ্ট হামিদুল, প্রধান পদে জটিলতা

কমলাগাঁও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসের দখল নিয়েই যাবতীয় বিরোধ।

বাঙালির সেরা পার্বণে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

উত্তরবঙ্গ সংবাদ শারদ সম্মান ১৪৩১

নিম্নলিখিত এলাকা থেকে পুজো উদ্যোক্তারা অংশ নিতে পারবেন

দার্জিলিং–শিলিগুড়ি, মাটিগাড়া, নকশালবাড়ি, বাগডোগরা, ফাঁসিদেওয়া, খড়িবাড়ি

জলপাইগুড়ি–জলপাইগুড়ি, ময়নাগুড়ি, ক্রান্তি, ধূপগুড়ি, মালবাজার, ডামডিম, ওদলাবাড়ি

আলিপুরদুয়ার–আলিপুরদুয়ার, সোনাপুর, ফালাকাটা, কামাখ্যাগুড়ি, বারবিশা, হ্যামিল্টনগঞ্জ কোচবিহার–কোচবিহার, দিনহাটা, মাথাভাঙ্গা, তুফানগঞ্জ

উত্তর দিনাজপুর–রায়গঞ্জ, হেমতাবাদ, কালিয়াগঞ্জ, ইটাহার, ইসলামপুর, করণদিঘি, চোপড়া

দক্ষিণ দিনাজপুর–বালুরঘাট, পতিরাম, হিলি, গঙ্গারামপুর, বুনিয়াদপুর মালদা–ওল্ড মালদা, ইংরেজবাজার, গাজোল।

পুরস্কার

প্রথম ১৫,০০০/- | দ্বিতীয় ৭,৫০০/- | তৃতীয় ৫,০০০/-

কম বাজেটের সেরা পুজোর জন্য আলাদা পুরস্কার

প্রতি জেলা থেকে ৩টি করে ক্লাবকে পুরস্কৃত করা হবে

পুরস্কার মূল্য ৫,০০০/-

সঙ্গে থাকবে স্বীকৃতি-স্মারক

প্রতিটি জেলার ৩টি শ্রেষ্ঠ পুজোকে শারদ সম্মানে ভূষিত করবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

মণ্ডপ, প্রতিমা, আলোকসজ্জা, পরিবেশ– এই বিষয়গুলিই বিবেচিত হবে।

কোন কোন পুজো 'শারদ সম্মান–১৪৩১'–এ প্রাথমিক তালিকাভুক্ত হচ্ছে তা জানতে পড়ুন উত্তরবঙ্গ সংবাদ।

আপনার পুজোকে প্রতিযোগিতার প্রাথমিক তালিকাভুক্তির জন্য যা যা করতে হবে

এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে কোনও প্রবেশমূল্য দিতে হবে না। পরিষ্কার হরফে আবেদনপত্র আয়োজক সংস্থার নিজস্ব লেটার প্যাডে পূরণ করে জমা দিতে হবে ২৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে। আবেদনপত্রের সঙ্গে পথনির্দেশিকা দিতে হবে। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের পুজোর মণ্ডপে চোখে পড়ার মতো জায়গায় উত্তরবঙ্গ সংবাদ–এর (৭x৫ ফুট) ব্যানার টাঙিয়ে রাখতে হবে। যোগাযোগের সুবিধার জন্য একাধিক ফোন নম্বর দিলে ভালো হয়।

পুজো কমিটির নাম ..... ঠিকানা .....

.....

যোগাযোগের প্রতিনিধি ..... ফোন ..... মোবাইল .....

পুজোর থিম (থাকলে) .....

মণ্ডপশিল্পী ..... প্রতিমাশিল্পী ..... আলোকশিল্পী .....

পুজোর ব্যয়বরাদ্দ.....

উপরের সমস্ত তথ্য আমার/আমাদের কমিটির বিশ্বাস মতে সত্য। উত্তরবঙ্গ সংবাদ কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত শর্ত মেনে চলতে বাধ্য রইলাম।

অনুমোদিত স্বাক্ষর এবং সিল

শ্রেষ্ঠ পুজো নির্বাচনের জন্য সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে বিচারকমণ্ডলী গঠিত হবে। নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁদের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত।

আবেদন পাঠান এই ঠিকানায় - উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-১ অথবা মেল করুন ubssharodsamman@gmail.com 9735739677/8373867697

GOLD SPONSOR

UTTORA GOOD LIVING GOT BETTER | Luxmi

GOLD SPONSOR

DR. P. K. SAHA HOSPITAL MULTI-SPECIALITY HOSPITAL

1st Hospital in Coochbehar with NABH Pre Accredited

SILVER SPONSOR

BINA MOHIT MEMORIAL SCHOOL

CBSE Affiliation No. 2430164

MAHISHBATHAN, COOCHBEHAR

টুকরো খবর

জখম বাইক আরোহী

ফালাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত গুয়াবরনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাকড়িতলা এলাকায় এক ব্যক্তি পথ দুর্ঘটনায় জখম হলেন। স্থানীয় সূত্রে খবর, শুক্রবার দুপুরে বাইক ও টোটোর মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। জখম বাইকচালকের নাম পীযূষ বর্মন। তাঁর বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের অন্তর্গত ময়রাডাঙ্গা গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত সাতপুকুরিয়া এলাকায়। এদিন তিনি শালবাড়ি এলাকা থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। ফেরার পথে তিনি ফালাকাটা-ধূপগুড়ি রাজ্য সড়কের পাকড়িতলা এলাকায় দুর্ঘটনার কবলে পড়েন। দুর্ঘটনার জেরে তিনি হাঁটুতে চোট পেয়েছেন। স্থানীয়রা তাঁকে উদ্ধার করে প্রাথমিক চিকিৎসার জন্য ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালের জরুরি বিভাগে নিয়ে যান। তবে টোটোচালকের পরিচয় জানা যায়নি।

৮১তম পুজো

সোনাপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আর কয়েকদিন বাকি। আলিপুরদুয়ারের বিভিন্ন এলাকায় জোরকদমে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। শুক্রবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সাহেবপোঁতা এলাকায় সাহেবপোঁতা সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির ৮১তম দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি শুরু হল। এদিন সাহেবপোঁতা বাজারে খুঁটিপুজোর মাধ্যমে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হল। সেখানে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে এবং পুজো কমিটির সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। পুজো কমিটি সূত্রে খবর, এবারে তাদের পুজোমণ্ডপ কালীঘাটের কালী মন্দিরের আদলে তৈরি হবে।

নদীতে ভিড়

কালচিনি, ৬ সেপ্টেম্বর : কালচিনি ব্লকের বিভিন্ন এলাকায় পালিত হল তিজ উৎসব। মূলত মহিলারা তিজ উৎসব পালন করে থাকেন। শুক্রবার ব্লকের বাসরা, তোর্ষা ও কালজানি সহ বিভিন্ন নদীর পাড়ে গিয়ে নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁরা পুজো দেন। কালচিনির বাসিন্দা রিতা দোরজি জানান, স্বামী ও পরিবারের মঙ্গলকামনায় প্রতিবছর তাঁরা দলবেঁধে বাসরা নদীর পাড়ে পুজো দিতে যান। পাড়ার কয়েকজন মহিলা মিলে নদীর পাড়ে গিয়ে ভক্তি ও শ্রদ্ধার সঙ্গে পুজো দিয়েছেন।

আজ সংবর্ধনা

পলাশবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের তিনটি সার্কেলের অন্তর্গত প্রাইমারি স্কুলগুলিতে সদ্য যোগ দেওয়া প্রধান শিক্ষকদের সংবর্ধিত করা হবে। শনিবার আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পলাশবাড়ির শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুলে অনুষ্ঠানটি হবে। এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তা আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে। সংবর্ধনার পাশাপাশি শিক্ষকদের নিয়ে ফুটবল খেলাও অনুষ্ঠিত হবে।

প্রকৃতিপুজোর প্রস্তুতি ডুয়ার্স-তরাইয়ের ঘরে ঘরে

করমে অনুদানের দাবি জোরালো আদিবাসী সংগঠনগুলির

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর মতো করমপুজোতেও আদিবাসীরা সরকারি অনুদানের দাবি তুললেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে রাজ্য সরকার দুর্গাপুজোয় অনুদান দিতে শুরু করার পর আদিবাসীরা করমপুজোয় সরকারি অনুদানের দাবি তুলতে শুরু করেছেন। করমপুজোয় সরকারি উদ্যোগে মাদল দেওয়া হয়।

রাজি পারহা সারনা প্রার্থনাসভা ভারত নামে একটি সংগঠনের পশ্চিমবঙ্গের সম্পাদক সুশীল ওরাওঁয়ের অভিযোগ, 'ওই মাদল তো বাজেই না। এছাড়া আদিবাসীদের জন্য সরকার বিভিন্ন দিবস পালন করলেও তাতে আদিবাসীদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না। আদিবাসী তরুণীদের কেবলমাত্র অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করতে আহ্বান করা হয়।'

১৪ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা থেকে করমপুজো শুরু হবে। সেজন্য শুক্রবার থেকে পুজোর প্রস্তুতি শুরু হল। এদিন সকাল থেকে ইসলামাবাদ গ্রামের বাসিন্দারা উৎসবের মেজাজে ছিলেন। এদিন মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামের লায়কাধুরার আদিবাসী তরুণীরা নদী থেকে বালি তুলে আনেন। বালিতে তাঁরা বিভিন্ন শস্যদানা মেশান।

অমৃতা ওরাওঁ, ডলি ওরাওঁ ও রণিতা ওরাওঁ সহ একদল তরুণী উপবাস করে লাল পাড় সাদা রঙের শাড়ি পরে নদী থেকে জল তুলে আনেন। মন্ত্রোচ্চারণ করে ঝুড়িতে বালির সঙ্গে ধান, গম, যব, তিল, মটর, ছোলা ও ভুট্টা মেশানো হয়। সাতদিন ধরে তরুণীরা প্রতিদিন অল্প অল্প করে ঝুড়িতে জল দেবেন। এটিকে জাওয়া ঝুড়ি বলা হয়।

ঝুড়িগুলি ঘরের অন্ধকার কোণে রাখা হয়েছে। জল পেয়ে শস্যদানাগুলি অঙ্কুরিত হবে। সেগুলি করম দেবতার পায়ে নৈবেদ্য হিসেবে অর্পণ করা হবে। এছাড়া প্রতিদিন নাচগানের অনুষ্ঠান হবে।

আদিবাসী সংগঠনের নেতা সুশীল জানান, আদিবাসীরা প্রকৃতির পূজারি। করম গাছের ডালকে প্রকৃতির প্রতীক হিসেবে পুজো করা হয়। এই পুজোয় মূলত বিশ্বশান্তি ও মঙ্গল কামনা করা হয়। পাশাপাশি বোনেরা ভাইয়ের মঙ্গল কামনা করেও করম দেবতাকে পুজো দেন। আলিপুরদুয়ার জেলায় ৬৪টি চা বাগান রয়েছে।

শ্রমিকদের সিংহভাগ আদিবাসী সম্প্রদায়ভুক্ত। ১৫ সেপ্টেম্বর দুপুরবেলা বিভিন্ন জায়গায় করম দেবতার বিসর্জনের মেলা অনুষ্ঠিত হবে। পুজোর প্রস্তুতিতে আয়োজক কমিটিগুলি ব্যস্ত। দাবি উঠেছে, প্রত্যেক কমিটিকে পুজোর আগে রাজ্য সরকারের তরফে আর্থিক অনুদান দেওয়া হোক।

সুশীলের বক্তব্য, 'বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকার করমপুজোর জন্য অনুদান চালু করছে না। অথচ আদিবাসীদের বেশিরভাগ দরিদ্র। বিশেষ করে চা শ্রমিকরা।'

মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে জাওয়া ঝুড়ি সাজাচ্ছেন আদিবাসী তরুণীরা।

অভিযোগ

- রাজ্য সরকার দুর্গাপুজোয় অনুদান দিতে শুরু করার পর আদিবাসীরা করমপুজোয় সরকারি অনুদানের দাবি করছেন
- বারবার দাবি জানানো সত্ত্বেও রাজ্য সরকার করমপুজোর জন্য অনুদান চালু করছে না
- আদিবাসীদের জন্য সরকার বিভিন্ন দিবস পালন করলেও তাতে আদিবাসীদের গুরুত্ব দেওয়া হয় না বলে অভিযোগ

আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে করমপুজো দুর্গাপুজোর মতোই আনন্দ ও আবেগের। সেই পুজোতে সরকারি অনুদান দাবি করছেন তাঁরা।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

জীবনসংগ্রাম ।। *হলদিবাড়িতে তিস্তা নদীতে। নারায়ণ দাসের ক্যামেরায়।*

পুজোর মুখে চরতোর্ষা পারাপারে সমস্যা

ডাইভারশনের কাজে গতি নেই

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ মহাসড়কে এখন সবথেকে বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চরতোর্ষা ডাইভারশন। অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই ডাইভারশন সংস্কারের কাজে চরম টালবাহানা করছে। তিন মাস আগে ডাইভারশনটি ভাঙার পর জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে দ্রুত সংস্কারের আশ্বাস মিলেছিল। কিন্তু এখনও সেরকম কিছুই হয়নি। দুর্গাপুজোর আগে ডাইভারশনটি সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন সকলে। কিন্তু কর্তৃপক্ষের তরফে এ বিষয়ে কিছুই স্পষ্ট করে না বলায় ক্ষোভ বাড়ছে। এদিকে, বেহাল ডাইভারশনে প্রায়ই পণ্যবাহী বড়, ছোট গাড়ি বিকল হচ্ছে। কখনও আবার যানজট হচ্ছে।

এনএইচএআইয়ের প্রোজেক্ট ডিরেক্টর প্রদীপ দাশগুপ্তকে এদিন বারবার ফোন করা হলেও ফোন বন্ধ থাকায় তাঁর কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। এনএইচএআইয়ের অন্য আধিকারিকরাও ডাইভারশন নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলতে চাইছেন না। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের কনসালট্যান্ট সঞ্জীব হাজরা শুধু বললেন, 'এখন এ নিয়ে কিছু বলতে পারব না। দু'দিন পর জানাব। তবে পুজোর আগেই কাজ করা হবে।'

গত ১৬ জুন ভারী বৃষ্টিতে চরতোর্ষা ডাইভারশনের পশ্চিমদিকের অংশটি ভেঙে যায়। তখন পাশেই তড়িঘড়ি বালি-বজরি ফেলে একটি অস্থায়ী রাস্তা করা হয়। সেই রাস্তা দিয়ে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। ডাইভারশনের এই ছবিটা এখনও বদলায়নি। সেই অস্থায়ী রাস্তাটিও খানাখন্দে ভরা, চওড়াতেও ছোট। এই রাস্তায় দিনরাত প্রচুর যানবাহন চলাচল করে।

সন্ধ্যার পর প্রায়দিনই যানজটের সৃষ্টি হয়। কখনও দু'পাশ থেকে গাড়ি মুখোমুখি হয়েও যানজট লাগে। নজরদারির দায়িত্বে থাকা সিভিক ভলান্টিয়াররাও বিরক্ত। তাঁদেরই মধ্যে একজন বললেন, 'এতদিন হয়ে গেল ডাইভারশনটি ভাঙা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। সড়ক কর্তৃপক্ষের কোনও হেলদোলই নেই। যানজট হলে সেটা কাটাতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লেগে যাচ্ছে।'

গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হওয়ার ঘটনা তো রোজকার গল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। কালীপুরের বাসিন্দা জয়ন্ত সরকার পণ্যবাহী ট্রাকের মালিক। তাঁর কথায়, 'সড়ক কর্তৃপক্ষ চরম টালবাহানা করছে। এখন রাস্তায় সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে হয়। তারপরেও গাড়ির যন্ত্রাংশ বিকল হয়ে যাচ্ছে।' আর এক মাস পরেই পুজো। তার আগে ডাইভারশনটি সংস্কার না হলে দুর্গতির শেষ থাকবে না। রাইচেঙ্গার পার্থ সরকার পেশায় ব্যবসায়ী। রোজ বাইকে যাতায়াত করেন। তিনি বলেন, 'প্রায় তিন মাস হতে চলল এত গুরুত্বপূর্ণ একটি রাস্তায় ডাইভারশনটি ভেঙেছে। সড়ক কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি প্রশাসনেরও কোনও হেলদোল নেই। গোটা রাস্তাটি বেহাল হয়ে পড়েছে।'

ভুক্তভোগীদের কথায়, পুজোর কথা ভেবে ডাইভারশন এবং রাস্তা সংস্কার করা প্রয়োজন। সড়ক কর্তৃপক্ষ সেই উদ্যোগ কবে নেয়, সেটাই এখন দেখার।

বেহাল চরতোর্ষা ডাইভারশনে যানবাহন চলাচল। ফালাকাটায় শুক্রবার।

দাবি অপূর্ণ

- জুন মাসে চরতোর্ষা ডাইভারশনটির একটা অংশ ভেঙে যায়
- তারপরে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের তরফে সংস্কারের আশ্বাস মিললেও এতদিনেও কাজ শুরু হয়নি
- কাজ আদৌ শুরু হবে কি না, তা নিয়ে ক্ষোভ জমেছে স্থানীয়দের মনে

ঘর তৈরির টাকা পেলেন চা শ্রমিকরা

শামুকতলা, ৬ সেপ্টেম্বর: আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের কোহিনুর ও মাঝেরডাবরি চা বাগানের ১৬০৬ চা শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সম্প্রতি চা সুন্দরী প্রকল্পের ৪০ হাজার টাকা ঢুকেছে। মোট তিন কিস্তির ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকার মধ্যে এটি দ্বিতীয় কিস্তি। এবার অসমাপ্ত ঘর তৈরি করার কাজ শুরু করতে পারবেন চা শ্রমিকরা। স্বাভাবিকভাবেই শ্রমিকরা উচ্ছ্বসিত। তবে দুই চা বাগানের প্রায় ১৫০ উপভোক্তা প্রথম কিস্তির টাকা শেষ করতে না পারায় তাঁদের টাকা মেলেনি। ঘর তৈরির কাজ শেষ করলেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ঢুকবে বলে ব্লক প্রশাসন জানিয়েছে।

-ফাইল চিত্র

চা সুন্দরীতে ঘরের নির্মাণকাজ পরিদর্শনে আধিকারিকরা।

এ নিয়ে আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের বিডিও নিমা ছেরিং শেরপা বলেন, 'বেশির ভাগ শ্রমিকই টাকা পেয়ে গিয়েছেন। ঘর তৈরিতে দ্বিতীয় কিস্তির টাকা খরচ হওয়ার পর ব্লক প্রশাসনের তরফে খতিয়ে দেখে রিপোর্ট পাঠানো হবে। এরপর তৃতীয় কিস্তির টাকাও উপভোক্তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে দেওয়া হবে।'

আলিপুরদুয়ারে এসে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিটি চা বাগানের শ্রমিকদের চা সুন্দরী প্রকল্পের সুবিধা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন। এর পরেই আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকে চা সুন্দরী প্রকল্পে মোট ১৭২৭ জন উপভোক্তাকে ঘর দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় প্রশাসন। মাঝেরডাবরি চা বাগানে ৪১৮ জন এবং কোহিনুর চা বাগানে ১৩০৯ জন উপভোক্তাকে ইতিমধ্যেই প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। কিছুদিন আগে ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা মাঝেরডাবরি এবং কোহিনুর চা বাগানে প্রকল্পের নির্মীয়মাণ ঘরগুলি পরিদর্শন করেন। নবান্নে রিপোর্ট পাঠানো হয়। এরপরেই দ্বিতীয় কিস্তির টাকা ওই শ্রমিকদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে সরাসরি ঢুকতে শুরু করে।

পর্যটনের স্বার্থে মউ স্বাক্ষর

জয়গাঁ, ৬ সেপ্টেম্বর : এখন থেকে একযোগে কাজ করবে জয়গাঁ ট্র্যাভেলার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এবং নর্থ ইস্টার্ন হিমালয়ান্স অ্যাসোসিয়েশন অফ ট্যুর অপারেটর। পর্যটনের উন্নতি এবং সামাজিক কল্যাণকর কাজের লক্ষ্যে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ হিসাবে এই দুই সংস্থা একটি মউ স্বাক্ষর করেছে। শুক্রবার জয়গাঁর একটি হোটেলে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উভয় সংস্থাই সচেতনতামূলক কর্মসূচি করবে। পাশাপাশি, পর্যটন দিবস উদযাপন, জয়গাঁ শহরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা রক্ষায় অভিযান, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে জানিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট এই দুই পর্যটন সংস্থা ভুটানে যাওয়ার পর্যটকদের একটি প্রাথমিক উৎস হিসাবে কাজ করে আসছে। এই চুক্তি ভুটানের পর্যটনশিল্পকেও ব্যাপকভাবে উপকৃত করবে বলে দুই পক্ষই আশা করছে।

এই বিষয়ে দুই সংস্থার তরফে পেমা শেরপার বক্তব্য, 'জয়গাঁর পর্যটন বিকাশ আমাদের প্রথম লক্ষ্য। পর্যটকরা এসে যাতে জয়গাঁ নিয়ে কোনও অভিযোগ না করতে পারেন তার জন্য এদিন দুই সংস্থা 'এক' হল। এবার একসঙ্গে কাজ করব। যেহেতু ভুটানের সঙ্গে আমাদের পর্যটন সূত্রে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে, আমরা সেদিকেও বিশেষ নজর দেব।'

কর্মসূচি স্থগিত

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ারের সলসলাবাড়ি থেকে ফালাকাটা পর্যন্ত ৪১ কিমি মহাসড়কের কাজ দ্রুত শুরু করার দাবিতে শুক্রবার ও শনিবার আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন জায়গায় সিপিএমের অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করার কথা ছিল। তবে সেই কর্মসূচি স্থগিত করা হয়েছে। সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্পাদক কিশোর দাসের বক্তব্য, 'বর্তমানে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদ হচ্ছে। তাই এই কর্মসূচি পিছিয়ে দেওয়া হল।'

পুষ্টি দিবস

সোনাপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের চকোয়াখেতি এলাকায় পুষ্টি দিবস উদযাপিত হল। শুক্রবার ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী ও সহায়িকারা এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। সেখানে বিভিন্ন ধরনের খাবার তৈরি করা হয়। যেসব খাবারে পুষ্টির পরিমাণ বেশি রয়েছে সেগুলো বাচ্চাদের দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে, সোনাপুর বিকে হাইস্কুলের সহকারী প্রধান শিক্ষিক রণজিৎ ঠাকুর সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া মথুরা গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়েও এদিন পুষ্টি দিবস উদযাপন করা হয়।

রক্তদান

বীরপাড়া, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় জীবন বিমা নিগম (এলআইসি)-এর বীরপাড়া শাখার উদ্যোগে রক্তদান শিবির হল। শুক্রবার এলআইসি'র বীরপাড়া শাখা অফিসে এই শিবিরটি হয়। শিবির থেকে সংগৃহীত ১০ ইউনিট রক্ত বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে জমা রাখা হয়েছে।

বিজেপির চাক্কা জ্যামে ভোগান্তি আলিপুরদুয়ারে

অবরোধ কর্মসূচি। জংশন লিচুতলায় বিক্ষোভ (উপরে)। বীরপাড়ায় বিজেপি নেতাকে রাস্তা থেকে তুলে দিচ্ছে পুলিশ। শুক্রবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী ও মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

যেখানে যেখানে বিক্ষোভ

- শহরের লিচুতলা
- ফালাকাটা ট্রাফিক মোড়
- সোনাপুর চৌপথি
- বীরপাড়া পুরোনো বাসস্ট্যান্ড
- হ্যামিল্টনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড
- কুমারগ্রাম বাসস্ট্যান্ড

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে শুক্রবার জেলার বিভিন্ন প্রান্তে চাক্কা জ্যাম করল বিজেপি। ফলে সর্বত্র বিশাল পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হলেও যানবাহনের চালক থেকে যাত্রী, সকলকেই ভোগান্তি পোহাতে হয়। আলিপুরদুয়ার শহরতলির লিচুতলা এলাকায় দলের জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গার নেতৃত্বে চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন করা হয়।

এছাড়া ফালাকাটা শহরেও বিধায়ক দীপক বর্মনের নেতৃত্বে বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে একটি মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ট্রাফিক মোড়ে আসার পর আন্দোলনকারীরা সেখানে পথ অবরোধ করেন। পোড়ানো হয় মুখ্যমন্ত্রীর কুশপুতুল। পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল সেখানে।

আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর চৌপথি এলাকাতে এদিন এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। সেখানে দুপুর ১টা নাগাদ বিজেপির কর্মীরা পথ অবরোধ করেন। ফলে আলিপুরদুয়ার ফালাকাটা জাতীয় সড়কে ব্যাপক যানজটের সৃষ্টি হয়। এদিনের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিজেপির জেলা সহ সভাপতি সাধন সাহা, বিজেপির ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি জয়দেব রায় সহ অন্য নেতৃত্বরা। আন্দোলনের মোকাবিলায় বিরাট পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

এছাড়া বীরপাড়ার পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে মহাত্মা গান্ধি রোড অবরোধ করে বিজেপি। ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাহুল লোহার এই আন্দোলনে নেতৃত্বে দেন। যদিও কয়েক মিনিটের মধ্যেই পুলিশ সেখান থেকে অবরোধকারীদের তুলে দেয়।

হ্যামিল্টনগঞ্জ বাসস্ট্যান্ড এলাকাতেও এদিন চাক্কা জ্যাম কর্মসূচি পালন করেছে বিজেপি। সেখানে বেলা ১টা থেকে প্রায় এক ঘণ্টা পথ অবরোধ করা হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন বিধায়ক বিশাল লামা সহ অন্য নেতারা। আন্দোনকারীরা এদিন মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে সরব হন।

এদিন কুমারগ্রাম বাসস্টপের সামনেও পথ অবরোধ করে গেরুয়া শিবির। আরজি কর কাণ্ডে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি ও রাজ্যের পুলিশমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে এদিন বেলা ১২টা থেকে ২টো পর্যন্ত বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। কুমারগ্রাম ২ নম্বর মণ্ডল সভাপতি ললিত দাস এই কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দেন।

উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন বন্দি চার দেওয়ালে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৬ সেপ্টেম্বর : বাড়িতে অভাব অনটন নিত্যসঙ্গী। তবুও নিজের জেদে স্বপ্ন থেকে পিছপা হতে নারাজ বিশেষভাবে সক্ষম গীতা বিশ্বাস। উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর উচ্চশিক্ষা লাভের স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। কিন্তু ইচ্ছে থাকলেও সবসময় উপায় বের হয় না। একে বিশেষভাবে সক্ষম তার ওপর আবার অভাব অনটনের সংসার। দুইয়ের মাঝে পড়ে এখন হতাশায় ডুবে বাড়িতে বসে দিন কাটাচ্ছেন গীতা। তাঁর কথায়, 'বাবার সাধ্য নেই আমাকে পড়ানোর। তাই আপাতত বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া আর উপায় নেই। কিন্তু আমি চাই উচ্চশিক্ষা লাভ করে কিছু করে দেখাতে।'

গীতার দুটি হাত রয়েছে। কিন্তু সেই হাত দিয়ে কোনও কাজ করা তো দূরের কথা হাত সামান্য উঁচুও করতে পারেন না। দুটি পা থাকলেও প্রায় অচল। বাঁ পায়ে সামান্য শক্তি রয়েছে। আর সেই শক্তির উপর ভর করেই জীবনযুদ্ধে জিততে চান গীতা। সাফল্যের মুখ দেখতে চান। বাড়ি ফালাকাটা ব্লকের জটেশ্বর-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ক্ষীরেরকোট এলাকায়। জন্ম থেকেই তিনি বিশেষভাবে সক্ষম। তাঁর বাড়িতে রয়েছেন মা, বাবা ও আরও দুই বোন। আরেক বোনের বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাবা দিনমজুর। সারাদিনের আয় দিয়ে কোনওরকমে পেট চলে এই পাঁচজনের। কোনওদিন তাঁর বাবার কাজ না থাকলে না খেয়ে বা কখনও আধপেটা খেয়ে দিন কাটাতে হয় তাঁদের।

গীতা ছোট থেকেই মেধাবী। বাঁ পায়ের সামান্য শক্তির সাহায্যেই পড়াশোনো চালিয়ে গিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি সমস্ত ধরনের ছবি আঁকা, রং করাতেও পারদর্শী। মেধা থাকলেও গীতার প্রতিটি পদক্ষেপের অন্তরায় তাঁর শারীরিক পরিস্থিতি। চলতে ফিরতে সমস্যায় পড়তে হয় তাঁকে। ঘরের অন্যত্র যেতেও তাঁকে অন্যের ওপর নির্ভর করে থাকতে হয়। বোন বা মা কেউ বাড়িতে না থাকলে খাওয়ার সময়ে সরাসরি থালায় মুখ দিয়ে খাবার খেতে হয় তাঁকে।

২০২৩ সালে ক্ষীরেরকোট উচ্চবিদ্যালয় থেকে উচ্চমাধ্যমিকে উত্তীর্ণ হওয়ার পর থেকে বাড়িতে শুয়েবসেই দিন কাটছে তাঁর। গীতার বাবা সন্তোষ বিশ্বাস বলেন, 'আমার চার মেয়ের মধ্যে গীতা বড়। মানুষের বাড়িতে কাজ করে সংসার চালাই। এই অবস্থায় গীতার পড়াশোনা চালানোর সামর্থ্য আমার নেই। সঠিক সহযোগিতা পেলে আমার মেয়ে অনেকদূর যেতে পারবে বলে আমার বিশ্বাস।'

বিশেষভাবে সক্ষমের জীবনে আঁধার

বসে পা দিয়ে লেখেন গীতা বিশ্বাস।

সাফল্যে বাধা

- জন্ম থেকে অচল গীতার দুটি হাত, একটি পা-ই সব কাজের ভরসা
- ছবি আঁকতেও সমানভাবে পারদর্শী তিনি
- ২০২৩ সালে উচ্চমাধ্যমিক পাশ করে অর্থাভাবে বাড়িতেই কাটছে দিন
- উচ্চশিক্ষা লাভ করে সমাজে কিছু করে দেখাতে চাওয়ার জেদ তাঁর পিছু ছাড়ছে না

ভিনরাজ্যের ছাত্রীর মৃত্যু বিশ্বভারতীতে

বোলপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আবহে বিশ্বভারতীতে ভিনরাজ্যের আবাসিক ছাত্রীর অস্বাভাবিক মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়াল। পুলিশ সূত্রে খবর, আম্রপালি ছাত্রী নিবাসেই বিষ খেয়েছেন ছাত্রীটি। পরে হাসপাতালে মৃত্যু হয় তাঁর। তবে এই ঘটনায় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষকে ছাড়াই শান্তিনিকেতন থানার পুলিশ ছাত্রী নিবাসে ঢোকে বলে অভিযোগ। আর এই অভিযোগে মধ্যরাত পর্যন্ত পুলিশকে ছাত্রী নিবাসে আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান পড়ুয়ারা। বিশ্বভারতীকে আরজি কর হতে দেব না' সহ তথ্য লোপাটের চেষ্টা চলছে বলেও স্লোগান ওঠে। যদিও বীরভূম জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপারের দাবি, যাতে কোনওরকম তথ্যপ্রমাণ লোপাট না হয় তাই পুলিশ হস্টেলের ঘরটি তড়িঘড়ি সিল করেছে। বিশ্বভারতীর শিল্পসদনের তৃতীয় বর্ষের ওই ছাত্রী আদতে বারাণসীর বাসিন্দা।

হাওড়া জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরে বিভিন্ন বাম সংগঠনের অভিযানের মুহূর্তে। শুক্রবার।

‘গণধর্ষণের প্রমাণ নেই’

সিবিআইয়ের চার্জশিট শীঘ্রই, সঞ্জয়ের জামিনে না

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে গণধর্ষণের অভিযোগ কার্যত ক্ষীণ হচ্ছে সিবিআইয়ের দাবিতে। কারণ, তাদের হাতে থাকা তথ্য অনুযায়ী, নিযাতিতা চিকিৎসককে গণধর্ষণের কোনও প্রমাণ মেলেনি। সমস্ত তথ্যপ্রমাণেই এই ঘটনায় সঞ্জয় রায় ছাড়া অন্য কেউ জড়িত থাকার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়নি। এক বেসরকারি সংবাদমাধ্যমে সিবিআইয়ের সূত্র অনুযায়ী এমনটাই দাবি করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, সিবিআইয়ের তদন্ত শেষ পর্যায়ে রয়েছে। দ্রুত তারা চার্জশিট দাখিল করতে চলেছে। শুক্রবার সঞ্জয়কে জেল হেপাজত শেষে ভার্চুয়ালি শিয়ালদা কোর্টে হাজির করানো হয়। জামিনের জন্য রীতিমতো কান্নাকাটি করতে থাকে সঞ্জয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী সময়ে হাজির না হওয়ায় একসময় বিচারক অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে সঞ্জয়কে জামিন দিয়ে দেওয়া হবে কি না জানতে চান। শেষমেশ ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তার জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

আরজি করের ঘটনায় ক্রমশ রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। পুলিশ ও সিবিআইয়ের কাছে সঞ্জয়ের পৃথক বয়ান তদন্তের মোড় ঘুরিয়েছে। জানা গিয়েছে, সিবিআই এখনও পর্যন্ত ১০০ জনের বয়ান রেকর্ড করেছে। ১০টি পলিগ্রাফ টেস্ট করিয়েছে। তার মধ্যে দুটি টেস্ট সন্দীপ ঘোষের। তদন্তের শেষ পর্যায়ে এসে সঞ্জয় ছাড়া অন্য কেউ জড়িত থাকার তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। সূত্রের খবর, কলকাতা হাইকোর্টে ১৭ সেপ্টেম্বর সিবিআই তাদের অগ্রগতি সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে পারবে বলে আশা করছে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্তের ডিএনএ টেস্টের রিপোর্ট ও মেডিকেল রিপোর্ট দিল্লির এইমসের বিশেষজ্ঞদের কাছে পরীক্ষার জন্য পাঠিয়েছে সিবিআই। সেখানে চিকিৎসকদের মতামত জানার পর চূড়ান্ত রিপোর্ট জমা দেবে তারা। হাইকোর্টে ১৭ সেপ্টেম্বর যদি সিবিআই স্ট্যাটাস রিপোর্ট দেয় তখন এইসব তথ্য প্রকাশ করার সম্ভাবনা রয়েছে।

জনরোষের আশঙ্কায় এদিন সঞ্জয়কে প্রেসিডেন্সি সংশোধনাগার থেকে শিয়ালদা কোর্টে ভার্চুয়ালি হাজির করানো হয়। কারণ, তদন্তকারীরা আশঙ্কা করছেন, আরজি করের ঘটনায় যে ক্ষোভ মানুষের মনে রয়েছে তাতে সশরীরে সঞ্জয়কে পেশ করা হলে হামলা হতে পারে। সন্দীপ ঘোষের ক্ষেত্রে তা দেখেছেন তদন্তকারীরা। এদিন ৪.১০ মিনিটে নিম্ন আদালতে শুনানি শুরু হয়। কান্নাকাটি করে জামিন চান সঞ্জয়। তবে সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী অফিসারের ওপর ক্ষুব্ধ হন বিচারক। কারণ, সাড়ে ৪টে বেজে গেলেও তাঁরা কেউ সময়মতো হাজির ছিলেন না। সঞ্জয়ের আইনজীবী কবিতা সরকার জানান, তিনি সঞ্জয়ের সঙ্গে কথা বলে জানতে পেরেছেন, সে কিছু করেনি। উচ্চ আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে কোনও মামলা পড়ে নেই। সিবিআই এতদিন ধরে তদন্ত করছে, কিন্তু তদন্তের কোনও অগ্রগতি হয়নি। সঞ্জয় অন্য কোনও অপরাধের সঙ্গেও জড়িত নয়। তাই জামিন পেতে বাধা নেই। তারপর সিবিআইকেও সওয়াল করতে বলেন বিচারক। কিন্তু সিবিআইয়ের আইনজীবী বা তদন্তকারী অফিসার হাজির না থাকায় সহকারী তদন্তকারী অফিসারকে বিচারক প্রশ্ন করেন, 'আপনাদের আইনজীবী কোথায়?' সহকারী অফিসার জানান, তাঁরা রাস্তায় রয়েছেন। এজলাস থেকে বেরিয়ে তাঁদের ফোন করেন ওই অফিসার। তারপর তিনি জানান, আর কিছুক্ষণ সময় লাগবে। তাতেই ক্ষুব্ধ হয়ে বিচারক বলেন, 'তাহলে এই কেসে জামিন দিয়ে দেব? এটা তো সিবিআইয়ের চরম গাফিলতি।' ৪০ মিনিট পর সিবিআইয়ের আইনজীবী ও তদন্তকারী আধিকারিক আদালতে উপস্থিত হন। অবশেষে সঞ্জয়কে পুনরায় ১৪ দিনের জেল হেপাজত দেওয়া হয়।

মেট্রোর সুড়ঙ্গে জল, সরানো হল ৫২ জনকে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মেট্রোর সুড়ঙ্গ নির্মাণের সময় ফের বিপত্তি বৌবাজারের দুর্গা পিতুরি লেনে। বৃহস্পতিবার রাতে নির্মীয়মাণ টানেলে জল ঢুকতে দেখা যায়। বিপদ এড়াতে শুক্রবার সকালে ওই এলাকার ১১টি বাড়ির ৫২ জনকে তড়িঘড়ি অন্যত্র পাঠানো হয়। ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। শুক্রবার সকালে এলাকা পরিদর্শনে আসেন মেট্রো রেল আধিকারিকরা। স্থানীয় কাউন্সিলার ও কলকাতা পুরসভার আধিকারিকরাও ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। তখনই ১১টি বাড়ি ফাঁকা করে দেওয়া হয়। স্থানীয় হোটেলে তাঁদের থাকার ব্যবস্থা করা হয়। ৪৮ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণের পর তাঁদের বাড়িতে ফেরানো হতে পারে। এই ঘটনায় ক্ষোভে ফেটে পড়েন এলাকার মানুষ। তাঁদের প্রশ্ন, কতদিন এই ভোগান্তি পোয়াতে হবে? ক্ষুব্ধ জনতা সেন্ট্রাল মেট্রো স্টেশনে গিয়েও বিক্ষোভ দেখান। কেএমআরসিএল-এর পক্ষে জানানো হয়, আশা করা হচ্ছে সমস্যার সমাধান হবে।

রাষ্ট্রপতিকে অপরাজিতা বিল পাঠালেন রাজ্যপাল

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস আগেই জানিয়েছিলেন, বিধানসভা থেকে টেকনিকাল রিপোর্ট পেলেই অপরাজিতা বিল নিয়ে তিনি যা ব্যবস্থা নেওয়ার তা নেবেন। সেই দাবি মেনে বিধানসভায় পাশ হওয়া ধর্ষণ দমনে রাজ্যের বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট শুক্রবার রাজভবনে পাঠাল বিধানসভা। ৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভায় এই বিল পাশ হওয়ার পর তা রাজভবনে পাঠানো হয়েছিল। রাজ্যপাল জানিয়েছেন, এই বিল রাষ্ট্রপতির কাছে বিবেচনার জন্য পাঠানো হয়েছে। তিনি আরও জানান, এই বিল নিয়ে বিধানসভায় যে বিতর্ক হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত বিস্তারিত রিপোর্ট তিনি পাননি এবং তাতে তিনি অখুশি।

রাজভবন সূত্রে খবর, বিধানসভায় পাশ হওয়া 'অপরাজিতা বিল'-এ বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর সংশোধনী খারিজ হওয়া নিয়ে সরকারের আইনি যুক্তি দেখে নিতে চান রাজ্যপাল। সেই কারণেই বৃহস্পতিবার বিধানসভার কাছে বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট চেয়ে পাঠান রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। এদিন বিধানসভায় অধ্যক্ষের চেম্বারে আইনমন্ত্রী মলয় ঘটক ও অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বৈঠক করেন। অধ্যক্ষ বলেন, 'রাজ্যপাল যে রিপোর্ট চেয়েছিলেন, তা এদিনই রাজভবনে পাঠানো হয়েছে। আশা করি এবার তা খতিয়ে দেখে দ্রুত বিলে স্বাক্ষর করবেন।' বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী বলেন, 'এটা রাজ্য সরকার ও রাজভবনের বিষয়। আমরা বিল সমর্থন করলেও, সেদিনই বলেছি বিলটি ত্রুটিপূর্ণ। আমার দেওয়া সংশোধনী খারিজ করা হয়েছে। রাজ্যপাল আইনগত দিক খতিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হলে তবেই এই বিলে স্বাক্ষর করবেন।'

টেকনিকাল রিপোর্ট হল, এক কথায় বিলের খুঁটিনাটি বিষয়। বিল পাশ বিতর্কে কতক্ষণ আলোচনা হয়েছে, সেই আলোচনায় শাসক ও বিরোধীদের বক্তব্য, কোনও সংশোধনী প্রস্তাব জমা দেওয়া হয়েছিল কি না, হলে তা গ্রহণ না খারিজ করা হয়েছে এবং উভয়ক্ষেত্রেই সরকারের বক্তব্য ইত্যাদি। তবে এক্ষেত্রে মূলত শুভেন্দুর দেওয়া সংশোধনী খারিজের বিষয়টি মুখ্য বলেই মনে করছে বিধানসভা।

৩ সেপ্টেম্বর বিধানসভার বিশেষ অধিবেশনে ধর্ষণ দমনে এই অপরাজিতা বিল ধ্বনি ভোটে পাশ হয়েছিল। ওই বিলে মূলত ২টি সংশোধনী গ্রহণের দাবি করেছিলেন শুভেন্দু। সংশোধনী ছিল তদন্তকারী পুলিশ আধিকারিক, চিকিৎসক বা স্বাস্থ্যকর্মী বয়ান বদল করলে সেক্ষেত্রেও সর্বোচ্চ শাস্তির আওতায় রাখতে হবে তাঁদের। কিন্তু শেষপর্যন্ত বিজেপির সংশোধনী প্রস্তাব খারিজ হয়ে যায়।

যাইহোক, বিলে অনুমোদন চেয়ে রাজভবনে বিল পাঠানোর সময় বিলের টেকনিকাল রিপোর্ট কেন পাঠায়নি বিধানসভা, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

নবান্নে পরশু প্রশাসনিক সভা

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডের আবহে রাজ্যজুড়ে থমকে যাওয়া প্রশাসনিক কাজে গতি ফেরাতেই মুখ্যমন্ত্রী সোমবার নবান্নে পর্যালোচনা বৈঠকে কড়া নির্দেশ জারি করবেন। আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে সারা রাজ্যে সর্বস্তরের মানুষের আন্দোলন যেভাবে বাড়ছে, তাতে সরকারি নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখা মুশকিল হয়ে যাচ্ছে। এমনকি এই আবহে সরকারের চলতি সামাজিক কল্যাণমূলক প্রকল্পগুলিও অল্পবিস্তর ব্যাহত হচ্ছে। এতে রাজ্য সরকারের জনপ্রিয়তার ওপর আঘাত আসতে পারে বলে আশঙ্কা নবান্ন প্রশাসনের।

শুক্রবার নবান্ন সূত্রের খবর, অস্থির প্রশাসনিক কাজে উদ্ভূত এই সমস্যা থেকে বেরিয়ে আসতেই সোমবার নবান্নে মুখ্যমন্ত্রীর পর্যালোচনা বৈঠক ডাকা হয়েছে। তৃণমূল সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর তড়িঘড়ি এই বৈঠক ডাকার পিছনে শাসকদলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও সায় রয়েছে।

কলকাতায় নার্সদের মোমবাতি মিছিল

মেয়েদের ফের 'রাত দখলের' ডাক কাল

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে ফের মেয়েদের 'রাত দখল'-এর ডাক। ৮ সেপ্টেম্বর রবিবারের এই কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে, 'শাসকের ঘুম ভাঙাতে নতুন গানের ভোর'। যত দিন যাচ্ছে, আরজি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের ঝড় ততই উঠছে। শুক্রবার হাওড়ায় বিক্ষোভ-মিছিলে শামিল হয় বামেরা। কলকাতার বিবেকানন্দ রোডে মোমবাতি মিছিল করেন বিভিন্ন হাসপাতালের নার্সরা। শনিবার অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসে 'সারা রাত মেয়েদের থিয়েটার' অনুষ্ঠিত হবে। কচিকাঁচাদের নিয়ে রাতভর হবে নানা থিয়েটার। ৮ সেপ্টেম্বর সারা বিশ্বজুড়ে প্রতিবাদের ডাক দেওয়া হয়েছে। এছাড়া ওইদিন কলকাতায় প্রতিবাদ মিছিল করবেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা। বিকালে গড়িয়াহাট থেকে রাসবিহারী পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলে পা মেলাবেন ৯-১০টি স্কুলের প্রাক্তনীরা।

আরজি কর কাণ্ডের পর রাজ্যজুড়ে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বিশেষ করে ১৪ অগাস্ট 'মেয়েদের রাত দখল' নিয়ে সারা রাজ্যে যে উৎসাহ উদ্দীপনা ও উচ্ছ্বাসের সৃষ্টি হয়েছিল, তার কোনও তুলনা নেই। ওই রাতে শুধু মহিলা নন, প্রতিবাদ মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন পুরুষরাও। এই কর্মসূচির অন্যতম উদ্যোক্তা প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী রিমঝিম সিংহ। তারপর কেটে গিয়েছে প্রায় একমাস। এখনও পর্যন্ত প্রকৃত অপরাধী সাজা পায়নি। তার প্রতিবাদেই ফের মেয়েদের পথে নামার ডাক দিলেন রিমঝিমরা। শুক্রবার রিমঝিম জানান, ৮ সেপ্টেম্বর ফের রাত দখলে নামবেন রাজ্যের মেয়েরা। সত্যজিৎ রায়ের 'গুপি গাইন ও বাঘা বাইন' সিনেমায় যেমন রাজার ঘুম ভাঙাতে দরজায় ধাক্কা দিতে হয়েছিল, তেমনি সরকারের ঘুম ভাঙাতে আবারও রাত জাগবে মেয়েরা। রাজ্যজুড়ে এবারও এই কর্মসূচিতে বিপুল সাড়া মিলবে বলে আশা।

ফের অভিযান ছাত্রসমাজের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : নবান্ন অভিযানের ধাঁচে ফের বড় ধরনের অভিযানে নামতে চলেছে 'পশ্চিমবঙ্গ ছাত্রসমাজ'। পুজোর আগেই এই অভিযানের ডাক দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন ছাত্রসমাজের অন্যতম নেতা শুভঙ্কর হালদার। আরজি কর কাণ্ডে ২৭ অগাস্ট নবান্ন অভিযানে নেমেছিল ছাত্রসমাজ। ওই অভিযান ঘিরে পুলিশের সঙ্গে রীতিমতো সংঘর্ষ হয়েছিল আন্দোলনকারীদের। কয়েক হাজার মানুষ শামিল হয়েছিলেন সেদিনের আন্দোলনে। সেই সাফল্য দেখেই নতুন করে আন্দোলনে নামতে চলেছেন তাঁরা। তবে এবারের আন্দোলনে শুধু দক্ষিণবঙ্গের কয়েকটি জেলা নয়, সারা রাজ্য থেকে মানুষকে যোগদানের ডাক দেওয়া হবে। শুভঙ্কর বলেন, 'আরজি করের ঘটনায় প্রকৃত দোষীদের শাস্তি ও মুখ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে আমাদের আন্দোলন চলবে।' তবে কবে আন্দোলন হবে, সেই দিন এখনও স্পষ্ট করে ঘোষণা করা হয়নি।

শনিবার, ২১ ভাদ্র ১৪৩১, ৭ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১১১ সংখ্যা

ধৈর্যের পরীক্ষা

আরজি করের চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের পর থেকে প্রায় একমাস কেটে গেল। অথচ বহুকাঙ্ক্ষিত ন্যায়বিচার এখনও অধরা। প্রায় প্রতিদিন নাগরিক সমাজের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ চলছে। পাল্লা দিয়ে চলছে রাজনৈতিক আকচা-আকচি। কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি নিয়ে তেমন খবর নেই এখনও। সংবাদমাধ্যমে প্রায় প্রতিদিন ঘটনাটি নিয়ে নতুন তথ্য আসছে। আরজি করের পাশাপাশি রাজ্যের অন্য মেডিকেল কলেজগুলিতে কুকর্মের নানা ঘটনাও সামনে আসছে।

কিন্তু চিকিৎসক মৃত্যুর তদন্ত চলছে আপন গতিতে। ওই ঘটনায় মূলত যাঁর দিকে আঙুল উঠেছিল, আরজি কর মেডিকেল কলেজের সেই প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বিরুদ্ধে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগের তদন্তও চলছে। ওই অভিযোগে তিনি গ্রেপ্তারও হয়েছেন। কিন্তু চিকিৎসককে ধর্ষণ-খুনের প্রাথমিক ঘটনাটির তদন্ত ঘিরে এখনও ধোঁয়াশাই আছে। বরং একের পর এক অভিযোগ-পালটা অভিযোগের ঠেলায় ধর্ষণ, খুনের বিষয়টি ক্রমশ আড়ালে চলে যাচ্ছে যেন।

রাজ্য সরকার এবং বিরোধী দল পরস্পরের ওপর চাপ সৃষ্টি করে চলেছে নিরবচ্ছিন্নভাবে। রাজ্য সরকার তড়িঘড়ি অপরাজিতা বিল অনুমোদন করিয়েছে বিধানসভায়। বিরোধী দল বিজেপি তাতে অনন্যোপায় হয়ে অকুণ্ঠ সমর্থন জানিয়েছে তাদের সংশোধনী খারিজ হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও। কিন্তু আইন তৈরি করলেই অপরাধের কিনারা হয় না কিংবা অপরাধ দমন করা যায় না। এটা দেশের মানুষের কাছে দিনের আলোর মতো পরিষ্কার।

যাদের হাতে আইনশৃঙ্খলা সামলানোর ভার, সেই সরকারও তিলোত্তমার বিচার চাই দাবি তুলছে। গোড়ার দিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে বিচারের দাবিতে মিছিলে পা মিলিয়েছিলেন। সব মিলিয়ে আরজি করে চিকিৎসকের মৃত্যুতে দোষী খুঁজে বের করার কাজটিতে তেমন অগ্রগতি দেখা যাচ্ছে না। মানুষ বিচার চাইছে। নিহতের পরিবার বিচার চাইছে। বিরোধীরা বিচার চাইছে। সরকারও চাইছে।

সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ধর্ষণ, খুনের মতো জঘন্য অপরাধে কঠোর সাজা দেওয়া হবে বলে আশ্বস্ত করেছেন। কেউ অপরাধীদের আড়াল করলে তার বিরুদ্ধেও কঠোর ব্যবস্থার কথা বলেছেন। কিন্তু আরজি করে মূল দোষী কে, তাই এখনও জানা গেল না। সঞ্জয় রায় নামে এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে গ্রেপ্তার করার পর গত একমাসে আর একজনও ধরা না পড়ায় তদন্ত নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক।

অভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঠিক পরদিনই আরজি কর মেডিকেল কলেজের সেই ঘটনাস্থল সেমিনার হলের পাশের ঘরটি সংস্কারের নির্দেশ দিয়েছিলেন সন্দীপ ঘোষ। যে বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়েছিল, সেখানে রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম এবং স্বাস্থ্য শিক্ষা অধিকর্তা কৌস্তভ নায়েক হাজির ছিলেন। এই তথ্য জনমানসে বেশ কিছু প্রশ্ন তৈরি করেছে।

তদন্তে এই রহস্যের কিনারা হওয়ার নিশ্চয়তা নিয়ে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। সন্দেহগুলির উত্তর মিলছে না কোনও স্তর থেকে। সরকার অপরাজিতা বিল অনুমোদনে অতিসক্রিয় হলেও খুন-ধর্ষণের তদন্তে অতিসক্রিয়তার অভাব আছে বলে মানুষ ভাবতে শুরু করেছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করার পর সময় বেঁধে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু সিবিআই তদন্তের দায়িত্ব নেওয়ার পর যেন তদন্ত গোলকধাঁধায় ঢুকে পড়েছে। সাধারণ মানুষ রাজনীতির প্যাঁচপয়জার বোঝে না। বুঝতেও চায় না। তারা শুধু সুবিচার চায়।

দিল্লিতে নির্ভয়াকে ধর্ষণ ও খুনের পর দেশজুড়ে প্রতিবাদের ঢেউ উঠেছিল। গুঁতো খেয়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় ও দিল্লির সরকার তদন্তের গতি বাড়িয়েছিল এবং শেষমেশ সাজা হয়েছিল নির্ভয়ার খুনিদের। যদিও ওই ঘটনার পর দেশে মহিলা নির্যাতন বন্ধ তো দূরের কথা, কমেওনি। আরজি কর মেডিকেলের ঘটনার ভবিষ্যৎও এখনও অজানা। আমজনতাকে শুধু ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কিন্তু আর কতদিন, তাও অজানা।

অমৃতধারা

মনের চেয়ে চিত্ত সূক্ষ্ম। চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলেই মনের সৃষ্টি হয়। যেরূপ সরোবরের জলের মধ্যে ঢিল ছুড়লে বা অন্য কোনওরকম আঘাত লাগিলে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেইরূপ চিত্তের মধ্যে বিষয়ের যোগ হইলে মনের ক্রিয়া হয়। চিত্তই প্রকৃতি। চিত্ত, অহংকার, বুদ্ধি ও মন-মনের এই চারিটি বিভাগ। মন জড়ও নয়, চেতনও নয়-মনের স্বরূপ অচিন্তনীয়। যেমন রঙ্গমঞ্চে এক নট- বিভিন্ন ভূমিকায় বিভিন্ন রূপ ধারণ করিয়া বিভিন্ন প্রকার অভিনয়ের জন্য বিভিন্ন নাম ধারণ করে, তদ্রূপ মনও কর্মভেদে অনেক ধারণ করিয়া থাকে। এই জগৎ মনেরই সৃষ্টি। সমষ্টি মনই ব্রহ্ম। চিৎপ্রতিবিম্বিত চিদাভাসই চিত্ত বা জীব। এই কারণ- চিত্ত বা জীব ব্রহ্ম। এই জীবজগৎ ব্রহ্মেরই বিকাশ। ব্রহ্ম ভিন্ন দ্বিতীয় বস্তু নাই। একমেবাদ্বিতীয়ম। ব্রহ্ম যেমন অনাদি, জীবও সেইরূপ অনাদি। প্রবাহরূপে সৃষ্টিও সেইরূপ অনাদি।

-শ্রীশ্রীনিগমানন্দ

অস্থিরতার জলছবিতে নিস্পৃহতার বৃত্ত

শুধু রাজ্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় ভাবনা? ভারত নিয়ে জানতে বয়েই গিয়েছে! বাঙালির ভাবনা আজও কলকাতা নির্ভর।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এআই দিয়ে যদি এক অস্থিরতার জলছবি আঁকতে যাওয়া হয়, তা হলে এই মুহূর্তে ঘুরেফিরে আসতে পারে আমাদের উপমহাদেশের মানচিত্র। বারবার। প্রতিবার।

এক একটা সময় মনে হবে, গোটা দেশজুড়ে এত অস্থিরতা, এত বিতর্ক তৈরি হল কী করে? এর পিছনে কোনও অঙ্ক রয়েছে, নাকি সব শাসকই অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের মতো হয়ে উঠল একসঙ্গে?

আরও একটা ভাবনা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। আমরা কি আর দেশ নিয়ে বেশি ভাবছি না? শুধু রাজ্য নিয়েই আমাদের যাবতীয় ভাবনা? ভারত নিয়ে ভাবতে, ভারত নিয়ে জানতে আমাদের বয়েই গিয়েছে! টিভি চ্যানেলের সান্ধ্যকালীন কলতলার ঝগড়া আমাদের ভাবনাচিন্তা এবং বোধকে নিয়ন্ত্রণ করে ফেলছে? আমরা আমাদের জানার পরিধি সমুদ্র থেকে নিয়ে ফেলছি ডোবায়। এবং কয়েকজন রাজনৈতিক নেতার বাইরে আমাদের আগ্রহের পরিধি বাড়ছে না।

এসবের মাঝে বিভিন্ন রাজ্যে এমন কিছু ঘটনা ঘটে চলেছে, যা অতি তাৎপর্যপূর্ণ।

মণিপুরে মৃত্যুমিছিল, আগুন নিয়ে বিভাজনের খেলা চলছেই।

মহারাষ্ট্রে শিবাজির মূর্তি ভেঙে পড়ায় গোটা রাজ্যে তোলপাড়। থিতিয়ে এসেছে থানেতে স্কুল ছাত্রীদের ওপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা।

কেরলে মালয়ালম সিনেমায় যৌন কেলেঙ্কারি নিয়ে হইচই। তার রেশ তেলেঙ্গানাতেও।

উত্তরপ্রদেশে অ্যাম্বুল্যান্সে স্ত্রীর যৌন হেনস্তার পর স্বামীকে ছুড়ে ফেলা হয়েছে রাস্তায়। নাসারির বালককে স্কুল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে স্রেফ ননভেজ বিরিয়ানি টিফিনের জন্য আনায়।

অসমে নগাঁওয়ের গণধর্ষণে থামল না বিতর্ক। ২৮ বাঙালি মুসলিমকে পাঠিয়ে দেওয়া হল ডিটেনশন ক্যাম্পে। ৮৯ বছরের পুরোনো মুসলিম বিবাহ বিল বদলে ফেলল সরকার।

রাজস্থানে কনস্টেবলের পরীক্ষায় কেলেঙ্কারির মাঝে স্কুল ছাত্রীদের দেওয়া সাইকেলের রং করে দেওয়া হয়েছে গেরুয়া।

বেঙ্গালুরুতে ওলার অটো ড্রাইভার থাপ্পড় মারে তরুণীকে। খুনের দায়ে জেলে থাকা নামী অভিনেতা দর্শনের বন্দি অবস্থায় ভিআইপি ট্রিটমেন্ট নিয়ে শোরগোল।

ঝাড়খণ্ডে সরকার পালটানোর খেলার মধ্যে কনস্টেবল হওয়ার পরীক্ষায় দৌড়োতে গিয়ে মৃত ১১ জন।

তামিলনাড়ুতে এক আইপিএস অফিসার তাঁর লিভ ইন পার্টনারকে মারধর করে বাড়ি জ্বালিয়ে দিয়ে গ্রেপ্তার।

নয়াদিল্লিতে অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে জেলে পাঠানোর খেলা নিয়ে টানাপোড়েন।

ছত্তিশগড়, তেলেঙ্গানায় মাওবাদীদের হত্যার খেলা।

কাশ্মীরে ভোটকে কেন্দ্র করে চলছে নানা রকম রাজনৈতিক অ্যালজেব্রা, ত্রিকোণমিতির অঙ্ক।

হরিয়ানায় ধর্ষক রামরহিমকে ছ'বার প্যারোলে মুক্তি দেওয়া কারা অফিসার ভোটে দাঁড়িয়ে পড়েছেন বিজেপির হয়ে।

আরও দীর্ঘ হবে তালিকা। বিরক্তিকর। এখানেই থেমে যাওয়া ভালো।

এসব লিখতে লিখতে সবিস্ময় ভাবতে হয়, সব জায়গাতেই মানুষের প্রতিক্রিয়া। কেমন নিস্পৃহ সবাই। এমনিতেই মানুষ খুব আত্মকেন্দ্রিক হয়ে উঠেছে সর্বত্র। কোথাও নিজের ভাগ্যের সুতোয় টান পড়লে, নিজের স্বার্থে আঘাত লাগলে জ্বলে ওঠে। বাকি সময় চুপ করে থাকে। বাংলা এ জায়গায় বরং ব্যতিক্রম। আরজি করের দুর্ভাগা মেয়েটি আমাদের বিবেকবোধ কিছুটা হলেও জাগিয়েছে। রাস্তায় নেমেছে জনতা। বাকি রাজ্যগুলোতে কোনও প্রতিবাদের কাহিনী নেই। বাঙালি বলতে পারে, আমরা কিছুক্ষেত্রে প্রতিবাদ করতে জানি। অন্য রাজ্যে সেটাও তো হচ্ছে না।

গুজরাটে গত মার্চে গুজরাট বিশ্ববিদ্যালয়ের ঘরে নমাজ পড়ছিলেন কয়েকজন বিদেশি ছাত্র। তাঁদের ঘরে ঢুকে চার-পাঁচজন হিন্দু মৌলবাদী আক্রমণ করে। প্রচণ্ড মারধর করে। ঘর ভেঙে দেয়। কোনও কারণ ছাড়াই। এ নিয়ে দেশজুড়ে প্রতিবাদ দূরে থাক, অনেক বামপন্থী ছাত্র সংগঠনও সে সব খেয়াল করেনি।

নিস্পৃহতাই আমাদের বড় শত্রু হয়ে উঠেছে। কলকাতার প্রতিবাদ মিছিলগুলোতে রাজনীতির নোংরা জল ঢুকে সেটাকে তছনছ করে দিল বলে। কিন্তু এটা অন্তত বোঝানো গিয়েছে, শাসক, তোমার দুর্নীতির দিকে আমাদের চোখ রয়েছে। ভোটে কী হবে জানি না, তবে সব জানি। সেই প্রতিবাদের রেশ তো দেশের আর কোথাও দেখা যাচ্ছে না। আর আমরা বাঙালিরাও কলকাতার বৃত্তের বাইরে বেরোতে পারছি না। আমরা জেলায় বসে কলকাতাকে গালাগাল দেব, অথচ আমাদের সব ভাবনা চক্কর খাবে কলকাতাকে ঘিরে।

বন্যায় ভেসে যাচ্ছে মালদার মানিকচক ও রতুয়া। মানিকচকের ভূতনির হিরানন্দপুরে ২৫ বছরের বিউটি মণ্ডল আট মাসের গর্ভবতী ছিলেন। রক্তক্ষরণ শুরু হয়েছিল তাঁর। বন্যার জল পেরিয়ে যেতে হবে ব্রিজে। প্রশাসনের তরফে নৌকোর ব্যবস্থা না থাকায় অপেক্ষা করতে হয় চার ঘণ্টা। রক্তশূন্যতার শিকার বিউটি বাঁচেননি। বাঁচেনি তাঁর গর্ভস্থ সন্তানও।

তাঁর কথা ভেবে ক'টা প্রতিবাদ সভা হল মালদা শহরে? রাজ্য ও কেন্দ্রের কানে খবরটা পৌঁছোনো হল?

মুর্শিদাবাদের এক ঝাঁক পরিযায়ী শ্রমিককে ওড়িশা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল। কিনা, তাঁদের বাংলাদেশি বলে চিহ্নিত করেছে ওড়িশার কিছু লোকজন। প্রাণ হাতে করে ফিরলেন তাঁরা। ওদিকে সমস্যায় পড়ল মুর্শিদাবাদের পুলিশ। ফরাক্কা অঞ্চলে বেশ কিছু জায়গায় চাকরি করেন ওড়িশার লোকজন। মুর্শিদাবাদের প্রচুর লোকে দাবি শুরু করল, ওই লোকগুলোকেও ওড়িশায় তাড়াতে হবে। পুলিশ অনেক কষ্টে বুঝিয়ে উত্তেজক পরিস্থিতি শান্ত করল।

বহরমপুরে এই অভূতপূর্ব পরিস্থিতি মেটাতে ক'টা আলোচনা সভা হল? জানানো হল কেন্দ্র বা রাজ্যকে?

উত্তরবঙ্গে আরজি করের ঘটনার পরেই বেশ কিছু ধর্ষণের ঘটনা ঘটল। উত্তরের কোন শহরে প্রতিবাদের মোমবাতির আলোয় উঠে এল সেইসব নির্যাতিতার জন্য প্রতিবাদ? আমরাই আবার বলব, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত, অবহেলিত।

সব জায়গাতে ঘুরেফিরে আসবে একটি শব্দ। নিস্পৃহতা।

এই নিরাসক্তি সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। কোথাও কোথাও অবশ্য ভয়ে।

অসমে মুসলিমদের বিরুদ্ধে এত বড় সিদ্ধান্ত নেওয়া হল, তবু তেমন হইচই হল না রাজ্যে। নগাঁওয়ের গণধর্ষণের ব্যাপারটা স্রেফ চেপে দেওয়া হল। ঝাড়খণ্ডে এতজন স্রেফ কনস্টেবল হতে গিয়ে মারা গেলেন, সেটা নিয়েও যেন কারও কোনও মাথাব্যথা নেই।

অসমের কয়েকজন সাংবাদিকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। শুনলাম, সেখানে অনেকেই অসমের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে আর রাজি নন। কথা বলবেন। কিন্তু নাম ব্যবহার করতে চাইবেন না। গণধর্ষণ নিয়ে পর্যন্ত কথা বলায় আপত্তি।

কারণটা কী? শুনলে বোঝা যায়, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মাকেই ভয়। হিমন্ত মোটামুটি যোগী আদিত্যনাথ বা অমিত শা'র মতো ভাবমূর্তি তৈরি করে ফেলেছেন। সমালোচনা শুনতে পছন্দ করেন না। প্রতিহিংসাপরায়ণ।

কেন্দ্রের দৌলতে অনেকরকম কাজ আসছে অসমে। প্রচুর টাকার কাজ। সবাই সে টাকার বখরা নিতে চান। বাংলায় কুড়ি বছর আগে যা হয়েছে, এখন তা শুরু হয়েছে অসমে। দাদাগিরি। ডিটেনশন ক্যাম্পে ২৮ বাঙালি মুসলিমকে পাঠানোর খবর চাপাই ছিল। অনেক কাগজ ছাপায়নি, টিভি দেখায়নি। এর পিছনে মধুভাণ্ডের বখরা নিয়ে টানাটানি। গুয়াহাটিতে প্রচুর লোকের হাতে হঠাৎই প্রচুর টাকা। কেউ আর সরকারকে চটাতে চায় না। বিরোধী নেতারাও।

বাংলার অনেক শহরে যা হয়ে থাকে। এই যে আরজি কর মেডিকেল কলেজ বা উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজে এত দুর্নীতি নিয়ে খবর বেরোচ্ছে, অন্য মেডিকেল কলেজে দুর্নীতি হয় না বিশ্বাস করতে হবে? সবাই কিন্তু চুপ। নিজের স্বার্থেই চুপ। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের পড়ুয়াদের এতদিনে ঘুম ভেঙেছে। এতদিনে প্রতিবাদী হয়েছেন। অথচ মালদা, রায়গঞ্জে আবার প্রশান্ত মহাসাগরের প্রশান্তি। আবার কোন কলেজে কোন সকালে প্রতিবাদী হয়ে উঠবে পড়ুয়ারা, কে জানে!

উদাসীনতা সরিয়ে রেখে বিদ্রোহী হয়ে ওঠার অঙ্কে রাজনীতি মিশে গেলে সবচেয়ে ভয়ংকর। তা টের পাওয়া যায় পাশের বাংলাদেশকে দেখে। যত দিন যাচ্ছে, তত বোঝা যাচ্ছে ইউনূসের নয়া দেশে ভয়ংকর হয়ে উঠছে জামায়াতে। আওয়ামি লিগহীন দেশে দু'নম্বর দল বিএনপিকেও আজ ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। শহরের বাইরের গ্রামগুলো মৌলবাদীদের মুক্তাঞ্চল হয়ে উঠছে। হিন্দুদের জমি দখল হয়ে যাচ্ছে, বলার কিছু নেই। পুলিশে অভিযোগ জানালে হিতে বিপরীত হবে। এবার দুর্গাপুজোর সংখ্যাও অনেক কমে যাচ্ছে, গ্রামে এতটাই ভয়ংকর ভয়। হাসিনার পতনে যাঁরা খুশি হয়েছিলেন, এক মাসের মধ্যে তাঁদের গলাতেই হতাশার সুর।

আওয়ামি লিগের নেতা-কর্মীরা অধিকাংশই বন্দি বা পলাতক। আওয়ামি সমর্থক বুঝলেই তাঁদের আক্রমণ করা হচ্ছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা লাইন প্রশাসনের বিরুদ্ধে লেখা হলে মেরে ফেলা হচ্ছে। মারা গিয়েছেন অজস্র পুলিশ। অথচ হাসিনাকে যাঁরা আর্মির হেলিকপ্টারে পালিয়ে যেতে সাহায্য করেছে, সেই সেনার গায়ে আঁচড় পর্যন্ত পড়েনি। সেনাপ্রধান আবার হাসিনার আত্মীয়। এখন বাংলাদেশের অনেককে বলতে শুনছি, ছাত্র আন্দোলন সংগঠনের ব্যাপারে জামায়াতের হাত ছিল। কুমিল্লা, রাজশাহি, নোয়াখালি, খুলনা এবং সীমান্তবর্তী এলাকায় প্রভাব মারাত্মক তাদের। কিন্তু অবাধ নির্বাচন হলে জিতবে খালেদা জিয়ার বিএনপি--তাই তাদেরও নিষ্ক্রিয় করে দাও।

আমেরিকার হস্তক্ষেপেই বাংলাদেশে এই অবস্থা এবং হিলারি ক্লিন্টন বান্ধব ইউনূস ক্ষমতায়- এমন বিশ্বাস বাংলাদেশে অনেকের। তাঁরা মনেপ্রাণে চাইছেন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ট্রাম্পের জয়। কেননা কমলা হ্যারিসের ডেমোক্র্যাটরা ক্ষমতায় এলে বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ হবে না। ইউনূস নিজে হিলারি ক্লিন্টন সহ ডেমোক্র্যাটদের খুব ঘনিষ্ঠ। ট্রাম্প হয়তো জামায়াতেকে ক্ষমতাবান হতে দেবেন না।

এত অঙ্কের মধ্যে বাস্তব সত্য হল একটাই। বাংলাদেশে আর প্রতিবাদের জায়গা নেই। পাকিস্তানেও নেই। ভারতে যেটা এখনও রয়েছে। এবং সেই স্বাধীনতারই অপব্যবহারে নেমেছে কিছু সরকার। থাকছে পরাধীনতা জালও। উত্তরপ্রদেশে যোগী রাজ্যে নতুন বিল এনেছে, সোশ্যাল মিডিয়ায় 'দেশবিরোধী' ও 'অশালীন' মন্তব্য করলেই আইনি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সরকারের প্রচার করতে পারলে সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের দেওয়া হবে প্রচুর টাকা।

লিখেছিলাম না শুরুতেই, অস্থিরতার জলছবি।

আজ

১৯৩৪

বিশিষ্ট সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জন্মগ্রহণ করেছিলেন আজকের দিনে।

১৯৯৯

আজকের দিনে আত্মহত্যা করেছিলেন বিখ্যাত গীতিকার পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আলোচিত

আমাদের কারও দাবি করা উচিত নয় যে, আমরা ঈশ্বর হয়ে গিয়েছি। কাজের মাধ্যমেই লোকে একটা সম্মানের পর্যায়ে পৌঁছোয়। তবে আমরা সেই পর্যায়ে পৌঁছেছি কি না, সেটা ঠিক করবে অন্যরা। আমি নই।

- মোহন ভাগবত

ভাইরাল/১

আমির খান-মাধুরী দীক্ষিতের সুপারহিট 'দিল' ছবির কিছু অংশ হয়েছিল যে বাড়িতে, সেই বাড়ি পরে কিনে নেন শাহরুখ খান। এখন সেটাই মান্নত। অনুপম খের সেই ছবির কিছু অংশ পোস্ট করেছেন, যা এখন ভাইরাল।

ভাইরাল/২

একটি বিশাল কুমির হাঁ করে এগিয়ে আসছে ছোট পুকুরের মধ্যে। বিশিষ্ট ওয়াইল্ডলাইফ বায়োলজিস্ট ক্রিস্টোফার জিলেট তাকে খালি হাতে মাংসের টুকরো খাওয়াচ্ছেন। ভিডিও দেখে শিহরিত নেটিজেনরা।

উত্তরের পাঁচালি

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি

পাকিস্তানি সেনারা বালুরঘাটের বিভিন্ন জায়গায় শেলিং করেছিল। বালুরঘাট শহরের কুঞ্জকুটিরে (রথতলা) এমনই একটি শেলের অংশ আজও মাটির নীচে গেঁথে রয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি আঁকড়ে। শেলটির পাশ দিয়ে নর্দমা তৈরি করা হয়েছে। সেটি যে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ইতিহাসের সাক্ষী তা অনেকেরই জানা নেই। সালটা ১৯৭১। পূর্ব পাকিস্তান অধুনা বাংলাদেশ তখন মুক্তিযুদ্ধের আবহে তোলপাড়। সাহায্যে ভারতীয় সেনা। তারা বালুরঘাটের একাধিক জায়গায় বেস ক্যাম্প তৈরি করেছিল। সেগুলি লক্ষ করে পাকিস্তানি সেনারা বোমা ছোড়ার পাশাপাশি সমানে শেলিং চালায়। হিলি সহ বালুরঘাটের কাঁঠালপাড়া, সাহেব কাছারি সহ বিভিন্ন এলাকায় শেল পড়েছিল। বহু মানুষ তাতে প্রাণ হারান। বালুরঘাটের সকলের বাড়িতেই তখন বাংকার তৈরি হয়েছিল। সাইরেন বাজলেই সবাই সেই বাংকারে ঢুকে পড়তেন। ইতিহাস গবেষক সমিত ঘোষ জানাচ্ছেন, মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতীয় সেনা শুধু পাকিস্তানি বেস ক্যাম্পে শেলিং করেছিল। কিন্তু পাকিস্তানিরা বেস ক্যাম্পের পাশাপাশি জনবসতিতেও শেল ফেলেছিল। এলাকার বিশিষ্ট মানুষ তুলসী বক্সির সহোদর ক্ষুদিরাম মোড় এলাকায় শেলিংয়েই মারা গিয়েছিলেন। বালুরঘাট শহরের কুঞ্জকুটিরে মাটিতে গেঁথে থাকা শেলটির উপযুক্ত রক্ষণাবেক্ষণ করলে ইতিহাসের সঠিক মূল্যায়ন হবে বলে সমিতদের মতো অনেকেরই দাবি।

অবহেলায়।। বালুরঘাট শহরের রথতলায় পাকিস্তানি শেল।

–পঙ্কজ মহন্ত

সম্প্রীতির ধারকবাহক

রায়গঞ্জের উকিলপাড়ার পূর্বদিকে জাতীয় সড়কের পাশে রয়েছে ঐতিহ্যবাহী পিরপুকুরের মাজার। ২০০১ সালের পশ্চিমবঙ্গ হেরিটেজ কমিশন আইন অনুসারে ঐতিহ্যসম্পন্ন এই পুরাকীর্তি ও প্রত্ন এলাকা ঘোষিত এবং সংরক্ষিত হয়েছে। মাজারটি চাকচিক্যময় অবস্থায় থাকলেও পাশের পিরপুকুরের অবস্থা তেমন ভালো নয়। বিদ্রোহী ফকিরদের অন্যতম নেতা হিসেবে পির বুরহান সঈদ রায়গঞ্জে পরিচিতিলাভ করেন। তাঁর স্মৃতিবিজড়িত রায়গঞ্জের পিরপুকুর পাড়ের মাজার আজও সম্প্রীতির ধারকবাহক হয়ে অবস্থান করছে। এই মাজারটি কবে তৈরি হয়েছিল বা এটির ইতিহাসের বিষয়ে সেভাবে জানা যায় না। তবে দেশবিভাগের সময় পর্যন্ত এখানে প্রতি বছর বড় করে পিরের মেলা বসত বলে স্থানীয়রা জানান। শিক্ষাবিদ শুভব্রত লাহিড়ির দাবি, 'হেরিটেজ হিসেবে ঘোষিত রায়গঞ্জে পিরপুকুর পাড়ে থাকা হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতির প্রতীক এই পির বুরহান ফকিরের মাজারটির যাতে আরও ভালোভাবে দেখাশোনার ব্যবস্থা করা হয় সেই ব্যবস্থা করতে হবে।' একই দাবিতে সমসুর অনেকেই।

উজ্জ্বল।। রায়গঞ্জে ঐতিহ্যবাহী পিরপুকুরের মাজার।

-সুকুমার বাড়ই

'উত্তরের পাঁচালি' বিভাগে অভিনব যে কোনও বিষয়ে অনধিক ১৫০ শব্দে লেখা পাঠান। নির্বাচিত লেখা এই বিভাগে ছাপা হবে। পুরো নাম, ঠিকানা সহ লেখা পাঠান : বিভাগীয় সম্পাদক, উত্তরের পাঁচালি, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি–এই ঠিকানায়। অনলাইনে (ইউনিকোড ফন্ট) লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

সুখটানের রূপকথায় চাপা যন্ত্রণার সমুদ্র

মুর্শিদাবাদের প্রচুর গ্রামে নারী স্বাধীনতার এক অন্য স্বাদ এনে দেয় বিড়ি বাঁধার কাজ। অনেক যন্ত্রণার মাঝেও তাই কাজ চলে।

শিমূল সরকার

ঝেঁপে বৃষ্টি নেমেছে। চরাচর দুধের চাদরে ঢাকা। স্কুল থেকে ফেরার পথে কেন রোজ বৃষ্টি নামে? আমিনার প্রশ্নের উত্তর দেবার মতো কেউ ছিল না। মুর্শিদবাদের ছাবঘাটির ক্লাস নাইনের ছাত্রী। বৃষ্টি নামলেই তার ও মায়ের মুখ শুকিয়ে যায়। মায়ে-বেটিতে বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়। তাদের দু'কুলে কেউ দেখার নেই।

একজন নয়, এমন হাজারো আমিনা মুর্শিদাবাদের সুতি, সামশেরগঞ্জ, জঙ্গিপুরে বাস করেন। তাদের মুখে ভাত ওঠে বিড়ি বেঁধে। কেউ বিড়ি বাঁধার প্রথাগত শিক্ষা দেয়নি। পেটের টানে পাশের বাড়ির ফুফা, খালা, দাদিদের কাছে শিখে নেয়। বসে টুকটুক করে হাত চলতে থাকে, কোলের কুলোতে আছে তাদের আশা।

এই বিড়ি বড় বিতর্কিত। বিড়ি থেকে দূষণ। বিড়ির জন্য তামাকঘটিত একাধিক রোগের কথা বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন। এলাকাতেও এক সময়ে, এই বিড়ি বাঁধলে বুকে ক্ষয়রোগ হয়, এমন কথাও উঠেছিল। সেই বিড়ি শ্রমিকদের চাপে এক সময়ে কেন্দ্রীয় প্রকল্পে হাসপাতালও হয়েছিল। আজ সেই হাসপাতাল উঠে যাবার মুখে।

মুর্শিদাবাদ জেলা বিড়ি উৎপাদনের জন্য খ্যাত। অথচ এই জেলাতে না বিড়ি পাতার চাষ হয়, না তামাকের চাষ। এই বিড়ি স্থানীয় অর্থনীতিতে সামাজিক বিপ্লব ঘটিয়েছে। সেটা অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের নজরে না পড়লেও আমিনারা হাতেনাতে নিত্যদিন অনুভব করে। মজার কথা, বাংলাতে শহর বা গ্রামীণ নাগরিকরা বহুদিন বিড়িকে দুর ছাই করে বিলাতি সিগারেটের ধোঁয়াতে নেশার মৌতাত নিয়েছেন।

ঔরঙ্গাবাদ থেকে ট্রাকের লম্বা সারি জানান দেয়, বিড়ি ভারতের অন্য প্রদেশে পাড়ি দেয়। সেই বিড়ি আকারে বড়। কান পাতলে শোনা যায়, চলে হিন্দি বলয়ে। কারণ বাঙালির পছন্দ ছোট বিড়ি! বাংলাদেশে কাগজে মোড়া বিড়িও চলত।

তবে ছোট লাল বা সবুজ সুতোর বিড়ি বাংলাতে আজও মাঠে-ঘাটে খাটা নাগরিকদের বড় শখের। সেই বিড়ি তৈরি হয় ছোট কারখানায়। এক সময় দিওয়ার সিনেমায় অমিতাভ বা কালাপাত্থরে শত্রুঘ্ন সিনহাকেও দেখেছে সারা ভারত বিড়ি মুখে। সুখটান দিলে মনে শান্তি!

আমিনারা অতশত জানে না। জানে বৃষ্টিতে স্কুলে আটকে থাকলে আগামীকাল সকালে মুন্সি এলে বিড়ি দিতে পারবে না। বরং মিইয়ে গেলে টাকা কাটা যাবে। তার পড়ার সময়ের বাইরে এটাই বিড়ি বাঁধার একমাত্র স্লট।

হাজার বিড়ির মশলা ও পাতা নিয়ে আসতে হয়। কোলে করে দু'হাতে ধরে পরম যত্নে নিয়ে আসা। বিপদ হচ্ছে ভিজে গেলে বা স্যাঁতসেঁতে হলে। কেউ কেউ নিজেদের জন্য খানিকটা মশলা ও পাতা বের করে রাখেন ওই হাজার বিড়ি বাঁধার পরেও।

এতে মহিলাদের কী উপকার হল? এখনও বুঝলেন না? পুরুষেরা রোজগারের আশায় ভিনরাজ্যে যান। রাজমিস্ত্রি হিসেবে কাজের মারাত্মক চাহিদা ভারতজুড়ে। বাড়িতে মেয়েরা অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী বিড়ি বেঁধে। হাজারে একশো পঁচাত্তর টাকা, শহরে কিছু না হলেও দু'দিনে এক হাজার বাঁধলেও দিব্যি সংসার চলে যায়। বহু মেয়ে লেখাপড়ার খরচ এভাবেই তুলে নেয়। গহনাপটিতে শুনলাম আরেক উপাখ্যান। এই বিড়ি বাঁধার রোজে, কিস্তিতে বিয়ের গহনা গড়িয়ে নেয় মেয়েরা। স্বামী ছেড়ে দিলেও কিছু যায় আসে না। দু'হাতে বিড়ির পাতা ধরা থাকলেই হল।

নারী স্বাধীনতায় বিড়ির অবদান এক আষাঢ়ে গল্প নয়, এক কঠিন বাস্তব। এই এলাকায় নারীশিক্ষায় বড় অবদান বিড়ির আয়। তামাকের খারাপ প্রভাবের মাঝে নারী স্বাবলম্বীদের জন্য এক উপায় সেই তামাক।

(লেখক পুলিশ অফিসার। প্রবন্ধকার)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৩২

পাশাপাশি : ১। পিরের পুত্র ৩। দেনাদার, জলাশয়, খাত, পরিখা ৫। পায়ে চুমু খেয়ে ও হাত দিয়ে প্রণাম করা ৭। আদরের সঙ্গে আহ্বান ৯। অদ্ভুত, অপূর্ব, আশ্চর্য ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। কপিল রংয়ের গাই, কামধেনু ১৫। পাতাল।

উপর-নীচ : ১। বাবার বোন, পিসি ২। অহংকার বা দেমাকে যার মাটিতে পা পড়ে না ৩। যে খেদমত বা সেবা করে, ভৃত্য, সহচর ৪। কলস,গাগরি, ছোট কলস ৬। দুর্গের প্রাচীর, চূড়ার মতো উঁচুঘর, গম্বুজ ৮। ভিড়,পাল, দল ১০। অনর্গল অর্থহীন কথাবলা, বাচালতা ১১। লিপিকর,চিত্রকর ১২। গোরুর ঘর, গোয়াল ১৩। নারী,পত্নী, স্ত্রী।

সমাধান ■ ৩৯৩১

পাশাপাশি : ১। জম্বুক ৩। দাপ ৫। দানা ৬। দশক ৮। দস্তুর ১০। বচসা ১২। ফারসি ১৪। নব ১৫। মউ ১৬। নারদ।

উপর-নীচ : ১। জনপদ ২। কদাচার ৪। পট্টিশ ৭। করী ৯। দফা ১০। বনিবনা ১১। সাধুবাদ ১৩। রক্তিম।

বিন্দুবিসর্গ

রাজনীতি সরিয়ে জোট বাঁধছে বীরপাড়া

ডলোমাইট নিয়ে তর্জা ২ সাংসদের

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ৬ সেপ্টেম্বর : বীরপাড়া থেকে ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি সরানোর দাবিতে আন্দোলনের মাত্রা বাড়ছে। অরাজনৈতিকভাবে সংঘবদ্ধ হয়ে পথে নেমেছেন বীরপাড়াবাসী। পাশাপাশি ডলোমাইট ইস্যুতে বাড়ছে তৃণমূল ও বিজেপির চাপানউতোর। এনিয়ে রীতিমতো বাগযুদ্ধ শুরু হয়েছে আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ মনোজ টিগ্গা এবং রাজ্যসভার সাংসদ তথা তৃণমূলের জেলা সভাপতি প্রকাশ চিকবড়াইকের মধ্যে।

শুক্রবার এ নিয়ে ফের রাজ্য সরকারের কোর্টে বল ঠেললেন মনোজ। আলিপুরদুয়ারে সাংবাদিকদের প্রশ্নে মনোজের জবাব, 'ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি বীরপাড়ার বাইরে নিয়ে যাওয়ার কাজ বহুদিন আগে শুরু হয়েছিল। তবে এজন্য আরও জমির প্রয়োজন। রাজ্য সরকারের কাছে রেলমন্ত্রক জমি চেয়েছে। রাজ্য জমি দিলে আমি পূর্ণ দায়িত্ব নেব। রাজ্য সরকার

স্তূপীকৃত ডলোমাইট। বীরপাড়ায় শুক্রবার। –সংবাদচিত্র

জমি দেওয়ার পরও যদি রেল কাজ না করে তবে তাদের কান ধরে ওই কাজ করাতে হবে।'

বীরপাড়ার কেন্দ্রস্থলে দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে দুই দশকেরও বেশি সময় ধরে ডলোমাইট লোডিং-আনলোডিং চলছে। এতে দূষণে জেরবার এলাকা বলে অভিযোগ বীরপাড়াবাসীর। সম্প্রতি ভয়েস অফ বীরপাড়া নামে একটি অরাজনৈতিক সংগঠন ডলোমাইট প্রকল্পটি সরানোর দাবিতে আন্দোলন শুরু করেছে। ৬ অগাস্ট বীরপাড়ায় মহামিছিল এবং ২১ অগাস্ট দলগাঁও রেলস্টেশন চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভ কর্মসূচি করা হয়েছে। ৩০ অগাস্ট ডুয়ার্সকন্যায় ভয়েস অফ বীরপাড়ার নেতৃত্বে হাজির হয়ে বিক্ষোভ দেখান বীরপাড়াবাসী। জেলা শাসককে স্মারকলিপিও দেয় সংগঠনটি। যদিও ভয়েস অফ বীরপাড়ার প্রতিটি কর্মসূচিতে দেখা যাচ্ছে রাজনৈতিক দলের নেতাদের উপস্থিতি।

অরাজনৈতিকভাবে আন্দোলন শুরু হওয়ায় প্রমাদ গুনছেন রাজনৈতিক দলের নেতারা বলে জল্পনা বীরপাড়ায়। অরাজনৈতিক আন্দোলন শুরুর পরই বেড়েছে

সমস্যা যেখানে

- বীরপাড়ার ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্প সরানো নিয়ে তৃণমূল-বিজেপি চাপানউতোর
- মনোজ টিগ্গা ডলোমাইট দূষণ নিয়ে উদাসীন বলে অভিযোগ তৃণমূলের
- হরিপুরে প্রয়োজনীয় ৭.১৬ একর জমি রাজ্য না দেওয়ায় প্রকল্পের কাজ মাঝপথে আটকে রয়েছে বলে দাবি মনোজের
- বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবার বরদাস্ত করা হবে না প্রয়োজনে মারমুখী আন্দোলন হবে বলে হুঁশিয়ারি

রাজনৈতিক চাপানউতোর। রেলমন্ত্রক কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই বিজেপিকে তোপ দাগছে তৃণমূল। প্রকাশ চিকবড়াইকের অভিযোগ, 'সাংসদ মনোজ টিগ্গা ডলোমাইট দূষণ নিয়ে উদাসীন।' মনোজের জবাব, 'বীরপাড়ায় ডলোমাইটের কারবারে সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রীয় পরিকাঠামোয় কেন্দ্র ও রাজ্যকে একসঙ্গে কাজ করতে হয়। হরিপুরে প্রয়োজনীয় ৭.১৬ একর জমি রাজ্য না দেওয়ায় প্রকল্পের কাজ মাঝপথে আটকে রয়েছে।'

ডলোমাইট ডাম্পিং প্রকল্পটি হরিপুরে সরিয়ে নিতে ২০১৮ সালে ১০ কোটি টাকা ব্যয়ে কাজ শুরু করে রেল। পরে জমিজটে কাজ আটকে যায়। প্রকল্পটি চাঁপাগুড়িতে সম্প্রসারিত করতে গিয়েও স্থানীয়দের বাধার মুখে পড়ে রেল।

এদিকে ভয়েস অফ বীরপাড়ার সভাপতি চতুর পানোয়ার বলছেন, 'ডলোমাইটের দূষণে রোগব্যাধিতে ভুগছেন বীরপাড়ার বাসিন্দারা। শয়ে-শয়ে ট্রাক, ডাম্পার ডলোমাইট নিয়ে বীরপাড়ায় ঢোকায় যানজট তৈরি হচ্ছে। প্রকল্পটি সরিয়ে কোথায় নিয়ে যাওয়া হবে তা নিয়ে আমাদের মাথাব্যথা নেই। কিন্তু বীরপাড়ার ভেতর ডলোমাইটের কারবার আর বরদাস্ত করা হবে না। প্রয়োজনে মারমুখী আন্দোলন হবে।'

অনুদান থমকে, উন্নয়ন আটকে স্কুলের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কম্পোজিট গ্র্যান্ট এখনও মেলেনি বলে অভিযোগ। ফলে বিদ্যালয়ের উন্নয়নমূলক কাজও থমকে রয়েছে। কোনও স্কুলের জানলা ভাঙা আবার কোনও স্কুলের ছাউনিতে ফুটো রয়েছে। কিন্তু অনুদানের অভাবে সংস্কার করা যাচ্ছে না। স্কুলে চেয়ার-টেবিলের প্রয়োজন পড়লেও কম্পোজিট গ্র্যান্ট না মেলায় সেসব কিনতে পারছে না স্কুল কর্তৃপক্ষ।

শহরের এরকমই একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একটি শ্রেণিকক্ষের দরজা এবং জানলার বেহাল অবস্থা। চেয়ার-টেবিলেরও প্রয়োজন রয়েছে। স্কুলটির প্রধান শিক্ষকের কথায়, 'কম্পোজিট গ্র্যান্ট না মেলায় দোকান থেকে বাকিতে জিনিসপত্র কিনতে হচ্ছে। এদিকে, দোকানদার টাকা চাইলেও দিতে পারছি না। স্কুলের কিছু সংস্কারের কাজও আটকে রয়েছে।'

স্কুল পরিচালনা এবং সংস্কারের কাজ করার জন্য এই কম্পোজিট গ্র্যান্ট দেওয়া হয়। শিক্ষক সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে, তবে এই অনুদানের টাকার পরিমাণ বিদ্যালয়ের মোট ছাত্রসংখ্যার ওপর নির্ভর করে। পড়ুয়ার সংখ্যা ৩০ পর্যন্ত হলে দশ হাজার টাকা অনুদান পাওয়া যায়। পড়ুয়া একশোজন হলে ২৫ হাজার টাকা। তবে আড়াইশোজন পর্যন্ত পঞ্চাশ হাজার টাকা ও আড়াইশো জনের বেশি হলে ৭৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়ে থাকে।

এখন জানুয়ারি মাস থেকে শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়। তবে বিদ্যালয় পরিচালনা এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এপ্রিল-মে মাসে কম্পোজিট গ্র্যান্ট পেয়ে যায় স্কুলগুলো। গত শিক্ষাবর্ষে অবশ্য দুই ধাপে সেই অনুদানের টাকা দেওয়া হয়েছিল, মে-জুন মাসে অর্ধেক এবং নভেম্বর-ডিসেম্বর মাসে বাকিটা। কিন্তু চলতি বছরে কেন এখনও অনুদান মিলল না, সে ব্যাপারে স্পষ্ট করে বলতে পারছে না কেউই। ডিপিএসসির চেয়ারম্যান পরিতোষ বর্মনকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনিও কিছু বলতে পারলেন না। বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখার আশ্বাস দেন।

বর্ষা মরশুমে সমস্যার মুখে পড়তে হচ্ছে স্কুলের পড়ুয়া এবং শিক্ষকদের। নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক

আলিপুরদুয়ার শহরের একটি বেহাল স্কুল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

একনজরে

- প্রতিবছর বিদ্যালয় পরিচালনা এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য এপ্রিল-মে মাসে কম্পোজিট গ্র্যান্ট মেলে
- কিন্তু এবছর সেপ্টেম্বর মাস চলে এলেও অনুদানের টাকা পৌঁছায়নি স্কুলগুলিতে
- কেন এতদিনেও কম্পোজিট গ্র্যান্ট মিলল না, উত্তর দিতে পারলেন না ডিপিএসসির চেয়ারম্যানও

প্রসেনজিৎ রায় বলেন, 'এখনও স্কুলগুলিতে কম্পোজিট গ্র্যান্ট দেওয়া হয়নি। এতে অনেক উন্নয়নমূলক কাজ করা সম্ভব হচ্ছে না। পরীক্ষা পরিচালনা সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করতে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।'

কম্পোজিট গ্র্যান্ট না পৌঁছানোয় নবনিযুক্ত প্রধান শিক্ষকরাও স্কুলের কোনও কাজে হাত দিতে পারছেন না। সেকারণে দ্রুত এই অনুদান দেওয়ার দাবি জানালেন অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসংঘের রাজ্য অতিরিক্ত সাধারণ সম্পাদক অসীম দাস। তবে এই বিষয়ে তৃণমূল প্রাথমিক শিক্ষক সংগঠনের জেলা সভাপতি কৌশিক সরকার কোনও মন্তব্য করেননি।

বন্ধ পাম্পহাউস, ১০ হাজার চাষি বিপাকে

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ৬ সেপ্টেম্বর : সেচ পাম্পের জন্য বানানো হয়েছিল ঘরটা। এখন আর তা কোনও কাজেই লাগে না। সেই পোড়ো ঘরের দিকে তাকিয়ে কৃষক সঞ্জয় শা বলছিলেন, 'আমার বয়স যখন আট বছর তখন সেচ পাম্প বসানো হয়। উদ্বোধনের দিন সেচ পাম্প চালু হয়। সেই জলে স্নান করেছি। ব্যাস, সেই প্রথম ও শেষ সেচ পাম্পে জল বেরিয়েছিল।'

চার দশক আগে এলাকায় তৈরি করা হয়েছিল সেচ পাম্পহাউস। কিন্তু আজও সেই পাম্পহাউস চালু হয়নি বলে অভিযোগ। তাই সমস্যায় পড়েছেন ফালাকাটার ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেছুয়াধুরা, চেকপোস্ট এবং সিপাইটারি এলাকার চাষিরা। পাম্প চালু না হওয়ায় সেচের জল পাওয়া থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন তিনটি মৌজার প্রায় দশ হাজার কৃষক। স্থানীয় কৃষকদের দাবি, পাম্পহাউস থেকে সেচের জল না পাওয়ায় মোটা টাকা খরচ করে জলসেচ করতে হচ্ছে। এলাকায় দ্রুত পাম্পহাউস চালুর দাবি তুলেছেন জমিদাতা ও অন্য কৃষকরা।

আলিপুরদুয়ার সেচ ও জলপথ বিভাগের নির্বাহী বাস্তুকার অমরেশকুমার সিংয়ের সাফ কথা, বিষয়টি জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের অধীনে। তাই এব্যাপারে তাঁর কিছু করার নেই। তবে আলিপুরদুয়ার জেলা পরিষদের কৃষি কর্মাধ্যক্ষ অনুপ দাস বলেন, 'বিষয়টি নিয়ে জমিদাতাদের সঙ্গে আলোচনা করে দেখা হবে।'

জমিদাতা ছুয়ু ওরাওঁয়ের পরিবারের তরফে কুশমি ওরাওঁ বলেন, 'আমার শ্বশুর প্রায় ১ বিঘা জমি দিয়েছেন পাম্পটি বসানোর জন্য। পাম্পটি চালুই হয়নি। এখন আমরা জমিটাও ব্যবহার করতে পারছি না।' স্থানীয় কৃষক ফরিজুদ্দিন মিয়াঁ দীর্ঘদিন ধরে চাষাবাদের সঙ্গে জড়িত। আজ থেকে প্রায় ৪ দশক আগে যখন সেই সেচ পাম্প বসানো হয়েছিল, ফরিজুদ্দিন ভেবেছিলেন হয়তো এলাকার সেচ ব্যবস্থার উন্নতি হবে। তা আর হয়নি। হতাশ সেই চাষির আক্ষেপ, 'টাকা খরচ না করতে পারলে সেচ দিতে পারি না।'

অবিভক্ত জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ এবং জলসম্পদ অনুসন্ধান ও উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে ফালাকাটা ব্লকের ধনীরামপুর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের মেছুয়াধুরা, চেকপোস্ট

কী কী হয়েছে

- চল্লিশ বছর আগে তিনটি সেচ পাম্পহাউস বসানো হয়
- পাম্পহাউস বসাতে স্থানীয়রা জমি দিয়েছিলেন
- তিন মৌজার প্রায় ১ হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে জলসেচ পাওয়ার কথা
- সেচ পাম্পহাউস চালু না হওয়ায় যন্ত্রপাতি চুরি যায়
- সেচের পাইপ ও চ্যানেল জমি চাষের সময় উঠে যায়
- কৃষকরা সোলার পাম্পের আবেদন জানালে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে

> জমি যেহেতু দেওয়াই আছে সেখানে কৃষকরা শুধু সোলার পাম্পের আবেদন জানালে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে। আশা করছি সমস্যাটি মিটে যাবে।
>
> **সুজয় সাহা রায়,** *সহ সভাপতি, ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতি*

এবং সিপাইটারি এলাকায় চল্লিশ বছর আগে তিনটি সেচ পাম্পহাউস বসানো হয়। পাম্প বসাতে এক-একটি প্রায় ১ বিঘা করে জমি দেন স্থানীয়রা। পাম্পহাউস তৈরির পর তিনটি মৌজার প্রায় এক হাজার হেক্টর কৃষিজমিতে জলসেচ পরিষেবা পাওয়ার কথা ছিল। অভিযোগ, এত বছরে সেচ পাম্পহাউস চালু না হওয়ায় সেখানকার যন্ত্রপাতি চুরি হয়ে গিয়েছে। সেচের পাইপ ও চ্যানেল জমি চাষের সময় উঠে যায়। এই পাম্পহাউস তৈরিতে যাঁরা জমি দিয়েছেন তাঁরা কোনও সুবিধা পাননি।

ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি সুজয় সাহা রায় বলেন, 'জমি যেহেতু দেওয়াই আছে সেখানে কৃষকরা শুধু সোলার পাম্পের আবেদন জানালে বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে পাঠানো হবে। আশা করছি সমস্যাটি মিটে যাবে।'

সন্ধ্যার রঙে রাঙা নদীপথ। হ্যামিল্টনগঞ্জে। ঋষভ দামের তোলা ছবি।

ন্যাক পরিদর্শনে আশায় বিএড কলেজ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার দ্বিতীয় দিনও আলিপুরদুয়ারের ভাটিবাড়ি ইস্টার্ন ডুয়ার্স বিএড ট্রেনিং কলেজের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখলেন ন্যাশনাল অ্যাসেসমেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিলের (ন্যাক) সদস্যরা।

এদিন ন্যাকের তিন সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল কলেজ পরিদর্শনে এসেছিল। প্রতিনিধিদলে নিউদিল্লির জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য ইলিয়াস হোসেন, জম্মু বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অধ্যাপক রেণু চন্দ্রা এবং মহারাষ্ট্র বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক সুহেইল আহমেদ খান রয়েছেন।

বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার এই দু'দিন ন্যাকের প্রতিনিধিরা কলেজের সমস্ত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখেন। কলেজের অধ্যক্ষ সনাতন ত্রিপাঠীর দাবি, 'আমাদের কলেজের পরিকাঠামো দেখে ন্যাকের প্রতিনিধিরা খুশি হয়েছেন। ডিজিটাল ক্লাসরুম থেকে লাইব্রেরি সবই তাঁরা ঘুরে দেখেছেন। বিভিন্ন বিভাগের ল্যাবও ঘুরে ঘুরে দেখেন তাঁরা। আশা করছি এবার ন্যাকের 'এ' গ্রেডের মর্যাদা পাব আমরা।'

ন্যাকের প্রতিনিধিরা বিএড কলেজে।

> আমাদের কলেজের পরিকাঠামো দেখে ন্যাকের প্রতিনিধিরা খুশি হয়েছেন। ডিজিটাল ক্লাসরুম থেকে লাইব্রেরি সবই তাঁরা ঘুরে দেখেছেন। বিভিন্ন বিভাগের ল্যাবও ঘুরে ঘুরে দেখেন তাঁরা। আশা করছি এবার ন্যাকের 'এ' গ্রেডের মর্যাদা পাব আমরা।
>
> **সনাতন ত্রিপাঠী,** *কলেজ অধ্যক্ষ*

কলেজ পরিচালন সমিতির সভাপতি বিমল রায়ের বলেন, '৩২ বিঘা জমিতে এরকম শিক্ষক-শিক্ষণ কলেজ উত্তরবঙ্গে আর কোথাও নেই। ন্যাকের প্রতিনিধিরা তা স্বীকার করেছেন। এখানে পড়ুয়াদের ক্যান্টিন ও হস্টেল দেখে খুশি হয়েছেন তাঁরা।' তিনিও ন্যাকের রিপোর্টে কলেজের 'এ' গ্রেড পাওয়ার বিষয়ে আশাবাদী।

২০০৫ সালে স্থাপিত হয় ইস্টার্ন ডুয়ার্স বিএড কলেজ। এটি উত্তরবঙ্গের একমাত্র কলেজ যেখানে মাস্টার্স অফ এডুকেশন (এমএড) পড়ার সুযোগ রয়েছে। কলেজটি কলকাতার ওয়েস্ট বেঙ্গল ইউনিভার্সিটি অফ টিচার্স ট্রেনিং এডুকেশন, প্ল্যানিং অ্যান্ড অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন।

নৌকাবাইচ

ফুলবাড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির পশ্চিম বালাসুন্দর নৌকা বাইচ কমিটির ৮তম বার্ষিক নৌকা বাইচ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় ডুডুয়া নদীতে। প্রতিযোগিতায় ৫টি বিভাগে মোট ১৪টি নৌকা মালিক অংশ নেন। চারটি বিভাগে প্রথম হয়েছেন শিবা হালদার, সুনীল সরকার, অমরচান মণ্ডল, গোবিন্দ সরকার। পঞ্চম বিভাগে যৌথ বিজয়ী গোপাল বিশ্বাস ও মুচিরাম বিশ্বাস।

কর্মশালা

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : প্রেস ইনফরমেশন ব্যুরো, কলকাতা (পিআইবি)-র উদ্যোগে শুক্রবার নিউটাউন এলাকায় সাংবাদিকদের নিয়ে একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। বার্তালাপ নামে সেই কর্মশালায় সাংবাদিকতার নানা দিক নিয়ে বিশেষজ্ঞরা আলোচনা করেন। প্রশিক্ষণ শেষে সাংবাদিকদের শংসাপত্রও দেওয়া হয়।

সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু বড়ডোবায়

ফালাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : বড়ডোবায় নতুন সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হল। শুক্রবার একটি অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ফালাকাটা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের উদ্বোধন করেন। পুরসভার প্রান্তিক এলাকা বড়ডোবায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হওয়ায় এলাকার বাসিন্দারা খুশি। প্রদীপ বলেন, 'পুরসভার ১৭ নম্বর ওয়ার্ডে দুটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরি করছি। এর মধ্যে বড়ডোবার সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি এদিন উদ্বোধন করা হয়। দ্বিতীয় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটি আগামী কয়েকদিনের মধ্যে সাতরায়চেঙ্গা স্কুলের মাঠে চালু করা হবে। সেখানে প্রাথমিক চিকিৎসা সহ বিভিন্ন ধরনের টেস্ট করা হবে এবং নিয়মিত ডাক্তারও বসবেন।'

ফালাকাটা পুরসভা সূত্রে খবর, পুরসভায় মোট পাঁচটি সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র চালু হবে। কয়েকটি ওয়ার্ডের সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রের যাবতীয় কাজ হয়ে গিয়েছে। বড়ডোবা সহ অন্য সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি এতদিন ভাড়াবাড়িতে চলত। সেখানে সব ধরনের পরিষেবা মিলছিল না। তবে নতুন যে সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলি বানানো হচ্ছে তা একেবারে আধুনিকমানের। দ্বিতল সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বেড সহ ল্যাবরেটরি থাকছে। এক কথায় হাসপাতালে এসে একজন রোগী যেসব প্রাথমিক পরিষেবা পান সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতেও তাই মিলবে। এদিন উদ্বোধন হওয়া সুস্বাস্থ্যকেন্দ্রটিতে শনিবার থেকে পরিষেবা মিলবে বলে জানানো হয়েছে। বড়ডোবায় সুস্বাস্থ্যকেন্দ্র উদ্বোধনে ফালাকাটা পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জয়ন্ত অধিকারী, বিএমওএইচ অতনু ভট্টাচার্য সহ অন্যরা উপস্থিত ছিলেন।

রংদার

অগ্নীশ্বর

সাদা অ্যাপ্রন পরা ওই মানুষগুলো অনেকের কাছেই ভগবান। বনফুলের 'অগ্নীশ্বর' ও তারাশঙ্করের 'আরোগ্যনিকেতন' উপন্যাসে তাঁরা অমর হয়ে উঠেছেন। ইদানীং তাঁরাই বঙ্গ সমাজে প্রধান আলোচনার কেন্দ্রে। প্রচ্ছদ কাহিনীতে তাঁদের কথা। কলম ধরলেন চার বিশিষ্ট চিকিৎসক।

প্রচ্ছদ কাহিনী : শেখর চক্রবর্তী, অমিতাভ চন্দ, সুকন্যা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পার্থসারথি ভট্টাচার্য

গল্প : যশোধরা রায়চৌধুরী

নিবন্ধ/১ : প্রয়াত সাহিত্যিক কমল চক্রবর্তীকে নিয়ে শোভন তরফদার

নিবন্ধ/২ : প্রয়াত পিয়ানো অ্যাকর্ডিয়ানিস্ট প্রতাপ রায়কে নিয়ে শান্তনু বসু

কবিতা : কৌশিকরঞ্জন খাঁ, উত্তম চৌধুরী, অর্পিতা ঘোষ পালিত, অমিতাভ সরকার, সুজাতা চৌধুরী, ঝুটন দত্ত ও গৌতম বাড়ই

পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির আঁচ পড়ছে প্রতিমায়

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : সামনেই দুর্গাপুজো। কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পীদের ব্যস্ততা তুঙ্গে। প্রতিমার অর্ডারও মিলছে। এবছর প্রতিমা তৈরির উপকরণের দাম বাড়ায় ক্ষুব্ধ মৃৎশিল্পীরা। তাঁরা জানালেন, খড়, কাঠ, বাঁশ, রংয়ের দাম বৃদ্ধির প্রভাব প্রতিমার দামেও পড়বে। এক হাজার খড়ের আটির দাম তিন হাজার টাকা থেকে পাঁচ হাজার টাকা হয়েছে। এমনকি প্রতিমা তৈরির অন্য জিনিসপত্রের দামও কুড়ি থেকে চল্লিশ শতাংশ বেড়েছে। মৃৎশিল্পী সংগঠনের জেলা সম্পাদক গোপাল পাল বলেন, 'প্রতিমার উপকরণের খরচ এবছর বেড়ে গিয়েছে। তাই প্রতিমার দামও বাড়বে।' মৃৎশিল্পীরা জানিয়েছেন, গত

বছরের তুলনায় চলতি বছরে প্রতিমা তৈরির উপকরণের বেশিরভাগ জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে। এক ট্রলি মাটির দাম গত বছরের তুলনায় প্রায় এক হাজার টাকা বেড়েছে। এছাড়াও খড়ের দাম সহ কাঠ, বাঁশের দামও বৃদ্ধি পেয়েছে। এমনকি কারিগরদের মজুরিও গত বছরের তুলনায় বেড়েছে। তাই মৃৎশিল্পীরা মনে করছেন, অন্য বছরের তুলনায় এবার প্রতিমা তৈরির খরচ অনেকটাই বাড়বে। মিত্র পাল নামে এক মৃৎশিল্পীর কথায়, 'সাধারণত প্রতিমা তৈরির খড়, মাটি আগেই কেনা হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় খড় নষ্ট হয়ে যায় বা ইঁদুর কেটে ফেলে। এখন নতুন করে খড় কিনতে প্রায় দ্বিগুণ দাম পড়ছে। ফলে প্রতিমার খরচও বৃদ্ধি পেয়েছে।'

বর্ষাকালে খড় পাওয়া যায় না। মজুত খড় বিক্রি করা হয়। প্রতিমা তৈরির জন্য খড়ের চাহিদা থাকলেও জোগান কম থাকায় দাম বৃদ্ধি পায়। এছাড়া ফসলের খেত সহ অন্য জায়গা জলমগ্ন থাকলে মাটিও সংগ্রহ করা যায় না। অনেকে মাটি মজুত করে রাখেন। তাঁদের থেকে চড়া দামে মাটি কিনতে হচ্ছে। গত বছর এক ট্রলি মাটির দাম ছিল আড়াই হাজার থেকে তিন হাজার টাকা। চলতি বছরে ওই মাটির দাম সাড়ে তিন হাজার থেকে চার হাজার টাকা হয়েছে। যানবাহন ভাড়াও আগের থেকে বেড়েছে বলে তাঁরা জানিয়েছেন। এর মধ্যেই চলছে গণেশ, বিশ্বকর্মা ও দুর্গা প্রতিমা তৈরির কাজ। এখন দেখার পুজোয় কেমন বাজার করতে পারেন কুমোরটুলির মৃৎশিল্পীরা।

১৯১২। নিউ ইয়র্ক সিটির ফিফথ অ্যাভিনিউ। ভোটাধিকারের দাবিতে নারীদের মিছিল চলেছিল এগিয়ে। সেই সময় এলিজাবেথ আর্ডেন নামের এক প্রসাধনী বিশেষজ্ঞ লাল লিপস্টিককে প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে ব্যবহার করেন। আর্ডেন নারীদের সমর্থনে তাঁর নিজস্ব সেলুনের সামনে দাঁড়িয়ে মিছিলে অংশগ্রহণকারী নারীদের ঠোঁটে লাল লিপস্টিক লাগিয়ে দেন। উপহার দেন লাল লিপস্টিক। তাঁর তৈরি 'রেড ডোর রেড' লিপস্টিকটি পরবর্তীকালে নারীদের জন্য আশা, শক্তি, ও আত্মবিশ্বাসের প্রতীক হয়ে ওঠে। এই আন্দোলনের ধারাবাহিকতায় ১৯২০ সালে মার্কিন নারীরা অর্জন করেছিলেন তাঁদের ভোটাধিকার।

লাল লিপস্টিক

'আমার প্রতিবাদের ভাষা'

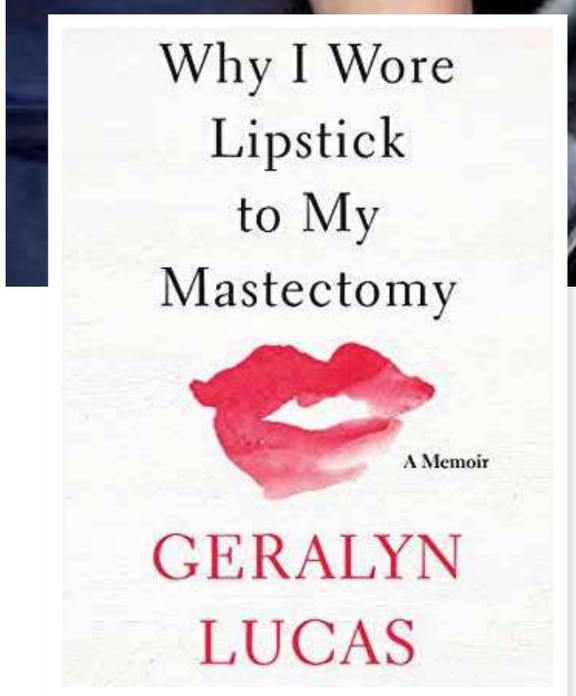

২০০৫। ক্যানসারজয়ী নারী পরিচালক জেরালিন লুকাস। তিনি তাঁর 'হোয়াই আই ওর লিপস্টিক টু মাই ম্যাসেকটমি' বইতে লাল লিপস্টিককে সাহসী নারীদের প্রতীক হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন। সেই সূত্র ধরেই বর্তমানে লাল লিপস্টিক প্রতিবাদের ভাষা হয়ে উঠেছে। যেমন ২০১৫ সালে মেসিডোনিয়ায় সরকারবিরোধী আন্দোলনে এবং ২০১৮ সালে নিকারাগুয়ায় গ্রেপ্তারদের মুক্তির দাবিতে লাল লিপস্টিক হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদের ভাষা।

মার্কিন নারীবাদী ব্লগার কেটি ভেলভেট। তিনি বলেন, লাল লিপস্টিক মাখলেই আমি সেইসব নারীদের কথা মনে করি, যারা একদিন ফিফথ এভিনিউয়ে দাঁড়িয়ে ভোটাধিকারের দাবি করেছিলেন। যাঁরা কর্তৃত্ববাদী সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন এবং দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিজয়ের পথে এগিয়ে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ও লাল লিপস্টিক নারীদের স্বদেশপ্রেম এবং মনোবল জাগিয়ে তোলার প্রতীক হয়ে উঠেছিল। লাল লিপস্টিককে ঘৃণা করতেন হিটলার। তাই মিত্রবাহিনীর দেশে ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে লাল লিপস্টিক অন্যতম প্রতীক।

নারী। নাড়ির বন্ধনের মতো বিভিন্ন প্রসাধনী। প্রিয় প্রসাধনীগুলোর মধ্যে লিপস্টিক অন্যতম। সৌন্দর্য-চর্চার অবিচ্ছেদ্য অংশ। নানা প্রসাধনী আসা-যাওয়ার পরও লিপস্টিক তার স্বকীয় অবস্থান ধরে রেখেছে। এর মধ্যে লাল লিপস্টিক নারীদের কাছে বিশেষ প্রিয়। ইতিহাসেও দেখা যায় লাল লিপস্টিকের বিশেষ গুরুত্ব। যেমন, প্রাচীন মিশরের রানি ক্লিওপেট্রা লাল রঙে তাঁর ঠোঁট সাজাতেন।

২০১৯। দেশটার নাম চিলি। যৌন নিপীড়নের প্রতিবাদে নারীরা নেমেছিলেন রাস্তায়। তাঁদের ঠোঁটে ছিল লাল লিপস্টিক। হ্যাঁ, এভাবেই প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন তাঁরা। রাচেল ফেল্ডার তাঁর বই 'রেড লিপস্টিক: অ্যান অডি টু আ বিউটি আইকন'-এ বলেন, লাল লিপস্টিক শুধু আত্মবিশ্বাসই বাড়ায় না, এটি একটি শক্তিশালী সাংস্কৃতিক অস্ত্রও। 'দ্য লিপস্টিক এফেক্ট' নামে একটি অর্থনৈতিক তত্ত্বও আছে, যা মনকে জাগিয়ে তুলতে লিপস্টিকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করে। যেমন, ২০০১ সালে নাইন-ইলেভেন হামলার পর আমেরিকায় লিপস্টিকের বিক্রি বেড়ে গিয়েছিল।

নারীদের রাগ সামলাবে এআই

'রেগে আগুন তেলে বেগুন'। মাঝে মাঝে হয়তো তেড়েও আসেন। সত্যিই তাই। বউ কিংবা প্রেমিকা রেগে গেলেই বিপত্তি। তবে এই সঙ্গিনীদের সামলাতে 'অ্যাংরি জিএফ' নামে একটি এআই চ্যাটবট এখন জনপ্রিয়তার শিখরে। আধুনিক যুগের সমস্যা সামলাতে হবে আধুনিক কায়দায়। একেবারে আধুনিক এআইভিত্তিক সমাধান। আসলে, এটি একটি মোবাইল অ্যাপ।

নারীর রাগ বা অভিমান হলে পুরুষ সঙ্গীরা অনেক সময় বুঝতেই পারেন না তাঁর রাগের কারণ। এরপর তাঁর ঠিক কী করা উচিত। নারীর রাগ আর অভিমান সামলানোর মতো প্রশিক্ষণ লাভ, সেও তো দুর্লভ। তাই এই অ্যাপটি আপনার কাজে এলেও আসতে পারে। এই চ্যাটবটের সঙ্গে আলাপ জমিয়ে ফেলুন। রেগে থাকা সঙ্গিনীকে সামাল দেওয়ার বিষয়ে ট্রেনিং ও পরামর্শ পাবেন।

রিলেশনশিপ অ্যাসিস্ট্যান্ট

চ্যাটবটে একটি গেমের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ নিতে পারেন আপনি। 'সুদিং কমপ্যানিয়ন'-এর সঙ্গে আলাপ করুন। প্রশিক্ষণ নিলে আপনি পরে সত্যিকার অর্থেই আপনার খুব রেগে যাওয়া স্ত্রী বা প্রেমিকাকেও শান্ত করতে পারবেন। বলাইবাহুল্য এই অ্যাপের সঙ্গিনী পুরোপুরি এআই দিয়ে তৈরি, সত্যিকারের কেউ না।

নিজেকে প্রশিক্ষণ দিতে পারবেন অ্যাপটি ডাউনলোড করে ভেতরে ভাঙা হৃদয় আকৃতির বাটন পাবেন। ট্যাপ করলেই মেনু খুঁজে পাবেন। এরপর সেখানে আপনার সঙ্গিনীর রেগে যাওয়ার কিছু সম্ভাব্য কারণ ক্লিক করার অপশন থাকব। এসব ক্ষেত্রভিত্তিক ক্ষেত্রে নিজেকে ট্রেনিং দিতে পারছেন। অ্যাপের ফ্রি ভার্সনে আপনি যেকোনও একটি পরিস্থিতি নির্বাচন করে নিজেকে ট্রেনিং দিতে পারেন। তবে এর জন্য কিছু খরচও করতে হবে আপনাকে। এই গেমে 'ফরগিভনেস বার' বা ক্ষমা নির্দেশক বারের মাধ্যমে আপনার সম্ভাব্য প্রচেষ্টার জন্য স্কোর দেওয়া হয়।

এআই গার্লফ্রেন্ডকে ০ থেকে ১০০ শতাংশ খুশি করার অপশন আছে। ১০টি সঠিক কথা বলার মাধ্যমে তাকে খুশি করতে হবে, এটাই খেলার নিয়ম। সেই সঙ্গে পরিস্থিতি ও সঙ্গিনীর মেজাজ বুঝে পা ম্যাসাজ করা, ফুল কিনে দেওয়া বা রাতের খাবার রান্না করার মতো কাজ করার সুযোগ আছে এই অ্যাপে। অভিনব এই এআই অ্যাপ তৈরি করেছেন মার্কিন ইনফ্লুয়েন্সার এমিলিয়া। ইতিমধ্যে কয়েক হাজারের বেশি পুরুষ এই নতুন অ্যাপ অ্যাংরি জিএফ এর চ্যাটবট ডাউনলোড ও ব্যবহার করে ফেলেছেন।

পেশোয়ারি চাপালি কাবাব

যা যা লাগবে

মুরগির মাংস ১/২ কেজি, টমেটো পাতলা করে কাটা ১০ পিস, পেঁয়াজ কুচি ২টি, কাঁচালংকা কুচি ৫/৬টি, কালো গোলমরিচ ১ চা-চামচ, ধনেগুঁড়ো ১/২ চা-চামচ, শুকনো লংকার ফালি ৪/৫টি, জিরেবাটা ২ চা-চামচ, রসুনকুচি ৪/৫ কোয়া, ধনেপাতা কুচি ১ টেবিল চামচ, পুদিনাপাতা কুচি ১/২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো, কর্নফ্লাওয়ার ১ টেবিল চামচ, ডিম ১টি, ভাজার জন্য তেল।

যেভাবে তৈরি করবেন

প্রথমেই মুরগির মাংস (হাড় ছাড়া) ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিন। এবার একটি পাত্রে মাংস নিয়ে তাতে এক-এক করে সব মশলা দিয়ে খুব ভালো করে মেখে ঢেকে ১ থেকে ২ ঘন্টা মতো ফ্রিজে রাখুন। ২ ঘণ্টা পর বের করে চ্যাপটা মতো করে একপাশে টমেটোর টুকরো লাগিয়ে বানিয়ে নিন মুরগির চাপালি কাবাব। এবার একটি প্যানে তেল দিয়ে মাঝারি আঁচে দুপাশ বাদামি করে ভেজে তুলুন মজাদার চাপালি কাবাব।

পথে ধর্ষণ, ক্যামেরাবন্দি পথচারীদের

উজ্জয়িনী, ৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতার আরজি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগে উত্তাল গোটা বাংলা। কলকাতা থেকে রাত দখলের রেশ ছড়িয়ে পড়েছে জেলায় জেলায়। তবে দেশের নানা প্রান্ত থেকে ধর্ষণ ও নারী নির্যাতনের খবরে যেন লাগাম পরানো যাচ্ছে না। যে তালিকায় নবতম সংযোজন মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী শহরের ভিড় রাস্তায় ধর্ষণের ঘটনা। ধর্ষককে ঠেকানোর চেষ্টা করার বদলে পথচারীদের ঘটনার ছবি-ভিডিও তুলতে দেখা গিয়েছে। এই সমাজে বসবাসকারী একটা শ্রেণির মানসিকতা চমকে দিয়েছে মনোবিদদের। ভয়ংকর ঘটনাটি ঘটেছে উজ্জয়িনীর ব্যস্ততম এলাকা কয়লা ফটকে।

ধর্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তার নাম লোকেশ। যারা সেদিন ধর্ষণের ঘটনাটি ভিডিও করেছিল তাদের কয়েকজনকেও চিহ্নিত করা হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, নির্যাতিতা রাস্তায় কাগজ ও প্লাস্টিক কুড়ানোর কাজ করেন। লোকেশকে তিনি আগে থেকে চিনতেন। অভিযুক্ত বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তাঁকে মদ খাইয়ে ধর্ষণ করেছে বলে নিগৃহীতা পুলিশকে জানিয়েছেন।

ধর্ষণের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। তারপরেই ঘটনার কথা জানতে পারে পুলিশ। ধর্ষিতাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে। ঘটনায় মধ্যপ্রদেশে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি নিয়ে শাসক বিজেপির বিরুদ্ধে তোপ দেগেছে কংগ্রেস।

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি জিতু পাটোয়ারি বলেন, 'পবিত্র শহর উজ্জয়িনী আবার কলঙ্কিত হল। মধ্যপ্রদেশের রাস্তায় এখন প্রকাশ্যে ধর্ষণ হচ্ছে। সরকার ও আইনের শাসন অবলুপ্ত হলেই এটা ঘটতে পারে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের শহরের যদি এই হাল হয় তাহলে রাজ্যের অবস্থা কেমন সেটা সহজেই অনুমান করা যায়।'

কংগ্রেসেই ভিনেশ-বজরং

নয়াদিল্লি ও চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর : কুস্তির দঙ্গল থেকে পাকাপাকিভাবে রাজনীতির আখড়ায় নেমে পড়লেন পদকজয়ী কুস্তিগির ভিনেশ ফোগট এবং বজরং পুনিয়া। শুক্রবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁরা কংগ্রেসে যোগ দেন। যোগদানের আগে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গের বাসভবনে গিয়ে দেখা করেন ভিনেশ এবং পুনিয়া। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক (সংগঠন) কেসি বেণুগোপালও।

আসন্ন হরিয়ানা বিধানসভা ভোটে তাঁদের প্রার্থী করা হতে পারে বলে সূত্রের খবর। ভিনেশ ফোগটকে চরকি দাদরি অথবা ঝুলানায় প্রার্থী করা হতে পারে। অপরদিকে বজরং পুনিয়াকে বদলি আসনে প্রার্থী করা হতে পারে। বুধবার লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন দুই কুস্তিগির। তখন থেকেই তাঁদের কংগ্রেসে যোগদানের জল্পনা প্রবল হয়। হরিয়ানায় ৫ অক্টোবর বিধানসভা ভোট। ১২ সেপ্টেম্বর মনোনয়ন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ।

তবে কংগ্রেসে যোগ দিলেও রেলের চাকরি ছাড়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। এদিন কংগ্রেসে যোগদানের আগে উত্তর রেলের ওএসডি পদে ইস্তফা দেন ভিনেশ এবং বজরং পুনিয়া দুজনেই। নিজের এক্স হ্যান্ডেলে সেকথা জানিয়ে রেলে তাঁর কার্যকালকে স্মরণীয় এবং গর্বের সময় বলে আখ্যা দেন ভিনেশ। কিন্তু সূত্রের খবর, তাঁদের ইস্তফা এখনও পর্যন্ত গ্রহণ করেননি রেল কর্তৃপক্ষ। কবে তা গ্রহণ করা হবে তা খোলসা করা হয়নি। রেলের তরফে জানানো হয়েছে যতদিন পর্যন্ত না তা হচ্ছে ততদিন ভিনেশ এবং পুনিয়া কোনও দলে যোগ দিতে পারবেন না কিংবা নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না। রেলের এই আচরণে ক্ষুব্ধ কংগ্রেস। তাদের অভিযোগ, রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করার জন্য ভারতীয় রেল ভিনেশকে একটি শোকজ নোটিশ পাঠিয়েছে। বেণুগোপাল বলেন, 'ভিনেশকে ভারতীয় রেল নোটিশ পাঠিয়েছে। ওঁদের অপরাধ কী? কারণ, ওঁরা রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছিলেন। গোটা দেশ ওঁদের সঙ্গে রয়েছে।'

কংগ্রেসে যোগদানের আগে মল্লিকার্জুন খাড়গের সঙ্গে ভিনেশ ফোগট ও বজরং পুনিয়া। শুক্রবার নয়াদিল্লিতে।

এদিন যোগদানের পর ভিনেশ বলেন, 'সময় যখন খারাপ যায় তখনই বোঝা যায় কারা সঙ্গে রয়েছে। আমার কুস্তির কেরিয়ারে যাঁরা আমাকে সমর্থন করেছেন তাঁদের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আশা করি, আমি তাঁদের প্রত্যাশা পূরণ করতে পেরেছি। যখন আমাদের রাস্তায় টেনেহিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তখন বিজেপি বাদে বাকি সমস্ত দল আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাদের যন্ত্রণা এবং কান্না বুঝতে পেরেছিল।' তাঁর কথায়, 'কংগ্রেসের মতো একটি দলের সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি গর্বিত। কারণ, তারা মহিলাদের বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহার এবং অবিচারের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে।'

অন্যদিকে বজরং পুনিয়াও ভিনেশের সুরে বিজেপিকে নিশানা করেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি মহিলা কুস্তিগিরদের সঙ্গে অবিচার করেছে। বিজেপি আইটি সেলের একমাত্র লক্ষ্য রাজনীতি করা। আমরা তো বিজেপি এবং তাদের মহিলা সাংসদদের আমাদের প্রতিবাদে শামিল হওয়ার আবেদন জানিয়েছিলাম। তখনও তাঁরা আমাদের পাশে দাঁড়াননি। কিন্তু কংগ্রেস দাঁড়িয়েছিল।'

মুম্বইয়ের সিদ্ধিবিনায়ক মন্দিরে পুজো দিতে ঢুকছেন দীপিকা পাড়কোন এবং তাঁর স্বামী রণবীর সিং। শুক্রবার। আর ক'দিন পরেই মা হচ্ছেন দীপিকা। রণবীর সাধারণ কুর্তা পরলেও দীপিকার পরনে ছিল সবুজ জমকালো বেনারসী। অভিনেতা-দম্পতির সঙ্গে ছিলেন দুই পরিবারের সদস্যরা।

পিএসি দ্রুত তলব করবে সেবি প্রধানকে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : সেবি চেয়ারপার্সন মাধবী পুরী বুচকে সংসদের পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (পিএসি) বৈঠকে তলব করা হতে পারে। সূত্রের খবর, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্টে সেবি এবং তার চেয়ারপার্সন মাধবীর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ নিয়ে আলোচনা করবে পিএসি। অভিযোগ উঠেছে, ঘুরপথে আদানিদের থেকে সুবিধা পেয়েছেন সেবি প্রধান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে স্বার্থের সংঘাতের অভিযোগ। পিএসির সামনে জোড়া অভিযোগের জবাব দিতে পারেন মাধবী।

২৯ অগাস্ট পিএসির বৈঠক হয়েছিল। কমিটির প্রধান কংগ্রেস সাংসদ কেসি বেণুগোপাল স্বতঃপ্রণোদিতভাবে সেবির ভূমিকা পর্যালোচনার বিষয়টি কমিটির আলোচনার তালিকায় রাখতে চেয়েছেন। কংগ্রেসের অভিযোগ, সেবির চেয়ারপার্সন থাকাকালীন আদানিদের শেল কোম্পানিতে অংশীদারিত্ব ছিল মাধবীর। তাঁর স্বামীরও অংশীদারিত্ব ছিল ওই সংস্থায়।

এছাড়া ২০১৭ থেকে '২১ পর্যন্ত সেবির স্থায়ী সদস্য হওয়া সত্ত্বেও আইসিআইসিআই ব্যাংক থেকে চার বছরে ১৬ কোটি টাকার বেশি বেতন গ্রহণ করেছেন মাধবী। চলতি মাসেই অন্তত ২টি বৈঠক রয়েছে পিএসি'র। সেপ্টেম্বরেই তাই মাধবী পুরী বুচকে ডেকে তাঁর জবানবন্দি নিতে চায় কমিটি।

কমলার হাসিতে মুগ্ধ পুতিন

মস্কো, ৬ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় বংশোদ্ভূত কৃষ্ণাঙ্গী কমলা হ্যারিসের হাসিতে মুগ্ধ রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আসন্ন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্র্যাটিক প্রার্থী কমলাকেই জয়ী হিসেবে দেখতে চান তিনি। একসময়ের 'বন্ধু' ডোনাল্ড ট্রাম্পের পরিবর্তে কমলাকে পছন্দের কারণ হিসেবে পুতিন বলেছেন, কমলার হাসির প্রকাশভঙ্গি সুন্দর। হেসে বুঝিয়ে দেন, সবকিছু ঠিক আছে। ৭১ বছরের ক্রেমলিন নেতা ভ্লাডিভোস্টকে আর্থিক ফোরামে বক্তব্য রাখার সময় কমলার নাম উল্লেখ করে বলেন, হ্যারিস তাঁর হাসি সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেন। হাসতে হাসতে পুতিন বলেছেন, 'আমরা তাঁকেই সমর্থন করব।'

পুতিন কমলার ইতিবাচক মানসিকতা উল্লেখ করে বলেছেন, 'আমার মনে হয় ক্ষমতায় এলে রাশিয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ থেকে বিরত থাকবেন কমলা। তবে শেষ রায় দেবেন মার্কিন জনগণ।' ট্রাম্পের আমলে রাশিয়ার ওপর প্রচুর নিষেধাজ্ঞা চাপানো হয়েছিল, যা আগে আর কোনও প্রেসিডেন্ট করেননি বলেও মন্তব্য করেছেন পুতিন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিক কয়েকটি সমীক্ষায় কমলা হ্যারিস এগিয়ে রয়েছেন রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে। বিশ্লেষকদের মতে, সেজন্য কমলাকে চাইছেন পুতিন। চলতি বছরের প্রথমদিকে পুতিন অভিজ্ঞতা ও দূরদর্শিতার কারণে বাইডেনকেই ফের মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে চেয়েছিলেন।

টিফিনে আমিষ, শিশুকে ঘাড়ধাক্কা

লখনউ, ৬ সেপ্টেম্বর : টিফিন বাক্সে আমিষ বিরিয়ানি নিয়ে যাওয়ার 'অপরাধে' স্কুল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হল এক বছর সাতেকের পড়ুয়াকে। ঘটনাটি উত্তরপ্রদেশের আমরোহা জেলার।

তৃতীয় শ্রেণির ওই ছাত্রের মা এই নিয়ে কথা বলতে গেলে বেসরকারি স্কুলের প্রিন্সিপাল তাঁকে স্পষ্ট বলেন, 'আমি এমন পড়ুয়াদের স্কুলে রাখতে পারব না, যারা বড় হয়ে মন্দির ভাঙতে পারে।' সেই জন্যই স্কুলের রেজিস্টার থেকে ওই ছাত্রের নাম কেটে দেওয়ার কথা তিনি জানিয়ে দেন।

ঘটনাটি গত সপ্তাহের হলেও ভিডিওটি সমাজমাধ্যমে ছড়ায় শিক্ষক দিবসে (৫ সেপ্টেম্বর)। তাতে দেখা যাচ্ছে, প্রিন্সিপাল বলছেন, স্কুলে আমিষ খাওয়ার মতো 'কুশিক্ষা' ছড়াতে চান না তিনি। ভিডিওতে 'অভিযুক্ত' শিশু সম্পর্কে একাধিক অবাঞ্ছিত মন্তব্য করতেও শোনা গিয়েছে তাঁকে।

যোগীর রাজ্যে এক স্কুলের ঘটনা

প্রিন্সিপালের অভিযোগ, শিশুটি নাকি মাঝেমধ্যেই স্কুলে বিরিয়ানি নিয়ে আসত এবং তা ভাগ করে দিত সহপাঠীদের মধ্যে। এছাড়া বন্ধুদের নাকি সে ধর্মান্তরিত হওয়ার পরামর্শ দিত! তাঁর আরও অভিযোগ, শিশুটিকে নিয়ে না কি অন্য অভিভাবকদের সমস্যা রয়েছে। অন্যদিকে শিশুর মায়ের দাবি, স্কুলে প্রায়ই শিশুটিকে মারধর ও হেনস্তা করা হত। অনেক কুকথা বলা হত, যা শিশুটির বোধগম্য হত না।

এই ঘটনা জানাজানি হতেই শোরগোল পড়ে যায়। দাবি উঠেছে ওই প্রিন্সিপালের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপের। প্রিন্সিপালের কড়া শাস্তির দাবি জানিয়ে আমরোহা মুসলিম কমিটি স্মারকলিপি দিয়েছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে। ইতিমধ্যে আমরোহার জেলা শাসকের নির্দেশে তিন সদস্যের কমিটি গড়ে তদন্ত শুরু করেছে জেলা স্কুল শিক্ষা দপ্তর।

ব্যাট করছেন 'গণেশ'। কিপারও তিনি। চেন্নাইয়ে শুক্রবার।

স্থিতিশীল ইয়েচুরি

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরির অবস্থা বর্তমানে স্থিতিশীল। শুক্রবার তাঁর শারীরিক অবস্থা নিয়ে এই তথ্য জানিয়েছে দল। সিপিএম পলিটব্যুরোর এক সদস্যের কথায়, 'সীতারাম আগের চেয়ে ভালো আছেন। তাঁর ক্রমশ উন্নতি হচ্ছে।' ১৯ অগাস্ট থেকে ইয়েচুরি এইমসে চিকিৎসাধীন। বৃহস্পতিবার রাতে তাঁকে ভেন্টিলেশনে রাখা হয়। ২২ অগাস্ট প্রয়াত বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের স্মরণসভায় তিনি সশরীরে উপস্থিত থাকতে পারেননি। হাসপাতাল থেকে ভিডিওবার্তা পাঠিয়েছিলেন। চিকিৎসকরা তাঁকে পর্যবেক্ষণে রেখেছে।

মণিপুরে রকেট হামলায় মৃত্যু

ইম্ফল, ৬ সেপ্টেম্বর : মণিপুরের বিষ্ণুপুর জেলার মোইরাংয়ে শুক্রবার রকেট হামলায় এক বয়স্ক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। ঘটনাস্থলেই মারা গিয়েছেন তিনি। জখম হয়েছেন পাঁচজন। সরকারি আধিকারিকরা জানিয়েছেন, সন্দেহভাজন কুকি জঙ্গিরা দুপুর সাড়ে ৩টে নাগাদ রকেটটি ছুড়েছে। রকেটটি এসে পড়ে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মাইরেমবাম কোইরেং-এর বাসভবন চত্বরে। তাতেই মারা গিয়েছেন আরকে রাবেই সিং নামে এক স্থানীয় বাসিন্দা। আহতদের একজন নাবালক।

সুপ্রিম কোর্টে মুখ পুড়ল সন্দীপের

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে আর্থিক দুর্নীতির মামলায় প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দিল শীর্ষ আদালত। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট বলেছে, এই ধরনের কোনও আবেদন করার অধিকারই নেই অভিযুক্তের।

আরজি করে আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। সেই রায়কে চ্যালেঞ্জ করে সন্দীপ সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। তাঁর যুক্তি ছিল, হাইকোর্ট তাঁর বক্তব্য না শুনেই একতরফা রায় দিয়েছে। শুক্রবার সন্দীপের আবেদন খারিজ করে দেয় প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্রের বেঞ্চ।

এদিন প্রধান বিচারপতির বেঞ্চ জানিয়েছে, আরজি করে আর্থিক দুর্নীতি নিয়ে জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে হাইকোর্টের নজরদারিতে তদন্ত চলছে। সিবিআই তদন্তের ওপর এখনই তারা হস্তক্ষেপ করছে না। এই ঘটনার তদন্ত যে স্বচ্ছভাবে হচ্ছে, তা নিশ্চিত করতে হবে কলকাতা হাইকোর্টকে।

সন্দীপের আইনজীবী মীনাক্ষী অরোরা বলেন, 'আমার মক্কেল তদন্তের বিরোধী নন। কিন্তু আরজি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ এবং খুনের ঘটনার সঙ্গে আমার মক্কেলের কোনও সম্পর্ক নেই। শুধু দুর্নীতির মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ রয়েছে। তাহলে জনস্বার্থ মামলায় কেন তাঁর নাম এল? কর্তব্যে গাফিলতি এবং আর্থিক দুর্নীতির দুটি অভিযোগের প্রেক্ষিতে আলাদাভাবে তদন্ত করা উচিত সিবিআইয়ের।'

সুপ্রিম রায়

- একজন আসামি হিসাবে জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই নেই আপনার
- সিবিআই সবে তদন্ত শুরু করেছে। তারা তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দেবে। এখনই তদন্তে হস্তক্ষেপ নয়
- কলকাতা হাইকোর্ট প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। তাছাড়া অভিযুক্ত বা আদালত কেউই সিবিআইকে বলতে পারে না যে, তদন্ত কীভাবে করতে হবে
- আখতার আলিকে আদালত ক্লিনচিট দেয়নি

প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড় বলেন, 'একজন আসামি হিসাবে জনস্বার্থ মামলায় হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকারই নেই আপনার।'

এদিন হাইকোর্টের কিছু মন্তব্যকে 'ক্ষতিকারক' বলে অভিযোগ করেন সন্দীপের আইনজীবী। জবাবে প্রধান বিচারপতি বলেন, সিবিআই সবে তদন্ত শুরু করেছে। তারা তদন্তের অগ্রগতির রিপোর্ট দেবে। হাইকোর্ট শুধু তার প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ জানিয়েছে। তাছাড়া অভিযুক্ত বা আদালত কেউই সিবিআইকে বলতে পারে না যে, তদন্ত কীভাবে করতে হবে।

সন্দীপের বিরুদ্ধে হাসপাতালের জৈব বর্জ্য নিয়ে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন আরজি করের প্রাক্তন ডেপুটি সুপার আখতার আলি। আদালতে তাঁর প্রসঙ্গ উঠলে চন্দ্রচূড় বলেন, আখতারকেও আদালত ক্লিনচিট দেয়নি।

সন্দীপের আবেদন সুপ্রিম কোর্ট খারিজ করার পরেই এক্স পোস্টে তাঁকে খোঁচা দিয়ে তৃণমূলের রাজ্যসভা সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় লেখেন, 'জনস্বার্থ মামলায় নাক গলানোর কোনও অধিকার অভিযুক্তের নেই। সুপ্রিম কোর্ট সিবিআই হেপাজতে থাকা সন্দীপ ঘোষের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে।'

৩৭০ ধারা অতীত, কাশ্মীরে বার্তা শা-র

শ্রীনগর, ৬ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল কনফারেন্স সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ ফিরিয়ে আনার কথা বলে ভোটে নামলেও তার সম্ভাবনা একেবারেই নেই বলে জানিয়ে দিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। শুক্রবার তিনি সাফ বলেছেন, 'আমি গোটা দেশের কাছে পরিষ্কার জানিয়ে দিতে চাই, ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ এখন ইতিহাস। আর কখনও ওই অনুচ্ছেদ ফিরে আসবে না।' জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য বিজেপির নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করেন শা। তাতে পাঁচ লক্ষ চাকরি, নতুন পর্যটন হাবের মতো একাধিক রঙিন প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'যখনই ভারত এবং জম্মু ও কাশ্মীরের ইতিহাস লেখা হবে, তখন ২০১৪ থেকে ২০২৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ের কথা সোনালি অক্ষরে লেখা থাকবে।'

ন্যাশনাল কনফারেন্সের নির্বাচনি ইস্তাহারকে নিশানা করে শা বলেন, 'আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, কীভাবে একটি রাজনৈতিক দল ওইরকম নির্বাচনি ইস্তাহার প্রকাশ করে এবং কীভাবে কংগ্রেসের মতো একটি সর্বভারতীয় দল সেটিকে নিঃশর্তভাবে সমর্থন করতে পারে? রাহুল গান্ধি এবং কংগ্রেস ন্যাশনাল কনফারেন্সের অ্যাজেন্ডাকে সমর্থন করে কি না সেটা স্পষ্ট করার জন্য আমি ওঁর কাছে আর্জি জানাচ্ছি।' বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোষণের রাজনীতি এবং বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য দায়ী বলেও তোপ দেগেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। জম্মু ও কাশ্মীরে ১৮ সেপ্টেম্বর, ২৫ সেপ্টেম্বর এবং ১ অক্টোবর তিন দফায় বিধানসভা ভোট।

ভোটে জিততে রঙিন প্রতিশ্রুতির বন্যা বিজেপির

এদিন শা বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীর ১৯৪৭ সাল থেকেই আমাদের হৃদয়ের খুব কাছে রয়েছে। এই অঞ্চল ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল, আছে এবং থাকবে।'

টিকিট না পেয়ে কান্না বিজেপি নেতাদের

চণ্ডীগড়, ৬ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনে টিকিট না পেয়ে একজন কান্নায় ভেঙে পড়লেন। অপর ব্যক্তির ব্যবহারে ফুটে উঠল অভিমান। প্রথমজন হরিয়ানার প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক শশীরঞ্জন পারমার। দ্বিতীয় ব্যক্তি করণদেব কামবোজ। শশীরঞ্জন কাঁদতে কাঁদতে বলেছেন, 'এখন আমার কী হবে। এমনটা হবে আমি কল্পনাও করিনি।'

অন্যদিকে ক্ষুব্ধ করণদেব মেজাজ হারিয়ে মুখ্যমন্ত্রী নায়েব সিং সাইনির সঙ্গে হাত মেলালেন না। কয়েকটি ভিডিওতে এমন ছবি দেখা গিয়েছে। হরিয়ানায় বিজেপির প্রার্থী তালিকায় অনেক নেতার নাম নেই। টিকিট না পেয়ে কেউ প্রকাশ্যে কেউ ঘনিষ্ঠ মহলে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। করণেদেব বিজেপি ওবিসি মোর্চার প্রধানের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। নির্বাচন ৫ অক্টোবর। সবমিলিয়ে হরিয়ানার রাজনীতি জমজমাট।

ওনাম উৎসবের শুরুতে পুলিক্কালি নৃত্য পরিবেশনে ব্যস্ত শিল্পীরা। শুক্রবার কোচিতে।

মোদিকে পরোক্ষে কটাক্ষ ভাগবতের

পুনে, ৬ সেপ্টেম্বর : লোকসভা ভোটের প্রচারে নিজেকে ভগবানের পাঠানো দূত বলে দাবি করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেছিলেন, 'আমার জন্ম জৈবিকভাবে হয়নি। নির্দিষ্ট কিছু কাজের জন্য ঈশ্বর আমায় পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন।' তারপর থেকেই রাহুল গান্ধি, জয়রাম রমেশের মতো কংগ্রেস নেতারা মোদিকে নিশানা করতে গিয়ে 'অজৈবিক প্রধানমন্ত্রী' শব্দটি ব্যবহার করছেন। এবার তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য করেছেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের প্রধান মোহন ভাগবত। বুধবার পুনেতে বিশিষ্ট স্বেচ্ছাসেবী শংকর দিনকর কানের স্মরণে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে কোনও ব্যক্তিবিশেষের নিজেকে ঈশ্বর ঘোষণা করা উচিত নয় বলে জানিয়েছেন তিনি। যদিও নির্দিষ্ট করে কারও নাম উল্লেখ করেননি ভাগবত। সংঘপ্রধানের 'বার্তা' নিয়ে জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে নানা মহলে।

পুনেতে এক অনুষ্ঠানে ভাগবত বলেন, 'আমরা ভগবান হব কি না সেই সিদ্ধান্ত জনগণই নেবে। আমাদের নিজেদের ঈশ্বর ঘোষণা করা উচিত নয়।' তিনি আরও বলেন, 'কিছু লোক মনে করেন শান্ত হওয়ার পরিবর্তে আমাদের বজ্রপাতের মতো আলোকিত হওয়া উচিত। কিন্তু বজ্রপাতের পর অন্ধকার আগের থেকে গাঢ় হয়ে যায়। তাই কর্মীদের প্রদীপের মতো জ্বলে থাকতে হবে।' ১৯৭১ পর্যন্ত মণিপুরে শিশুদের উন্নতির জন্য কাজ করেছিলেন শংকর দিনকর কানে। মণিপুরি পড়ুয়াদের মহারাষ্ট্রে নিয়ে এসে পড়াশোনার ব্যবস্থা করেছিলেন তিনি।

'ঈশ্বর কে, ঠিক করবে জনতা'

কানের অবদানের কথা বলতে গিয়ে মণিপুরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ভাগবত। তাঁর কথায়, 'মণিপুরের বর্তমান পরিস্থিতি খুবই জটিল। নিরাপত্তার কোনও গ্যারান্টি নেই। বাসিন্দারা নিজেদের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। যাঁরা ব্যবসা বা সামাজিক কাজের সূত্রে সেখানে গিয়েছেন, তাঁদের জন্য পরিস্থিতি আরও বেশি কঠিন। সংঘের স্বেচ্ছাসেবকরা দৃঢ়ভাবে অবস্থান করছেন, পরিস্থিতি শান্ত করার চেষ্টা করছেন তাঁরা।'

বিজেপিকে কোভিড তির সিদ্দারামাইয়ার

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির অভিযোগের জবাবে পালটা দুর্নীতির অভিযোগে উত্তাল কর্ণাটকের রাজনীতি। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়ার বিরুদ্ধে মুডা কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছিল পদ্ম শিবির। জবাবে করোনা মোকাবিলার জন্য পাঠানো কোটি কোটি টাকা নয়ছয়ের অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে তুলল কংগ্রেস। শুক্রবার বিচারপতি জন মাইকেল ডিকুনহার একটি প্রিলিমিনারি রিপোর্ট রাজ্য মন্ত্রীসভায় খতিয়ে দেখা হয়। তাতে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া জানিয়েছেন, বিএস ইয়েদুরাপ্পা মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন করোনা তহবিলে বিপুল দুর্নীতি হয়েছিল। রাজ্যে সেইসময় ১৩০০০ কোটি টাকার তহবিল পাঠানো হয়েছিল। তার মধ্যে ১০০০ কোটি টাকা গায়েব হয়ে গিয়েছে। একইসঙ্গে কোভিডকালে একাধিক নথি উধাও বলে তিনি অভিযোগ করেছেন।

আলুবীজে স্বনির্ভর হওয়ার স্বপ্ন

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলায় এই প্রথম গ্রিনহাউসে এপিকাল রুট কাটিং (এআরসি) পদ্ধতিতে আলুর চারা তৈরির উদ্যোগ নিয়েছে কৃষি দপ্তর। জেলার পশ্চিম নারায়ণথলি গ্রামে সামনের সেপ্টেম্বর মাস থেকে গ্রিনহাউসে আলুর চারা তৈরির কাজ শুরু হবে।

কৃষি দপ্তরের কৃষ্ণনগরের ল্যাবরেটরি থেকে টিস্যু কালচারের আলুর চারা জেলার গ্রিনহাউসে আসবে। সেই চারা থেকে এআরসি পদ্ধতিতে চলতি বছর জেলায় গ্রিনহাউসে ১ লক্ষ ৬০ হাজার আলুর চারা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে কৃষি দপ্তর। জেলায় ৩৯টি নেট হাউস গড়ে তোলা হয়েছে। সেখানে এআরসি পদ্ধতিতে তৈরি চারা আলুবীজ তৈরির জন্য পাঠানো হবে। নীরোগ উন্নতমানের আলুবীজ উৎপাদন করে কম খরচে চাষিদের সেই বীজের চাহিদা পূরণ করতেই জেলা কৃষি দপ্তর এই উদ্যোগ নিয়েছে। জেলা কৃষি দপ্তরের ডেপুটি ডাইরেক্টর নিখিলকুমার মণ্ডল বলেন, 'জেলায় প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়। ভিনরাজ্যের আলুবীজের উপর জেলার চাষিদের নির্ভর করতে হয়। গ্রিনহাউস ও নেট হাউসে শেডের মাধ্যমে জেলাতেই নীরোগ আলুবীজ তৈরির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কয়েক বছরের মধ্যে স্বল্পমূল্যে জেলার চাষিরা আলুবীজ কিনতে পারবেন।'

আলিপুরদুয়ার জেলার অধিকাংশ আলুচাষিকে হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তরপ্রদেশের তৈরি আলুবীজের উপর নির্ভর করতে হয়। চাষের মরশুমে চড়া দামে বীজ কেনায় শুরুতেই চাষের খরচ বেড়ে যায়। ফলে আলুচাষিরা অনেক বছর আলু চাষ করে লাভের মুখ দেখতে পান না। তবে কৃষি বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে জেলায় উৎপাদিত আলুবীজে সিংহভাগ চাহিদা মেটানো সম্ভব হবে।

কৃষি দপ্তরের হাইটেক সিড প্রোডাকশন প্রকল্পের ডিস্ট্রিক্ট কোঅর্ডিনেটর অম্লান ভট্টাচার্য বলেন, 'কুমারগ্রামের পশ্চিম নারায়ণথলি ফার্মার্স প্রোডিউসার কোম্পানির সদস্যদের কৃষ্ণনগরে ল্যাবরেটরিতে আলুর চারা তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। দপ্তরের সহযোগিতায় প্রশিক্ষিত চাষিরাই গ্রিনহাউসে আলুর চারা তৈরি করবেন। গ্রিনহাউসে তৈরি চারা জেলার ৩৯টি নেট হাউসে আলুবীজ তৈরির জন্য রোপণ করা হবে।'

দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, কুফরি জ্যোতি, কুফরি হিমালিনি, কুফরি চন্দ্রমুখী, কুফরি সুখ্যাতি জাতের আলুর চারা এখানে তৈরি হবে। নেট শেডে জি জিরো আলুবীজ তৈরি হবে। নেট হাউসের বাইরে পরবর্তী তিনটি জেনারেশনের আলুবীজ উৎপাদন করা হবে। গ্রিনহাউস ও নেট হাউস তৈরিতে রাজ্য সরকার অনুদান দেবে। গত তিন বছর রাজ্যের অন্য জেলা থেকে আলুর চারা এনে জেলায় বীজ উৎপাদন শুরু হলেও গ্রিনহাউস গড়ে জেলাতেই আলুর চারা উৎপাদন এবছরই প্রথম হচ্ছে। কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় তৈরি ওই আলুবীজ কিনতেও সরকারি অনুদান পাবেন চাষিরা।

পশ্চিম নারায়ণথলির এফপিসির চেয়ারম্যান সঞ্জয় রায় বলেন, 'গত তিন বছরে কৃষি দপ্তরের সহযোগিতায় আমরা ৬ জন চাষি কৃষ্ণনগরে গিয়ে গত তিন বছর প্রশিক্ষণ নিয়েছেন। এআরসি পদ্ধতিতে গ্রিনহাউসে ৩০০০ চারা থেকে প্রায় ২ লক্ষ চারা আমরা তৈরি করব। সেজন্য গ্রিনহাউসে তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা সহ অন্যান্য কৌশল সম্পর্কে শেখানো হয়েছে।'

এআরসি পদ্ধতিতে আলুর বীজ উৎপাদন। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

কী কী হবে

- গ্রিনহাউসে ১ লক্ষ ৬০ হাজার আলুর চারা তৈরির লক্ষ্যমাত্রা
- জেলায় ৩৯টি নেট হাউস গড়ে তোলা হয়েছে
- সেখানে এআরসি পদ্ধতিতে তৈরি চারা আলুবীজ তৈরির জন্য পাঠানো হবে
- জেলায় প্রায় ২০ হাজার হেক্টর জমিতে আলু চাষ হয়
- আপাতত ভিনরাজ্যের আলুবীজেই ভরসা করতে হয়

চুক্তিতে আপত্তি রাজ্যের

তিস্তার জল নিয়ে কথা চান ইউনূস

ঢাকা ও কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : বন্যা থেকে বাণিজ্য, নানা ইস্যুতে ভারত-বিরোধী জিগির তোলা বাংলাদেশে নতুন নয়। ঢাকায় পালাবদলের পর সেই প্রবণতা আরও তীব্র হয়েছে। ক্ষমতায় আসার পর থেকে ভারতকে 'কড়া বার্তা' দেওয়ার চেষ্টা করছে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের একাধিক উপদেষ্টা ইতিমধ্যে ভারত-বিরোধী বয়ান জারি করেছেন। এবার ইস্যু ভিত্তিক আলোচনায় ভারতের সামনে জোরালো ভাবে দাবি-দাওয়া পেশের কথা জানিয়েছেন খোদ ইউনূস।

রাজ্যের সেচমন্ত্রী মানস ভুঁইয়া বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগেই জানিয়ে দিয়েছেন যে, তিস্তার জল বণ্টন হলে উত্তরবঙ্গ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। রাজ্যের ক্ষতি করে কোনওভাবেই এই চুক্তি হতে দেওয়া যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারকে আমরা সেই কথা জানিয়ে দিয়েছি।'

সম্প্রতি ভারতের এক সংবাদ সংস্থাকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ সরকারের প্রধান উপদেষ্টা তিস্তা জলচুক্তি নিয়ে সরব হয়েছেন। ইউনূস বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করার বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দূর করার রাস্তা খুঁজতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার।' তিস্তা জলচুক্তি দীর্ঘদিন ঝুলে থাকায় কোনও পক্ষের লাভ হচ্ছে না বলে জানিয়েছেন ইউনূস। দিনকয়েক আগে বাংলাদেশের জলসম্পদ বিষয়ক উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান বলেছিলেন, 'তিস্তা চুক্তির জন্য ভারতের ওপর চাপ সৃষ্টি করবেন তাঁরা। নিম্ন প্রবাহের দেশ হিসাবে আন্তর্জাতিক নীতি মেনে জলের দাবি জানাবে ঢাকা।' তিস্তা নিয়ে আলোচনার কথা বললেও হাসিনার 'চাপ সৃষ্টি' শব্দবন্ধের পুনরাবৃত্তি এড়িয়ে গিয়েছেন ইউনূস। তাঁর কথায়, 'চাপ শব্দটি একটি ভিন্ন তাৎপর্য বহন করে। আমি এটা ব্যবহার করছি না। আমরা আলোচনা করব। একসঙ্গে বসে এই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজব।'

২০১১-য় তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের ঢাকা সফরের সময় তিস্তা জলচুক্তি স্বাক্ষরের বিষয়টি কার্যত নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু চুক্তি নিয়ে আপত্তি জানান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন, বছরের অনেক সময় তিস্তায় এমনিতেই জলের পরিমাণ কম থাকে। এই পরিস্থিতিতে বাংলাদেশকে বিপুল পরিমাণ জল সরবরাহের বাধ্যবাধকতা থাকলে উত্তরবঙ্গে জলসংকট দেখা দেবে। কৃষিব্যবস্থা ভেঙে পড়ার পাশাপাশি এখানকার জেলাগুলিতে পানীয় জলের ঘাটতি দেখা দিতে পারে বলেও উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজ্যের আপত্তি উপেক্ষা করে বাংলাদেশের সঙ্গে চুক্তি স্বাক্ষরের পথে হাঁটেনি তৎকালীন ইউপিএ সরকার। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর বাংলাদেশের সঙ্গে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হলেও তিস্তা জলবণ্টন চুক্তি বাস্তবায়িত হয়নি।

সেদিকে ইঙ্গিত করে ইউনূস বলেন, 'এটা কোনও নতুন বিষয় নয়। অনেক পুরোনো ব্যাপার। আমরা বিভিন্ন সময় এই নিয়ে কথা বলেছি। আমরা চুক্তি করতে রাজি ছিলাম। ভারত সরকারও তৈরি ছিল। কিন্তু সেইসময় পশ্চিমবঙ্গ সরকার চুক্তির বিষয়ে সম্মতি দেয়নি। আমাদের এই সমস্যার সমাধান করতে হবে।'

প্রায় প্রত্যেক বন্যায় বাংলাদেশে ভারতকে দায়ী করার প্রবণতা দেখা গেলেও ইউনূসের বক্তব্যে তেমন কোনও ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। প্রধান উপদেষ্টা বলেন, 'ভারতের রাষ্ট্রদূত যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন তাঁকে বলেছিলাম, বন্যা পরিস্থিতিকে কী করে আরও ভালোভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় সেই ব্যাপারে দুই দেশের পারস্পরিক সহযোগিতা প্রয়োজন। আমাদের মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে। এজন্য আলাদা করে কোনও চুক্তির দরকার নেই।'

> দীর্ঘদিন ধরে তিস্তা চুক্তি সম্পন্ন করার বিষয়টি ঝুলে রয়েছে। এ ব্যাপারে মতপার্থক্য দূর করার রাস্তা খুঁজতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করবে অন্তর্বর্তী সরকার।
>
> মুহাম্মদ ইউনূস

নারীবিদ্বেষ আমার ঘরে

প্রথম পাতার পর

সবাই বলছেন দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। নির্ভয়ার ধর্ষণ-খুনে অপরাধীদের ফাঁসি তো দৃষ্টান্তমূলক শাস্তিই ছিল। তার পরেও কলকাতার অভয়া খুন-ধর্ষণের শিকার হলেন। নির্ভয়া আইন ছিল, তারপরেও রাজ্যে অপরাজিতা বিল গ্রহণ করল বিধানসভা। সেটা যথেষ্ট তো? আমরা কি নিশ্চিন্ত, আমাদের আর কোনও সন্তানকে এই নৃশংস অপরাধের বলি হতে হবে না?

'কি করে খুলবে মৃত্যু ঠেকানো দ্বার/ এই মুহূর্তে জবাব দেবে কি তার?'

শত্রু আসলে আমাদের ঘরে। ধর্ষণের অপরাধীরা ভিনগ্রহের কেউ নয়। তারা আমাদের কারও প্রতিবেশী, কারও আত্মীয়। এই দুষ্কৃতীদের নিকেশ করার দায়িত্ব আমাদের, সমাজের। একদিন-দু'দিন-তিনদিন রাত দখলে নারীর প্রত্যয়, আত্মবিশ্বাস তৈরি হতে পারে। দুর্বৃত্তদের যে তাতে কিছু আসে যায় না, ইতিমধ্যে তা স্পষ্ট। দানব যে আমাদের ঘরেই।

রাত দখল থেকে কি পথ চলার পরবর্তী কর্মসূচি হতে পারে না, ...প্রতিজ্ঞা প্রস্তুত ঘরে ঘরে,/ দানবের সাথে আজ সংগ্রামের তরে। নারী তুমি অর্ধেক আকাশ বলে শুধু কাব্য করে লাভ নেই। লিঙ্গ পরিচয় ছাপিয়ে যতক্ষণ নারীকে মানুষের মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত না করা যাবে, ততক্ষণ বৃথা নারীশক্তির পুজো। দুর্গা অসুর নিধন করেন। দানবকে উৎপাটিত করার ধারণা, বিশ্বাস মনের গভীরে প্রোথিত করার দায় সমাজেরই।

সেই উৎপাটন নিশ্চিত হলে কোনও সরকার, কোনও ক্ষমতাবানের মুরোদ হবে না ধর্ষককে আড়াল করার। ধর্ষণ ক্ষমতার সঙ্গে জড়িয়ে যাবে না। সেদিন উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে অধ্যক্ষের কাছে এক ছাত্রী অভিযোগ করেছেন, স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ করেছিলেন বলে তাঁকে ধর্ষণের হুমকি দেওয়া হয়েছে। বলুন না, শুনে কান্না দলা পাকিয়ে যায় না গলায়। কে দেবে ওই ছাত্রীকে জাস্টিস? সরকার, প্রশাসনের নীরবতা আমার্জনীয় অপরাধ।

কিন্তু নিজের কাছেও জাস্টিস চাওয়ার দিন আজ।

কবি সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথায়, 'টুকরো টুকরো করে ছেঁড়ো তোমার/ অন্যায় আর ভীরুতার কলঙ্কিত কাহিনী।' আমাদের মাঝে লুকিয়ে যে নারীবিদ্বেষ, নারীর প্রতি অসম্মানের মনোভাব, তার বিনাশ করতে না পারলে আমরা জাস্টিস চেয়েই যাব। কিন্তু নিষ্ফল হবে সব। ঘটা করে দুর্গার পুজো করব আর পুজোর মেলায় বেড়াতে গিয়ে শ্লীলতাহানি হবে আমার সন্তানের।

যতই কড়া আইন থাক, পুলিশ যতই তৎপর থাক, সমাজের আনাচে-কানাচে গেড়ে বসে থাকা নারীকে মাংসপিণ্ড ভাবার ভাবনাকে নির্মূল করতে না পারলে সব বিফল। সরকারকে জন আন্দোলনে বাধ্য করা যায়।

বাংলাদেশে বাধ্য করেছে শেখ হাসিনাকে সরে যেতে। কিন্তু ঘরের মধ্যে জমে থাকা অন্যায়ের নিকেশ দরকার সর্বাগ্রে। জাস্টিস চাই স্লোগানের সঙ্গে তাই আজ বড় দরকার সেই প্রত্যয়, 'আজ আর বিমূঢ় আস্ফালন নয়...।'

ডেরা বিরূপাক্ষের

প্রথম পাতার পর

মদন মিত্র একাধিকবার ফোন করে ওদের ঝামেলা মেটাতে বলেছিলেন।' বিরূপাক্ষর বাড়ির সমস্যা মেটাতে ফোন আসত দলের ছাত্র নেতাদের কাছেও। শুধু তাই নয়, অভিযোগ, তাদের বাড়িতে ভাড়াটিয়া জোগাড় করে দেওয়ার জন্য দলের ছাত্র নেতাদের ফোন করে চাপ দিতেন বিরূপাক্ষ। সূত্রের খবর, কয়েকমাস আগে মাটিগাড়ার একটি হোটেলে শিলিগুড়ির প্রভাবশালী এক ব্যক্তির আত্মীয়কে মেডিকেলে ভর্তি করিয়ে দেওয়ার জন্য বৈঠক করেছিলেন বিরূপাক্ষ। সেখানে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজের দুই পদস্থ আধিকারিকও উপস্থিত ছিলেন।

মমতার নির্দেশের পরেও অবৈধ খাদান, ক্র্যাশার

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বারবার নির্দেশের পরেও বন্ধ হয়নি অবৈধ খাদান ও পাথর ক্র্যাশার। সোমবার নবান্ন সভাঘরে বিশেষ প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তার আগে বৃহস্পতিবার বিকালেই প্রতিটি জেলা শাসকের কাছে এই নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল। শুক্রবার দুপুরের মধ্যে ওই রিপোর্ট নবান্নে পৌঁছেছে। তাতে দেখা গিয়েছে, অধিকাংশ জেলা শাসকই স্বীকার করে নিয়েছেন, কিছু কিছু এলাকায় সরকারি নির্দেশ অমান্য করে ওই ক্র্যাশার ও খাদান চলছে। প্রশাসন এই নিয়ে মাঝেমধ্যে অভিযান চালালেও তা বন্ধ করা যায়নি। সেই কারণেই সোমবার প্রশাসনিক বৈঠকে জেলা ও রাজ্য প্রশাসনের কিছু কর্তা যে মুখ্যমন্ত্রীর তোপের মুখে পড়বেন তা স্পষ্ট। মূলত উত্তরবঙ্গের ক্র্যাশার ও খাদান নিয়েই মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসনিক কর্তাদের সতর্ক করেছেন। কিন্তু সেখানে কোনও পদক্ষেপ করা হয়নি। জলপাইগুড়ির জেলা শাসক নবান্নে পাঠানো রিপোর্টে জানিয়ে দিয়েছেন, অধিকাংশ বেআইনি ক্র্যাশার ও খাদান বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু চেল ও ঘিস নদীর ওপরে ওদলাবাড়িতে কয়েকটি অবৈধ ক্র্যাশার ও খাদান চলছে। জুন থেকে সেপ্টেম্বর মাস পর্যন্ত বর্ষার জন্য নদীতে ক্র্যাশার ও খাদান বন্ধ রাখার নির্দেশ রয়েছে সরকারের। কিন্তু সেই নির্দেশ অমান্য করে রাতের অন্ধকারে জেসিবি নামিয়ে বালি খাদান ও ক্র্যাশার চলছে। সেখানে বোল্ডার মজুত করা হচ্ছে। রাত প্রশাসনের কর্তারা স্বীকার করেছেন, দিনে ক্র্যাশার বন্ধ থাকলেও রাতের অন্ধকারে তা চলছে। রাতে ওই এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালাতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ভর্তি নিল না আরজি কর, মৃত্যু তরুণের

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর মেডিকেল কলেজে জানিয়ে দিল, চিকিৎসক নেই। ভর্তি করা যাবে না। দুর্ঘটনায় জখম রোগী ততক্ষণে প্রবল রক্তক্ষরণে ঝিমিয়ে পড়েছেন। কিন্তু মেডিকেল কলেজ থেকে বলা হল, অন্য হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু চিকিৎসার আর সুযোগই মিলল না। সকাল ৯টা থেকে আরজি করের সামনে বিনা চিকিৎসায় পড়ে থেকে দুপুর ১২টায় মৃত্যু হল ওই তরুণের।

শুক্রবার ভোরে কোন্নগরের বেঙ্গল ফাইন মোড়ে পায়ের ওপর দিয়ে লরি চলে যাওয়ায় জখম হয়েছিলেন তিনি। বিক্রম ভট্টাচার্য নামে ওই তরুণকে প্রথমে শ্রীরামপুর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। কিন্তু শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটায় তাঁকে কলকাতার হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেন সেখানকার চিকিৎসকরা। পরিবার এরপর বিক্রমকে আরজি করে নিয়ে যায়। পরিবারের অভিযোগ, এখানে আউটডোর, আরেকবার ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয় ওই তরুণকে। কিন্তু ভর্তি নেওয়া হয়নি। সকাল ৯টা থেকে বেলা ১২টা পর্যন্ত ওভাবেই পড়েছিলেন তিনি। হাসপাতালের তরফে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, কোনও চিকিৎসক না থাকায় ভর্তি করা যাবে না। শেষপর্যন্ত ক্রমাগত রক্তক্ষরণে মৃত্যু হয় ২৮ বছরের তরুণের। বিবেকনগরের দ্বারিক জঙ্গল বাই লেনে মা ও দিদিমার সঙ্গে ভাড়াবাড়িতে থাকতেন ওই তরুণ। তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর ন্যায়বিচারের দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের কর্মবিরতি চলছে আরজি করে। রোগী পরিষেবা তলানিতে ঠেকেছে। চিকিৎসকদের আবারকাজে ফেরার আর্জি জানিয়েছেন তৃণমূল মুখপাত্র কুণাল ঘোষ।

খোঁজ সন্দীপের

প্রথম পাতার পর

সন্দীপের বেলেঘাটার বাড়িতে ৩ ঘণ্টা পর সন্দীপের স্ত্রী দরজা খুলে দেন ইডিকে। সন্দীপের স্ত্রী পরে বলেন, 'তদন্তকারী সংস্থার সঙ্গে সবরকম সাহায্য করছি। কাগজপত্র কিছু পায়নি। নিয়ে যায়নি কিছু। উনি কিছু করেননি। সমস্ত মিথ্যা। প্রমাণের আগেই কাউকে ভিলেন বানিয়ে দেবেন না, এটা আমার অনুরোধ।' সন্দীপের শ্বশুরবাড়িতে অবশ্য ডাকাডাকি করে কারও সাড়া পায়নি ইডি। এছাড়া বৈদ্যবাটিতে কুণাল রায়, মাদুরদহে লজিং ব্যবসায়ী অঙ্কুর রায়, দমদমের মিলনপল্লিতে সন্দীপের শ্যালিকা, সল্টলেকের বিই ব্লকে স্বপন সাহার বাড়িতে তল্লাশি হয়। স্বপন সাহা ও কুণাল রায় অনেকগুলি সংস্থার ডিরেক্টর। যে সব সংস্থার মাধ্যমে আরজি করের বায়োমেডিকেল বর্জ্য ভেন্ডারের কাজ করেছে। এঁদের ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেও তল্লাশি চলে। তবে ক্যানিংয়ে সন্দীপের বাংলোটি চক্রে ফিরেছে অনেককে। বাংলোর সুবিশাল গেট। সবুজে ঘেরা বাগান। ৪০ কাঠা জমিতে চোখধাঁধানো বাংলো। রয়েছে সুইমিং পুল।

সিকিমের 'স্বাস্থ্যে' কেন্দ্রের নজর

মেডিকেল কলেজের জন্য বরাদ্দ ১৭০ কোটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আগামী বছরই গ্যাংটকে চালু হবে সিকিম মেডিকেল কলেজ। নতুন মেডিকেল কলেজের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার বরাদ্দ করছে ১৭০ কোটি টাকা। শুধু তাই নয়, মংগন এবং নামচিতেও অত্যাধুনিক হাসপাতাল গড়ে উঠবে কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্যে। সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাংকে পাশে বসিয়ে শুক্রবার এমনই ঘোষণা করলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া।

প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে বিপর্যস্ত পাহাড়ি রাজ্যটির পুনর্গঠনেও কেন্দ্র সবরকম সাহায্য করছে বলেও তিনি দাবি করেন। উত্তর-পূর্ব রাজ্যগুলির পরিকাঠামো উন্নয়নে মোদি সরকার উদ্যোগী দাবি করে জানান, রাজ্যগুলির জন্য শিল্প সম্মেলনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

দেশ-বিদেশের শিল্পোদ্যোগীদের উপস্থিতিতে নর্থ-ইস্ট সামিট হবে নয়াদিল্লিতে। জ্যোতিরাদিত্যের ঘোষণা এবং আশ্বাসে সন্তোষপ্রকাশ করেছেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করেই স্বাস্থ্যে বিশেষ নজর দেওয়ার কথা বলেছিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেম সিং তামাং। সিকিমে মেডিকেল কলেজ তৈরির জন্য তিনি দ্বারস্থ হন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির। শুক্রবার তাঁর ইচ্ছে পূরণের আশ্বাস দিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য।

সিকিম প্রশাসন সূত্রে খবর, মেডিকেল কলেজের জন্য ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার অনুমোদন দিলে কাজ শুরুর প্রতীক্ষায় ছিল রাজ্য সরকার। অনুমোদন শুধু নয়, অর্থবরাদ্দের কথাও এদিন ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী। উত্তর-পূর্ব ভারতের আটটি রাজ্যের জন্য শিল্প সম্মেলনের কথা তিনি যেমন জানান, তেমনই দাবি করেন মোদি জমানায় এখানকার রাজ্যগুলির উন্নয়ন ঘটেছে ঝড়ের গতিতে। তাঁর হিসেব, 'ইউপিএ জমানার দশ বছরে প্রতি বছর প্রায় ২৫ হাজার কোটি টাকা খরচ করা হত এখানকার আটটি রাজ্যের জন্য। কিন্তু এনডিএ'র আমলে বছরে এক লক্ষ কোটি টাকা খরচ করা হচ্ছে। রেলে দুই হাজার কোটি টাকা বাজেট হত, সেখানে এখন হচ্ছে প্রত্যেক বছর ১০ হাজার কোটি টাকা।'

সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থায় প্রভূত উন্নয়ন ঘটেছে দাবি করে জ্যোতিরাদিত্য বলেন, 'সিকিমে একসময় ছিল ১৪০ কিলোমিটার জাতীয় সড়ক। এখন সবমিলিয়ে তা ৭০৯ কিলোমিটার। আগামী বছর অগাস্টের মধ্যে সেবক-রংপো রেলপ্রকল্প চালু হয়ে গেলে যোগাযোগ ব্যবস্থায় সিকিম অন্যান্য রাজ্যগুলিকে টেক্কা দেবে।'

সিকিমের পাকিয়ং বিমানবন্দরের আধুনিকীকরণের আশ্বাস যেমন তিনি দিয়েছেন, তেমনই বাগডোগরা বিমানবন্দরের সম্প্রসারণের কাজ দ্রুত শুরু হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির উপস্থিতিতে বাগডোগরা বিমানবন্দরের কাজ শুরু হবে বলেও জানান (জ্যোতিরাদিত্য)। তবে প্রধানমন্ত্রী কবে আসছেন শিলিগুড়িতে, তা তিনি স্পষ্ট করেননি।

নয়া উদ্যোগ

- মেডিকেল কলেজের জন্য ইতিমধ্যে জমি চিহ্নিত হয়েছে
- অর্থবরাদ্দের কথাও এদিন ঘোষণা করে দিলেন কেন্দ্রীয় উত্তর-পূর্ব উন্নয়নমন্ত্রী
- মংগন এবং নামচিতেও অত্যাধুনিক হাসপাতালের জন্য কেন্দ্রের আর্থিক সাহায্য

রংবাহারি তিজ।। মূলত বাড়ি বাড়ি তিজ উৎসব পালনের রেওয়াজ থাকলেও গত কয়েক বছর ধরে ডুয়ার্সে সর্বজনীনভাবে এই লোকাচারটি পালিত হচ্ছে। এবছর তার কোনও অন্যথা হয়নি। প্রতিটি স্থানে ভিড় উপচে পড়তে দেখা গিয়েছে। শুক্রবার বানারহাট লাগোয়া ডায়না নদীর ঘাট, লুকসানের নির্মীয়মাণ পশুপতিনাথ মন্দির প্রাঙ্গণ সহ আরও অনেক স্থানে ওই উৎসবটি পালিত হয়। বানারহাটের গ্যান্দ্রাপাড়া চা বাগান থেকে পূর্ণিমা ছেত্রী নামে এক শিক্ষিকা ডায়নার ঘাটে তিজ উৎসবে যোগ দিতে এসেছিলেন। তিজ উৎসবে চা বাগান সহ সরকারি অফিস কাছারিতে ডুয়ার্সের মহিলাদের তরফে ছুটির দাবি উঠল। তথ্য ও ছবি- শুভজিৎ দত্ত

বামেরা যাবে লালবাজারে

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : বিজেপি, জুনিয়ার ডাক্তারদের পর লালবাজার অভিযানের কর্মসূচি ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। ১২ সেপ্টেম্বর ওই অভিযানের সিদ্ধান্ত শুক্রবার রাজ্য বামফ্রন্টের বৈঠকে গৃহীত হয়। আরজি কর মেডিকেলের তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর পর প্রথম রাস্তায় সিপিএমের যুব বাহিনী প্রতিবাদ করলেও বিজেপি ধীরে ধীরে আন্দোলনের রাশ হাতে নেয়। বিরোধী পরিসরে নিজেদের অস্তিত্ব জানান দিতে বামেরা এই কর্মসূচি নিল।

শুক্রবারের বৈঠকে ঠিক হয়েছে, লালবাজার অভিযানে পুলিশ বাধা দিলে জুনিয়ার ডাক্তারদের কায়দায় রাতভর রাস্তায় বসে থাকবে বামফ্রন্ট। তার আগে ৯ সেপ্টেম্বর সিপিএম এককভাবে লালবাজার অভিযান করবে।

জেলার খেলা

ফাইনালে ফালাকাটা

ফালাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া পর্ষদের দাজু সেন আন্তঃকলেজ ফুটবলের ফাইনালে উঠল জলপাইগুড়ির এসি কলেজ ও ফালাকাটা কলেজ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে এসি কলেজ ১-০ গোলে সুকান্ত মহাবিদ্যালয়কে হারিয়েছে। ফালাকাটা কলেজের মাঠে মৃন্ময় সেন গোল করেন। দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ফালাকাটা কলেজ টাইব্রেকারে ৪-৩ গোলে জিতেছে কালীপদ ঘোষ তরাই মহাবিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। নির্ধারিত সময় স্কোর ছিল ১-১। ফালাকাটার কল্যাণজিৎ রায় ও কালীপদর ধ্রুব বর্মন গোল করেন। শনিবার ফাইনাল।

ডুয়ার্স টেবিল টেনিস

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : ডুয়ার্স টেবিল টেনিস অ্যাকাডেমির উদ্যোগে দুইদিনের টেবিল টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ শনিবার শুরু হবে স্টেশনপাড়া এলাকায়। সেখানে তিন বিভাগে প্রায় ৫০ জন অংশ নিতে চলেছেন।

নেই 'অশরীরী' গ্রাম

প্রথম পাতার পর

ছিটমহলের খোলস থেকে বের হতে পারেনি।'

একসময় জলপাইগুড়ির বৈকুণ্ঠপুর এস্টেটের রাজারা হাতির পিঠে করে এসে তেলধারের জঙ্গলে শিকার করতেন। অতীতে বৈকুণ্ঠপুর রাজ্যের অংশ ছিল বলে গ্রামের নাম হয়েছে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার। এলাকার অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক যতীন সরকারের বাড়ির জমিতে দেখা গেল, ৭৭ বছরের পুরোনো ভারত ও পাকিস্তানের সীমানা নির্দেশক সীমান্ত পিলার। পিলারের একপাশে বি অর্থাৎ ভারত, অন্য পাশে পি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তান লেখা ছিল। লেখাগুলি অস্পষ্ট হয়ে গেলেও পিলার এখনও রয়েছে।

এখানকার বাসিন্দা বিমান মোহন্ত বলেন, 'এখানে যাঁরা বসবাস করছেন দেশভাগের আগে থেকে তাঁরা সকলেই ভারতীয়। কিন্তু জমির কাগজে পূর্ব পাকিস্তানের উল্লেখ রয়েছে। আমরা চাই, আমাদের নামে ভারতীয় জমির দলিল করে দেওয়া হোক।'

দক্ষিণ বেরুবাড়ির জমির সমস্যা নিয়ে সীমান্ত নাগরিক সমিতি আন্দোলন করছে। সেই সূত্রেই বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে। সমিতির সম্পাদক সারদাপ্রসাদ দাস দাবি করেন, 'আমরা চাই দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমিজটের সমস্যা সমাধানের পাশাপাশি বৈকুণ্ঠপুর তেলধারের ভারতীয় নাগরিকদের জমির অধিকার দেওয়া হোক।' বৈকুণ্ঠপুর তেলধার ছিটমহলের বাসিন্দা যতীন সরকারের দাবি, 'আমরা ভারত স্বাধীন হওয়ার আগে থেকেই জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। জলপাইগুড়ি জেলার নাগরিক হিসাবে ভারতে ভোট দিয়ে আসছি। ভারতের স্কুলে চাকরিও করেছি। কিন্তু আমাদের জমির নথি পূর্ব পাকিস্তানের বোদা থানার মধ্যে দেখানো হয়েছিল। বাংলাদেশ তৈরি হওয়ার পরেও আমাদের অবস্থা একই থেকে যায়। বর্তমান জলপাইগুড়ি জেলার দক্ষিণ বেরুবাড়ির বিস্তীর্ণ ও সাকাতি গ্রাম দুটিকে জমির নকশায় ভারতের দক্ষিণ বেরুবাড়ি মৌজায় দেখানো হলেও একমাত্র বৈকুণ্ঠপুর তেলধার পূর্ব পাকিস্তানে দেখানো আছে। সেই নথিই আমাদের কাছে আছে।'

গ্রামের বাসিন্দারা জানিয়েছেন, ১৯৬৩-'৬৪ সালে ভারত-পূর্ব পাকিস্তান সীমানা জরিপের সময় এলাকায় সীমান্ত পিলার বসানো হয়েছিল। ১৯৮৬-'৮৭ সালে ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে এই এলাকায় সীমানা জরিপ করা হলেও নতুন পিলার বসানো হয়নি। গ্রামের জমির চারপাশে কাঁটাতারের বেড়া কোনওদিনই দেওয়া হয়নি। ফলে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গেই বরাবর যুক্ত রয়েছে বৈকুণ্ঠপুর তেলধার।

জলপাইগুড়ি ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, বৈকুণ্ঠপুর তেলধার নামে কোনও গ্রামের নথি জেলা প্রশাসনের কাছে নেই। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'কয়েকদিন আগেই দক্ষিণ বেরুবাড়ির বাসিন্দারা তাঁদের এলাকার চারটি গ্রামের জমিজট সমস্যা নিয়ে জেলা প্রশাসনের সঙ্গে আলোচনা করেছেন। কিন্তু বৈকুণ্ঠপুর তেলধার নামে আরও কোনও এলাকায় জমিজট আছে কি না তা খোঁজ না নিয়ে বলা যাবে না। দক্ষিণ বেরুবাড়ির চারটি গ্রামের জমির সমস্যার বিষয়ে সমীক্ষা করার প্রস্তাব রাজ্যকে জানানো হয়েছে।'

কাঞ্চনের কথায় সায় নেই সোহমের

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ৬ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ডে পশ্চিমবঙ্গবাসী হিসাবে আমি লজ্জিত। শুধু বাংলা নয়, এই কাণ্ড নিয়ে গোটা বিশ্ব এক হয়েছে। দোষীদের শাস্তির দাবিতে আমিও আন্দোলনকারীদের সঙ্গেই রয়েছি। দ্রুত দোষীদের ফাঁসি চাই। ডুয়ার্সে নিজের সিনেমার শুটিংয়ে এসে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে এভাবেই নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অভিনেতা তথা চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী।

গত কয়েকদিন ধরে ডুয়ার্সের বিভিন্ন প্রান্তে আকাশ মালাকার নির্দেশিত বহুরূপী সিনেমার শুটিং করতে ব্যস্ত রয়েছেন সোহম। এদিন মেটেলি ব্লকের বনাঞ্চলে শুটিং ছিল ওই সিনেমার। সেখানেই উত্তরবঙ্গ সংবাদের দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে অভিনেতা বলেন, ' শুধু পশ্চিমবঙ্গে বা ভারতবর্ষে নয়, গোটা বিশ্বে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে প্রতিবাদ চলছে। এই আন্দোলনে আন্দোলনকারীদের সঙ্গেই রয়েছি। ফাঁসির পাশাপাশি দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানাচ্ছি।' তিনি দাবি করেন, সিবিআই হোক বাংলার পুলিশ হোক দ্রুত যাতে দোষীদের শাস্তি দেওয়া হয় সেটাই একমাত্র কাম্য।

আরজি কর কাণ্ড নিয়ে তৃণমূলের আরেক অভিনেতা বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিকের বিতর্কিত মন্তব্য নিয়েও এদিন মুখ খোলেন সোহম। তিনি বলেন, 'কাঞ্চন মল্লিক যে মন্তব্য করেছেন সেটা তাঁর একেবারে ব্যক্তিগত মন্তব্য। ব্যক্তিগত মতামত তিনি অভিব্যক্ত করেছেন। তবে যেটা কাঞ্চন বলেছেন সেটা বিবেচনা করে ভেবে বলা উচিত ছিল।' একইসঙ্গে তিনি কাঞ্চনের পক্ষ নিয়ে জানান, ওঁর ওই বক্তব্যের পর কাঞ্চনকে যেভাবে ব্যক্তিগত আক্রমণ করা হচ্ছে তাকে তিনি সমর্থন করেন না।

ডুয়ার্সে সিনেমার শুটিংয়ে চণ্ডীপুরের বিধায়ক সোহম চক্রবর্তী।

গানের গরিমায়

স্বমহিমায়।। গান গাইছেন প্রজয় ঠাটাল।

কারও কাছে প্যাশন। কেউ আবার কবে থেকে যে পেশাই করে নিয়েছেন ভুলে গিয়েছেন বিলকুল। ডুয়ার্সের চা বাগান থেকে শুধু যে ফ্যাক্টরির সাইরেনের শব্দই ভেসে আসে তা কিন্তু নয়। মন উথালপাতাল করা সুরের মূর্ছনাও মিশে থাকে চায়ের সোঁদা গন্ধের সঙ্গে। লিখলেন শুভজিৎ দত্ত

এখানে বঞ্চনা হাজারও। অপ্রাপ্তির ভাণ্ডারও যেন ফুরোনোর নয়। নিকষ কালো সেই সব অন্ধকারের বুক চিরে এখানে হাজার ওয়াটের দ্যুতিও ছড়িয়ে পড়ে সংস্কৃতির নানা অঙ্গনে। সংগীতকে সাধনা হিসেবে বেছে নিয়ে সুরের মায়া মূর্ছনায় মুগ্ধ করে চলেন অগণিত শিল্পী। ডুয়ার্সের চা বলয়ের কিংবদন্তি গায়ক ইন্দ্রজিৎ মিজার, ফৌদা সিং, অমর নায়েক, সঞ্জয় টোপ্পো, সুরেশ টোপ্পোদের উত্তরাধিকারদের কিন্তু অভাব নেই দুটি পাতা একটি কুঁড়ির রাজ্যে। ঐতিহ্য বহনের পিলসুজ হয়ে শত বাধাবিপত্তির মাঝেও আলো ছড়াচ্ছেন তাঁরা।

এই যেমন গ্রাসমোড় চা বাগানের শিল্পী শ্যামশ্রী সরকার। চা বলয় ছাপিয়ে তাঁর সুরের জাদুর ব্যাপ্তি এখন বহুদূর। গান শেখার শুরুটা শুনে শুনে। অদম্য ইচ্ছে ও প্রতিভা দেখে এরপর হাল ধরেন কাকা প্রণয়কুমার সরকার। সেই হিসেবে ওই বাগান কন্যার জীবনের প্রথম সংগীতগুরু তিনিই। গানচর্চায় শ্যামশ্রীর বাড়ির পারিবারিক ঐতিহ্য বহু পুরোনো। সেই ধারা আরও সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর সুরেলা কণ্ঠে। ধ্রুপদি ও রবীন্দ্রসংগীতই শ্যামশ্রীর প্রিয়। এর বাইরে নজরুলগীতি থেকে শুরু করে তাঁর গাওয়া যে কোনও ধরনের গানই মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখে দর্শক শ্রোতাদের। বঙ্গীয় সংগীত পরিষদ থেকে রবীন্দ্রসংগীতে সংগীত বিশারদ, সর্বভারতীয় সংগীত ও সংস্কৃতি পরিষদ থেকে নজরুলগীতিতে সংগীত বিশারদ ও পণ্ডিত অজয় চক্রবর্তীর হাতেগড়া প্রতিষ্ঠান শ্রুতিনন্দনের

(বাঁদিক থেকে) এরিনা ওরাওঁ শ্যামশ্রী সরকার। চা বলয়ে গানের অন্যতম ধারকবাহক।

সংগীতগুরু ও লাটাগুড়ির ভূমিপুত্র কৌশিক গোস্বামীর কাছে শাস্ত্রীয় সংগীতের পাঠ নিয়ে তিনি সংগীত প্রবীণ ডিগ্রি অর্জন করেছেন। শ্যামশ্রী বিভিন্ন ব্যান্ডের সঙ্গে গান গাইলেও মূলত তাঁর পারফরমেন্স আমন্ত্রণমূলক একক সংগীতশিল্পী হিসেবে। গান গেয়েছেন আলিপুরদুয়ারে ডুয়ার্স উৎসব, কল্যাণী বইমেলা, কলকাতার চিন্তক সাহিত্য পত্রিকার অনুষ্ঠান সহ আরও বহু বড় মঞ্চের আসরেও। শ্যামশ্রীর কথায়, 'আসল কথা হল সুরের সাধনা। সেটা ফুটপাথে বসে বা মিছিল থেকেও হতে পারে।' চা বাগানের নতুন প্রজন্মের মধ্যে গানচর্চাকে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রেও তিনি অক্লান্ত পথিক। অনলাইন কিংবা অফলাইন দুই মাধ্যমেই বেশ কিছু কচিকাঁচাদের তালিম দিয়ে চলেছেন তিনি।

সামসিং চা বাগানের লোয়ার লাইনের শ্রমিক পরিবারের এরিনা ওরাওঁ এর প্রথাগত সংগীতশিক্ষা বলতে যা বোঝায় তা কিন্তু নেই। তাঁর শেখা পুরোটাই শুনে শুনে। বর্তমানে ডুয়ার্সের গানবাজনার আসরে এরিনা যেন অটোম্যাটিক চয়েস। অবলীলায় গাইতে পারেন তাঁর মাতৃভাষা সাদরি ছাড়াও বাংলা, নেপালি গান। বিভিন্ন ব্যান্ড ও অর্কেস্ট্রায় লিড গায়িকা হিসেবে তাঁর ডাক পড়ে অহরহ। সাদরি সিনেমার প্লেব্যাক সিঙ্গার হিসেবেও নাম কুড়িয়েছেন ইতিমধ্যেই। গানই এখন পেশা ওই তরুণীর। করমপুজো, দুর্গাপুজো, গণেশ চতুর্থী থেকে শুরু করে যে কোনও উৎসব-অনুষ্ঠানে এরিনার গান মানেই যেন অন্য মাত্রা। চালসার সংগীতগুরু দেবকুমার দে'র বহু অবদান রয়েছে এরিনার পথ চলায়। ওই কন্যা বলছেন, 'মানুষের আশীর্বাদকে পাথেয় করে চলেছি। বাড়িতে বাবা-মায়ের উৎসাহে অন্ত নেই।'

চ্যাংমারি চা বাগানের ভুটান সীমান্তের ২৭ বছরের তরুণ প্রজয় ঠাটালের কাহিনী তো রীতিমতো সিনেমার মতোই। গান গাইতে হারমোনিয়াম কেনার জন্য ছাত্র অবস্থাতেই বাড়ি থেকে পালিয়ে গিয়েছিলেন সিকিমে। সেখানে শ্রমিকের কাজ করে যা আয় হয়েছিল তা দিয়ে ওই বাদ্যযন্ত্র কিনে তবেই বাগানে ফেরেন। কুমার শানুর একনিষ্ঠ ভক্ত প্রজয়ও ব্যান্ডের গায়ক। ক্যাসেট, রেকর্ডারি, মোবাইলে শুনে শুনেই যাবতীয় গান রপ্ত করা। শুধু নেপালিই নয়। গাইতে পারেন যে কোনও ভাষার গান। মিউজিক কম্পোজেও জুড়ি মেলা ভার। রয়েছে নিজস্ব ইউটিউব চ্যানেল। গান গাওয়ার পাশাপাশি নিজেই বাজান কিবোর্ড, গিটার, ঢোলের মতো বাদ্যযন্ত্র। লুকসান এলাকায় ছোটদের গান শেখানোর একটি স্কুলও চালু করেছেন কিছুদিন আগে।

চা বলয়ের গান এভাবেই টিকে রয়েছে। স্বমহিমায়।

নাট্যকর্মীর খোঁজ

জমজমাট।। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ঋত্বিকের প্রযোজনা 'বাকি ইতিহাস' নাটকের একটি মুহূর্ত।

উত্তরবঙ্গের গ্রুপ থিয়েটার চর্চায় অমল চক্রবর্তী এবং মলয় ঘোষদের মতো ফুলটাইম নাটকের লোকের বড়ই অভাব। শিলিগুড়ির নট, নাট্যকার ও পরিচালক প্রয়াত মলয় ঘোষের স্বপ্ন সৃষ্টির মন্দির ঋত্বিকের মহলা কক্ষে এখনও যাঁরা যাতায়াত করেন, তাঁরা এটা হাড়ে হাড়ে বোঝেন। সেজন্য শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে ঋত্বিক উৎসব ২০২৪-এর শেষ দিনের সকালে রামকিঙ্কর প্রদর্শনী কক্ষে এক আলোচনার আসর বসেছিল। বিষয়বস্তু ছিল 'গ্রুপ থিয়েটারে এখন বেশি প্রয়োজন, নাট্যকর্মী না অভিনেতা'।

ভারত সরকারের সংস্কৃতিমন্ত্রকের সহায়তায় ঋত্বিকের পাঁচদিনের নাট্য উৎসবে এবার অংশ নিয়েছিল আগরতলার নাট্যভূমি, কালিয়াগঞ্জের সুচেতা কলাকেন্দ্র, গোবরডাঙ্গার শিল্পায়ন এবং বহরমপুরের ঋত্বিক, কোচবিহারের কম্পাস ও শিলিগুড়ির আয়োজক সংস্থা ঋত্বিক। উৎসবের উদ্বোধনী দিনে মঞ্চে শিলিগুড়ির বর্ষীয়ান নাট্যব্যক্তিত্ব অধ্যাপক শ্যামাপ্রসাদ ভট্টাচার্যকে মলয় স্মরণ নাট্য সম্মাননা দেওয়া হয়। সংস্থার সভাপতি রতন নন্দীর সঙ্গে মঞ্চে অতিথি হিসেবে ছিলেন উত্তাল-এর পরিচালক পলক চক্রবর্তী এবং কোচবিহার কম্পাসের পরিচালক দেবব্রত আচার্য।

এই উৎসবে কোচবিহার কম্পাসের প্রযোজনা ছিল 'ঘাতক @ গড়িয়াহাট'। নাট্যরূপ আবহ ও পরিচালনা দেবব্রত আচার্য। সামাজিক মাধ্যমে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে পড়া জীবনে এখন মানুষ বেশি ভাবতে চায় না, অথবা শর্টকাটে ভাবে। কিন্তু দেবব্রত তাঁর নাটকে মানুষকে গভীরভাবে ভাবাতে চান। এবার তিনি এই নাটকে ৯১টি খুনের আসামির অন্তর্দ্বন্দ্বের কথা তুলে ধরে আমাদের নিজেদের ভেতরে তাকাতে বলেছেন। শক্তিশালী দলগত অভিনয়ে ঝকঝকে প্রযোজনা। মঞ্চে পরিচালক ছাড়াও অন্য শিল্পীরা ছিলেন সুব্রত গোস্বামী, বিপ্লব মিত্র, অজয়ানন্দ সরকার, গীতা আচার্য, বাপ্পাদিত্য ঘোষ, সুজয় ঘোষ, অনল চক্রবর্তী, সজল দে, সুদীপ্ত চক্রবর্তী, নিরুপম নন্দী ও কাজল দে।

ঋত্বিক উৎসব

স্থবির মানসিকতার বিরুদ্ধে, এখন যা চলছে চলুক, এই ভাবনাকে খুব জোর ধাক্কা দিয়েছে 'বাকি ইতিহাস'-ও। বাদল সরকারের কালজয়ী এই নাটক নিয়ে শিলিগুড়ি ঋত্বিকের প্রযোজনাটির পরিচালনা করেছেন শুভঙ্কর গোস্বামী। বাংলায় বহু অভিনীত হয়েছে এই নাটক। এটি ছিল নাট্যকারের জন্ম শতবর্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য প্রযোজনা। তাঁদের প্রযোজনাকে নতুন আঙ্গিকে সাজিয়েছেন পরিচালক। দলগত অভিনয় ছিল বেশ ভালো। পরিচালক ছাড়াও অভিনয়ে মঞ্চে ছিলেন প্রণবকুমার ভট্টাচার্য, সুদেষ্ণা চক্রবর্তী, অনুপ দাস, সুচরিতা ঘোষ, শুভ্রান্দু সিনহা, স্বরূপ দত্ত, শাশ্বতরঞ্জন মৈত্র, সব্যসাচী বাগচী ও গৌতম লাহা।

নাটকে বার্তার চেয়ে বিনোদনকে বেশি গুরুত্ব দিয়ে কৃষ্ণ প্রেমে মাতোয়ারা এক কীর্তনিয়াকে নিয়ে মাটির গন্ধমাখা প্রযোজনায় নজর কেড়েছে কালিয়াগঞ্জ সুচেতা কলাকেন্দ্রের 'বসন্ত শেষে'। নাটক পত্রাবলি চক্রবর্তীর এবং সামগ্রিক তত্ত্বাবধানে ছিলেন তামসরঞ্জন ব্যানার্জি। ভালো নাটক করার সুনাম রয়েছে বহরমপুর ঋত্বিক এবং গোবরডাঙ্গার শিল্পায়নের। দুটো দলই তাদের প্রযোজনায় নিজেদের সুনাম বজায় রেখেছে। শিল্পায়নের প্রযোজনা ছিল আশিস চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় 'পদ্মা নদীর মাঝি'। দৃষ্টিনন্দন আন্তরিক উপস্থাপনা। আর 'চম্পাবতী'র জন্য বাহবা পেতে পারেন বহরমপুর ঋত্বিকের পরিচালক বিপ্লব দে। এই উৎসবের সবচেয়ে স্মার্ট এবং ঝকঝকে প্রযোজনা নাট্যভূমি আগরতলার 'মানিব্যাগ'। প্রচেত গুপ্তর গল্পকে খুব সুন্দর নাট্যরূপ দিয়েছেন পরিচালক সঞ্জয় কর। পরিচালনাও তাঁরই।

উৎসবের শেষ দিন সকালে নাট্য বিষয়ক আলোচনায় অংশ নেন গোবরডাঙ্গা শিল্পায়নের নাট্যকার ও পরিচালক আশিস চট্টোপাধ্যায়, বহরমপুর ঋত্বিকের নির্দেশক মোহিতবন্ধু অধিকারী, শিলিগুড়ির উত্তালের নির্দেশক পলক চক্রবর্তী ও সৃজনসেনার নাট্যকার ও নির্দেশক পার্থপ্রতিম মিত্র। অনুষ্ঠানের শুরুতে প্রণবকুমার ভট্টাচার্যের সম্পাদনায় ঋত্বিকের নিজস্ব গবেষণাধর্মী 'ঋত্বিক নাট্য পত্রিকা'-র প্রথম বর্ষের তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হয়।

-ছন্দা দে মাহাতো

আবৃত্তির জন্য

আবৃত্তি শিক্ষার প্রসারের পাশাপাশি বাচিকশিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য দীর্ঘদিন ধরেই কাজ করে চলেছে উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদ। সম্প্রতি পরিষদের দিনাজপুর মালদা জোন কমিটি পরিচালিত স্বাধীনতার আলোকে সুকান্ত-নজরুল আবৃত্তি প্রতিযোগিতা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে গেল ইসলামপুর টাউন লাইব্রেরিতে। স্বাগত ভাষণ দেন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য তাপস দাস। আবৃত্তি শিক্ষার্থীদের ধারাবাহিক প্রয়াসের বিষয়টি মনে করিয়ে দেন সম্পাদক মিঠুন দত্ত। সমবেত আবৃত্তি পরিবেশনায় ছিলেন আবৃত্তি পরিষদের শিল্পীরা। নির্দেশনায় অনিন্দিতা বিশ্বাস। সুশান্ত নন্দীর নির্দেশনায় সমবেত প্রয়াসে অবুঝ সবুজ আবৃত্তি শিক্ষায়তনের শিল্পীরা অংশ নেয়।

শ্রুতিনাটক পরিবেশনায় ছিলেন আকাশ পাল চৌধুরী, অনীতা পাল চৌধুরী। একক কবিতাপাঠে ছিলেন লতিকা দাস বর্ধন, বিভাস দাস। ছিল সম্পা সাহা ও সহ শিল্পীদের উপস্থাপনাও। উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর উত্তর ধ্বনির বজ্রকণ্ঠে আয়োজিত ধিক্কারে মিঠুন দত্তের কণ্ঠে ও দেবশ্রী সাহার নৃত্যে উঠে আসে সাম্প্রতিক ঘটনার প্রতিবাদ। বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন আকাশ পাল চৌধুরী, সুশান্ত গুহ, অনীতা পাল চৌধুরী এবং অরুণাভ ঘোষ। প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী সকলকেই মানপত্র দেওয়া হয়। সমগ্র অনুষ্ঠান সুচারুভাবে সঞ্চালনা করেন সৌমিত্র চক্রবর্তী।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

সমবেত প্রয়াস

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে বাগডোগরা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডল ও ঘোষপুকুর বিবেকানন্দ যুব পাঠচক্রের যৌথ ব্যবস্থাপনায় ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ঘোষপুকুর কলেজে কিছুদিন আগে অনুষ্ঠিত হয় একটি প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দেশাত্মবোধক সংগীত, নৃত্য, অঙ্কন, আবৃত্তি ও প্রকৃতি ও পরিবেশের সুরক্ষায় বিজ্ঞান প্রদর্শনী মোট পাঁচটি প্রতিযোগিতায় উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে ৪৮৭ জন প্রতিযোগী বিভিন্ন বিভাগে অংশগ্রহণ করেন। ঘোষপুকুরের মতো প্রান্তিক অঞ্চলে বেসরকারি উদ্যোগে এত বড় মাপের অনুষ্ঠান এই প্রথম। সফলদের সেপ্টেম্বর মাসে ঘোষপুকুর কলেজেই পুরস্কৃত করা হবে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাগডোগরা বিবেকানন্দ যুব মহামণ্ডলের সম্পাদক মনোময় পাল, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক ডঃ রাজেশ দাস, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক দেবর্ষি ভট্টাচার্য, আকাশবাণী শিলিগুড়ির অনামিকা সরকার, শাঁওলি মিত্র প্রমুখ।

-নিজস্ব প্রতিবেদন

ছড়াল ফুলের সুবাস

উজ্জ্বল।। চারুকৃতি নৃত্য মহাবিদ্যালয়ের কুঁড়ি বাডস ফেস্টিভাল। জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র মঞ্চে।

অনুষ্ঠানের পোশাকি নাম ছিল কুঁড়ি বাডস ফেস্টিভাল। আসলে কিন্তু ফুল হয়ে সুবাস ছড়াল কচিকাঁচাদের দল। হাজারো অন্ধকারের মাঝেও খুদেদের মন ভালো করে দেওয়া তাক লাগানো উপস্থাপন বয়ে নিয়ে এল হাজার ওয়াটের রোশনাই। শিক্ষা-সংস্কৃতির শহর জলপাইগুড়ি দেখাল জেনারেশন জেড-ও তৈরি হচ্ছে তাঁদের মতো করে।

জলপাইগুড়ির সংস্কৃতি অঙ্গনে সুপরিচিত নাম চারুকৃতি নৃত্য মহাবিদ্যালয়। ওই প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে সম্প্রতি রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত হল রঙিন অনুষ্ঠানটি। খুদে শিল্পীদের কৃষ্ণা এবং মঙ্গলম নাচের মধ্যে দিয়ে যার সূচনা। বিভিন্ন নৃত্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে ৬ থেকে ১৬ বছর বয়স শিল্পীদের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের শুভসূচনা হয় আইকন অফ নর্থবেঙ্গল পুরস্কারপ্রাপ্ত রবীন্দ্র জৈনর হাত দিয়ে প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে। রূপসা দে এবং কৌশানী পালের যুগ্ম পরিবেশনায় লক্ষ্মী-সরস্বতীর সুরমূর্ছনা ফুটে ওঠে। ডঃ শ্রুতি বন্দ্যোপাধ্যায়ের কোরিওগ্রাফিতে উদ্দিপ্তা সান্যালের রবীন্দ্রনৃত্য 'নূপুর বেজে যায় রিনিঝিনি'-র পরিবেশন ছিল নজরকাড়া। একক নৃত্যে খুদে শিল্পী অরোরা চক্রবর্তী-র পারফরমেন্স এককথায় মনোমুগ্ধকর। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি অরোরাকে বিশেষ পুরস্কারে ভূষিত করেন। নৃত্য পরিবেশন করে খেয়া দাস, শ্রেয়সী চৌধুরী, সৃজা ভট্টাচার্য, শ্রেয়া চৌরাসিয়া, শ্রেয়সী চৌধুরী, দেবাঙ্গনা মল্লিক ও দীপ্তাংশী মল্লিক। উৎসবে সেরা গ্রুপের সম্মান পায় মঞ্জরি ডান্স অ্যাকাডেমি। চারুকৃতির কর্ণধার ও উত্তরবঙ্গের বিশিষ্ট ওডিশি নৃত্যশিল্পী দেবদত্তা লাহিড়ি জানান, এবার সংস্থা দশম বর্ষে পা দিল। এই জাতীয় অনুষ্ঠান জলপাইগুড়ি জেলায় এই প্রথম। সুস্থ সংস্কৃতির প্রসার ও সেই সঙ্গে নতুন প্রজন্মকে সাংস্কৃতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে এমন প্রয়াস অব্যাহত থাকবে।

কলকাতা গুরুকুল সংস্থার ওডিশি নৃত্যশিল্পী ও গুরু মোনালিসা ঘোষ, ডাঃ কুমার অতনু, আশালতা বসু বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা রাখি শর্মা আইচ, কবি পার্থ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো সমাজের নানা ক্ষেত্রের কৃতীরা অংশগ্রহণকারীদের পুরস্কৃত করেন।

-জ্যোতি সরকার

বাঁধ ভাঙল আবেগ

ইন্দ্রায়ুধ পায়ে পায়ে পূর্ণ করল ৫০ বছর। এই উপলক্ষ্যে কোচবিহার সুকান্ত মঞ্চে কিছুদিন আগে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। প্রথম দিনের রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যায় উদ্বোধনী সংগীতে অংশ নেন সংস্থা-সদস্যরা। সংগীত পরিবেশন করেন সোমা দাস, সপ্রতিভ চক্রবর্তী, প্রজ্ঞাময় মজুমদার। নৃত্য পরিবেশন করেন দেবস্মিতা ঘোষ, আরএস ক্রিয়েটিভ ডান্স অ্যাকাডেমি, আত্রেয়ী মজুমদার। আবৃত্তিতে মঞ্চ মাতান অরুন্ধতী ভৌমিক, প্রদীপ দে। যন্ত্রসংগীতে ছিলেন সন্দীপা ঈশোর। যৌথ সংগীত পরিবেশন করেন হেভেন্স মিউজিক্যাল ইনস্ট্রুমেন্ট গ্রুপের সদস্যরা। তবলা সংগতে ছিলেন দেবাশিস চক্রবর্তী।

এরপর আন্তঃবিদ্যালয় অণুনাটক উৎসব মঞ্চস্থ হয়। অনুষ্ঠানের শেষ দিন অনুষ্ঠিত হয় ইন্দ্রায়ুধ অণুনাটক উৎসব-২০২৪। কোচবিহার আইপিএ প্রযোজিত স্নেহাশিস চৌধুরী নির্দেশিত 'সম্পর্ক', কোচবিহার অনাসৃষ্টি প্রযোজিত সুমন্ত সাহা নির্দেশিত 'আজনবী', ছায়ানীড় প্রযোজিত স্বাগত পাল নির্দেশিত 'কামড়', সংশপ্তক প্রযোজিত নির্মল দে নির্দেশিত 'আপনার কথা ভেবেই', মধ্য কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপ প্রযোজিত পূর্বাচল দাশগুপ্ত নির্দেশিত 'বুমেরাং', অগ্নি নাট্য সংস্থা প্রযোজিত অর্ণব মুখোপাধ্যায় নির্দেশিত 'সোঁদর বনের পাঁচালী', ইন্দ্রায়ুধ প্রযোজিত অমিত ঘোষ নির্দেশিত 'একটি কুকুরের শ্রেণি চরিত্র', বর্ণনা প্রযোজিত বিদ্যুৎ পাল নির্দেশিত 'সন্ন্যাসী', বৈঠকী প্রযোজিত শুভব্রত সেনগুপ্ত নির্দেশিত '৪৫৪৫', অনুভব কোচবিহার প্রযোজিত অশোক ব্রহ্ম নির্দেশিত 'স্বার্থপর', ব্রাত্যসেনা কোচবিহার প্রযোজিত তমোজিৎ রায় নির্দেশিত 'সঞ্জয় উবাচ', কম্পাস প্রযোজিত দেবব্রত আচার্য নির্দেশিত 'স্মৃতিভ্রম', অভিব্যক্তি প্রযোজিত বহ্নিশিখা দেব নির্দেশিত 'সত্যকুল', স্বপ্ন উড়ান প্রযোজিত মানস নন্দন চক্রবর্তী নির্দেশিত 'হাতছাপ' সফলভাবে মঞ্চস্থ হয়েছে। অনুষ্ঠানের সামগ্রিক সঞ্চালনায় ছিলেন অনুপ মজুমদার, অরুন্ধতী ভৌমিক এবং নীলাদ্রি দেব।

-নীলাদ্রি বিশ্বাস

প্রথম কাব্যগ্রন্থ

হরিদাস পালের 'উঠোনে জাগে শস্যদানা' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশ হল। কিছুদিন আগে কোচবিহারের রবীন্দ্র ভবনে 'অঙ্কুরোদ্গম শারদীয়া সংখ্যা-২০২৪' প্রকাশের অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকেই এই কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ হয়। 'অঙ্কুরোদগম' প্রকাশনী গ্রন্থটি প্রকাশ করেছে।

তুফানগঞ্জ শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা হরিদাসের এটি প্রথম কাব্যগ্রন্থ। কোচবিহারের বিশিষ্ট সাহিত্যিক, কবি ও জনপ্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশ পায়। এদিনের অনুষ্ঠানে অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

-শিবশংকর সূত্রধর

গান ও কবিতার যুগলবন্দি

সমবেত।। দীনবন্ধু মঞ্চে গান পরিবেশনে পূবালী দেবনাথ।

নাবুঝে আবৃত্তি বা মুখস্থ বলাকে বৈদিক ঋক মন্ত্রে চন্দন কাঠের ভারবাহী গাধার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। এই বিষয়টিকে মনে রেখে শিলিগুড়িতে নিভৃতে আবৃত্তি শিল্পসাধনার গুরুকুল হল 'কণ্ঠস্বর'। সম্প্রতি এই সংস্থা দ্বাদশ বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান করল দীনবন্ধু মঞ্চে। বাচিকশিল্প জগতের এ শহরের নক্ষত্র ব্যক্তিত্ব ছিলেন পীযূষ ঘটক, নারায়ণ মিত্র, পাঞ্চালি চট্টোপাধ্যায়, সঞ্জয় দত্ত, স্বপন চক্রবর্তী, স্বর্ণকমল চট্টোপাধ্যায়। এদিন মঞ্চে তাঁদের প্রতিকৃতি পরম মমতায় সাজিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে গুরুবন্দনা করলেন কণ্ঠস্বরের কর্ণধার নির্বিরোধী এবং আত্মপ্রচারবিমুখ বাচিকশিল্পী শান্তনু আচার্য। আর উপস্থাপনায় সমগ্র অনুষ্ঠানকে কণ্ঠ মাধুর্যে ভরিয়ে দিলেন বর্ষীয়ান বাচিকশিল্পী মুক্তি চন্দ। কণ্ঠস্বরের এই অনুষ্ঠান ছিল মূলত গান এবং কবিতার যুগলবন্দি। সঙ্গে ছিল ভাবনৃত্যও। সিসিএনের ডিরেক্টর কল্যাণ মিত্রকে এদিন অনুষ্ঠান মঞ্চে সম্মাননা জানানো হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় স্বাগত নৃত্য দিয়ে।

আমন্ত্রিত রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী পূবালী দেবনাথের গানে মেঘ ও বৃষ্টির আবহেও ছিল ঝড়ের আভাস। আর রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী নৈঋতা করণ আর রবীন্দ্রগানে শ্যামল সুন্দরকে আহ্বান জানিয়ে এবং স্বাতী পাল প্রেম পর্যায়ে 'আজি বরিষনমুখরিত শ্রাবণরাতি' প্রতীক্ষার অর্ঘ্য সাজিয়ে পরিবেশকে খানিকটা স্নিগ্ধ করার চেষ্টা করেছেন। গান সহ সমগ্র অনুষ্ঠানে যন্ত্রানুষঙ্গে ছিলেন রানা সরকার, অনির্বাণ দাস ও বুলবুল বোস। সুপর্ণা মজুমদার রবীন্দ্রকবিতার যথাযথ ভাব বজায় রেখে তার আবৃত্তি পরিবেশনে বুঝিয়ে দিয়েছেন সবাই ফুল ফোটাতে পারে না, যে পারে সে আপনি পারে। আর সেটাই করে দেখিয়েছেন নাট্যকার পরিচালক পার্থপ্রতিম মিত্র। অনুষ্ঠান ছিল ঋত্বিক ঘটক জন্মশতবর্ষ উপলক্ষ্যে 'ঋত্বিক ১০০' শিরোনামে কবিতা আলেখ্য রচনা ও নির্দেশনা পার্থপ্রতিম মিত্র, কণ্ঠে ছিলেন শান্তনু আচার্য, মিহির বসু, অরুণাভ ভট্টাচার্য, জয়ব্রত দাস, অমৃতা রায়, অরুণিতা ভট্টাচার্য, পিয়ালি দাস, বর্ণালি, রুমা, মনীষা মিঞ্জ ও অসীম ঘোষ। এছাড়া ভালো লেগেছে শান্তনু আচার্যের পরিচালনায় ছোটদের কবিতার কোলাজ 'দাঁড়ে দাঁড়ে দ্রুম' সহ আরও কয়েকটি অনুষ্ঠান।

- ছন্দা দে মাহাতো

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

পাশে আছি স্বপ্ন দ্যাখো

কেরিয়ার প্লাস

রবীন্দ্রভারতীতে সংগীত, নাটক, নৃত্যে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

ফাইন আর্টসে স্নাতকোত্তর স্তরে ভর্তির সুযোগ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ভর্তির বিষয়: ফ্যাকাল্টি অফ ফাইন আর্টসে যেসব বিষয়ে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হওয়া যাবে সেগুলি হল--রবীন্দ্রসংগীত, ভোকাল মিউজিক, নৃত্য, নাটক, সংগীতবিদ্যা, ইন্সট্রুমেন্টাল মিউজিক, পারকাশন এবং পাশ্চাত্য শাস্ত্রীয় সংগীত (ওয়েস্টার্ন ক্লাসিক্যাল মিউজিক) বিভাগে ভর্তি হওয়া যাবে।

ভর্তির শর্তাদি: ২০২২ থেকে ২০২৪-এর মধ্যে স্নাতক উত্তীর্ণরা শুধুমাত্র স্নাতকোত্তরে ভর্তি হতে পারবেন। দু'বছরে মোট চারটি সিমেস্টার।

ভর্তির শর্তাদি: শিক্ষাগত যোগ্যতা, প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

আবেদন করতে চাইলে: রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের এই ওয়েবসাইট দেখুন https://www.rbu.ac.in/

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

এইমস কল্যাণীতে দুটি ডিপ্লোমা কোর্স

১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে

কল্যাণীর অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস (এইমস)। এই প্রতিষ্ঠানে দুটি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে। অনলাইন ও অফলাইনে আবেদনপত্র জমা দেওয়া যাবে।

কোর্স : এমসে ডেন্টিস্ট্রি বা দন্ত চিকিৎসা বিভাগের দু'টি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হচ্ছে-- ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল হাইজিন এবং ডিপ্লোমা ইন ডেন্টাল মেকানিক্স।

কোর্সের মেয়াদ: দুটি ডিপ্লোমা কোর্সের মেয়াদ দু'বছর। প্রতিটি কোর্সে শূন্য আসন ২টি করে।

প্রতি বছরই এখানে জানুয়ারি এবং জুলাই মাসে দুটি কোর্সে ভর্তি নেওয়া হয়।

কোর্স ফি: ২০০০ টাকা।

আবেদনের যোগ্যতা: আবেদন করতে চাইলে দ্বাদশের পরীক্ষায় জীববিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন এবং ইংরেজি-র মতো বিষয় নিয়ে উত্তীর্ণ হতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৭ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। সংরক্ষিতদের জন্য নিয়ম অনুযায়ী ছাড় পাবেন।

ভর্তি পরীক্ষা: প্রবেশিকা পরীক্ষার মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

দুঘণ্টার পরীক্ষা। প্রশ্ন হবে এমসিকিউধর্মী। মোট নম্বর ১০০। পরীক্ষায় ৫০ নম্বর নিয়ে উত্তীর্ণরা কোর্সগুলিতে ভর্তির সুযোগ পাবেন। প্রবেশিকা পরীক্ষা হবে ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদনমূল্য বাবদ যথাক্রমে ২৫০ এবং ৫০০ টাকা জমা দিতে হবে।

আবেদনের শেষ তারিখ: ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://aiimskalyani.edu.in/

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ে ফ্যাকাল্টি অফ আর্টস, কমার্স অ্যান্ড ল, ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের বিভিন্ন বিষয়ে ভর্তির প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যেসব বিষয়ে ভর্তি নেওয়া হবে: বাংলা, কমার্স, অর্থনীতি, ভূগোল, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, ইংরেজি, ভূগোল, দর্শন, সংস্কৃত, সমাজবিদ্যায় মাস্টার ডিগ্রি করা যাবে।

ফ্যাকাল্টি অফ সায়েন্স অ্যান্ড ম্যানেজমেন্টের অধীনে প্রাণীবিদ্যা, রসায়ন, কম্পিউটার অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, মাইক্রোবায়োলজি, পদার্থবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যায় ভর্তি হওয়াযাবে।

আবেদন করতে হলে: কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আবেদনকারীকে স্নাতক হতে হবে। এছাড়া অন্যান্য বিষয়েও প্রয়োজনীয় যোগ্যতা থাকতে হবে।

ভর্তি হতে হলে: ১৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ওয়েবসাইট: https://raiganjuniversity.ac.in/

কম্পিউটার সায়েন্সে পিএইচডি

আবেদনের শেষ তারিখ ১৩ সেপ্টেম্বর

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে।

আবেদন করতে চাইলে: অনলাইন, অফলাইন দুভাবেই আবেদনপত্র জমা নেওয়া হবে।

মোট আসন সংখ্যা: ৫টি।

ভর্তি হতে হলে: বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত লিখিত পরীক্ষা ও ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে। তবে যাঁরা ইউজিসি নেট/ সিএসআইআর নেট/ সেট/ স্লেট/ গেট উত্তীর্ণ বা জাতীয় স্তরের কোনও ফেলোশিপ প্রাপক বা যাঁদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এমই বা এমটেক ডিগ্রি রয়েছে, তাঁদের শুধু ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে ভর্তি নেওয়া হবে।

লিখিতপরীক্ষা: ২৩ সেপ্টেম্বর লিখিত পরীক্ষা। ইন্টারভিউ ৩০ সেপ্টেম্বর।

যোগ্যতা: আবেদনকারীর কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বা সমতুল বিষয়ে এমটেক/ এমই/ বিটেক/ বিই অথবা কম্পিউটার সায়েন্সে এমএসসি অথবা বিই/ বিটেক-এর পর এমসিএ ডিগ্রি থাকতে হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আগ্রহীদের প্রথমে অনলাইনে ১০০ টাকা আবেদনমূল্য জমা দিতে হবে। এর পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট থেকে আবেদনপত্র ডাউনলোড করে অন্যান্য। নথি সহ জমা দিতে হবে। আবেদনের শেষ তারিখ: ১৩ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://www.caluniv.ac.in/

পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর

কোচবিহারের পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে আর্টস, সায়েন্স, কমার্স সহ বিভিন্ন সেলফ ফিন্যান্সিং কোর্স ও অন্যান্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সে ভর্তির সুযোগ।

আবেদন করতে হবে অনলাইনে। ইতিমধ্যে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

যেসব বিষয়ে পড়া যাবে: বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দি, ইংরেজি, ইতিহাস, দর্শন, রাষ্ট্রবিজ্ঞান, এডুকেশন, অর্থনীতি, বাণিজ্য, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, গণিত, ভূগোল, প্রাণীবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা, আইন, হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডিউটিজ এডুকেশন, লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সে ভর্তি হওয়া যাবে।

আইন ও হিউম্যান রাইটস অ্যান্ড ডিউটিজ এডুকেশনের এলএলএম কোর্স এবং লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্সের বিএলআইএস ও এমএলআইএস-এর কোর্সেও ভর্তি হওয়া যাবে। এর জন্য আলাদা যোগ্যতা প্রয়োজন। বিশদে জানতে দেখুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট।

মেধার ভিত্তিতেই ভর্তি।

আবেদনের শেষ তারিখ: আবেদনের শেষ তারিখ ১৭ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://cbpbu.ac.in/

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর

আগ্রহী প্রার্থীরা এখনই আবেদন করুন

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর কোর্সের পাশাপাশি আইন বিষয়েও ভর্তির সুযোগ রয়েছে।

যেসব কোর্সে আবেদন: মাস্টার অফ সায়েন্স/ মাস্টার অফ আর্টস, মাস্টার অফ কমার্স এবং ব্যাচেলর অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, মাস্টার্স অফ লাইব্রেরি অ্যান্ড ইনফরমেশন সায়েন্স, এলএলএম-এ ভর্তির আবেদন প্রায় শেষের পথে।

আইন বিভাগে আসন মোট ৪১টি।

আবেদন করতে হলে: যে কোনও স্বীকৃত প্রতিষ্ঠান থেকে আইন বিষয়ে স্নাতক উত্তীর্ণ হতে হবে।

অন্যান্য বিভাগে ভর্তির প্রয়োজনীয় যোগ্যতা জানতে এখনই দেখুন ওয়েবসাইট।

আবেদন করতে চাইলে: যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য জানতে দেখুন এই ওয়েবসাইট

আবেদনের শেষ তারিখ: ৯ সেপ্টেম্বর।

ওয়েবসাইট: https://www.nbu.ac.in/

রেলে স্টেশনমাস্টার, ক্লার্ক সহ বিভিন্ন পদে ১১,৫৫৮

আবেদন করা যাবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত

রেলের চাকরিতে চাকরিপ্রার্থী মাত্রেই পাখির চোখ। অধিকাংশ কর্মপ্রার্থী রেলের চাকরি এই কারণে পছন্দ করেন যে, রেলে বেতন যেমন বেশি তেমনি অন্যান্য সুবিধেও অনেকটাই। নেই চাকরির বাজারে তাই রেলে প্রায় সাড়ে এগারো হাজার চাকরির খবর অনেকখানি আশার আলো।

কোথায় নিয়োগ: ভারতীয় রেলের বিভিন্ন ডিভিশন ও জোনে নির্বাচিত প্রার্থীদের নিয়োগ করা হবে।

কী ধরনের নিয়োগ: নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিতে অ্যাকাউন্টস কাম টিকিট ক্লার্ক, জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও ক্লার্ক পদে ৩৪৪৫ কর্মী নিয়োগ করা হবে।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় গুডস ট্রেন ম্যানেজার, স্টেশন মাস্টার, চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার, জুনিয়ার অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট ও সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট ও সিনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট পদে ৮১১টি শূন্যপদে নিয়োগ করা হবে।

রেলে নন-টেকনিক্যাল পপুলার ক্যাটিগরিতে উচ্চমাধ্যমিক ও গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় এইসব পদে কর্মী নিয়োগ করা হবে।

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় নিয়োগ

গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতায় নেওয়া হবে যেসব পদে সে সম্বন্ধে জানানো হল। আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হবে ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

কারা কোন পদের জন্য যোগ্য:

স্টেশন মাস্টার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা এই পদে আবেদন করতে পারেন।

বয়স : প্রার্থীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার A-2. বেসিক পে ৩৫৪০০ টাকা।

শূন্যপদ ৯৯৪টি।

জুনিয়ার অ্যাকাউন্টস অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2. বেসিক পে ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ১৫০৭টি।

সিনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট : যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে। ব

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: প্রার্থীর দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.

বেসিক পে ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৭৩২টি।

গুডস ট্রেন ম্যানেজার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার A-2.

বেসিক পে: ২৯২০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩১৪৪টি।

চিফ কমার্সিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার: যে কোনও শাখার গ্র্যাজুয়েট পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৬ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: আবেদনকারীর দৃষ্টিশক্তি দরকার B-2.

বেসিক পে: ৩৫৪০০ টাকা।

শূন্যপদ: ১৭৩৬টি।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতায় নিয়োগ

আবেদনপত্র নেওয়া হবে ২১ সেপ্টেম্বর থেকে। চলবে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত।

কমার্শিয়াল কাম টিকিট ক্লার্ক: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.

বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৩৬১টি।

জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার C-2.

বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৯৯০টি।

ট্রেন্স ক্লার্ক: সাধারণ প্রার্থীরা মোট অন্তত ৫০ শতাংশ নম্বর পেয়ে এবং অন্যান্য প্রার্থীরা অর্থাৎ তপশিলি, প্রতিবন্ধী, প্রাক্তন সমরকর্মী হলে সাধারণভাবে পাশ নম্বর যে কোনও শাখার উচ্চমাধ্যমিক পাশ ছেলেমেয়েরা আবেদন করতে পারেন। কম্পিউটারে ইংরেজি টাইপিংয়ে দক্ষতা থাকতে হবে।

বয়স: আবেদনকারীর বয়স হতে হবে ১৮ থেকে ৩৩ বছরের মধ্যে।

দৃষ্টিশক্তি: দৃষ্টিশক্তি দরকার A-3.

বেসিক পে: ১৯৯০০ টাকা।

শূন্যপদ: ৭২টি।

উল্লিখিত সব পদের ক্ষেত্রে বয়স হিসাব করতে হবে ০১-০১-২০২৫ তারিখের হিসাবে।

তপশিলিরা ৫ বছর, ওবিসিরা ৩ বছর, বিধবা, বিবাহ-বিচ্ছিন্না মহিলারা পুনর্বিবাহ না করলে ৩৫ (তপশিলি হলে ৪০, ওবিসি হলে ৩৮) বছর বয়স পর্যন্ত আর রেলের কর্মী ও প্রাক্তন সমরকর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

কোন রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে ক-টি শূন্যপদ তা ওয়েবসাইটে পাবেন।

প্রার্থী বাছাই পরীক্ষা: সব রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ক্ষেত্রে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য দুটি পর্যায়ের অনলাইন সিবিটি টেস্ট হবে।

প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসট টেস্ট হবে আগামী বছরের প্রথম দিকে। প্রথম পর্যায়ের কম্পিউটার বেসট টেস্টে ১০০ নম্বররে ১০০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে—১. জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৪০ নম্বরের ৪০টি প্রশ্ন, ২. অঙ্ক ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন, ৩. জেনারেল ইন্টেলিজেন্স ও রিজনিং ৩০ নম্বরের ৩০টি প্রশ্ন।

সময় থাকবে ৯০ মিনিট।

নেগেটিভ মার্কিং আছে।

৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে।

এই পরীক্ষায় সাধারণ প্রার্থীরা ৪০ শতাংশ, ওবিসিরা ৩০ শতাংশ, তপশিলি জাতির প্রার্থীরা ৩০ শতাংশ, তপশিলি উপজাতির প্রার্থীরা ২৫ শতাংশ নম্বর পেলে দ্বিতীয় পর্যায়ের সিবিটি টেস্টের জন্য ডাক পাবেন।

দ্বিতীয় পর্যায়ের সিবিটি টেস্টে ১২০ নম্বরের ১২০টি অবজেক্টিভ মাল্টিপল চয়েস টাইপের প্রশ্ন হবে এইসব বিষয়ে—১. জেনারেল অ্যাওয়ারনেস ৫০ নম্বরের ৫০টি প্রশ্ন, ২. অঙ্ক ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন, ৩. জেনারেল ইন্টেলিজেন্স অ্যান্ড রিজনিং ৩৫ নম্বরের ৩৫টি প্রশ্ন।

সময় থাকবে ৯০ মিনিট।

নেগেটিভ মার্কিং আছে। ৩টি প্রশ্নের ভুল উত্তরের জন্য প্রাপ্ত নম্বর থেকে ১ নম্বর কাটা যাবে।

লিখিত পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে সংশ্লিষ্ট রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের স্থানীয় ভাষায়, ইংরেজি, হিন্দি ও উর্দুতে।

বাংলায় প্রশ্ন: কলকাতা, শিলিগুড়ি, মালদা, রাঁচি ও গুয়াহাটি রেল রিক্রুট বোর্ডের পরীক্ষায় প্রশ্ন হবে বাংলায়।

দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে স্টেশন মাস্টার পদের বেলায় কম্পিউটার বেসড স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

জুনিয়ার ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, সনিয়র ক্লার্ক কাম টাইপিস্ট, জুনিয়ার অ্যাকাউন্ট অ্যাসিস্ট্যান্ট কাম টাইপিস্ট পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে টাইপিং স্কিল টেস্ট হবে। তারপর সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন ও ডাক্তারি পরীক্ষা।

ট্রেন্স ক্লার্ক, চিফ কমার্শিয়াল কাম টিকিট সুপারভাইজার, গুডস ট্রেন্স ম্যানেজার পদের বেলায় দ্বিতীয় পর্যায়ের পরীক্ষায় সফল হলে সার্টিফিকেট ভেরিফিকেশন আর ডাক্তারি পরীক্ষা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদন করতে হবে অনলাইনে। গ্র্যাজুয়েট যোগ্যতার জন্য আবেদন করবেন ১৪ সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ অক্টোবর পর্যন্ত।

উচ্চমাধ্যমিক যোগ্যতার জন্য আবেদন করবেন ২১ সেপ্টেম্বর থেকে ২০ অক্টোবর পর্যন্ত।

উল্লেখ্য, যাঁরা যে রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডে আবেদন করতে চান, সেই রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে আবেদন করবেন। এজন্য আবেদনকারীর বৈধ একটি ই-মেল আইডি থাকতে হবে।

এছাড়াও পাসপোর্ট মাপের রঙিন ফোটো ৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে ও সাক্ষর ৩০ থেকে ৭০ কেবির মধ্যে স্ক্যান করে নেবেন। যে ফোটো স্ক্যান করবেন সেই ফোটোর ১২ কপি নিজের কাছে রেখে দেবেন। পরবর্তী ধাপে পরীক্ষার জন্য এগুলি কাজে লাগবে।

প্রথমে সংশ্লিষ্ট রেল রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের ওয়েবসাইটে গিয়ে যাবতীয় তথ্য দিয়ে আবেদন করবেন। তখন ইউজার আইডি ও পাসওয়ার্ড পাবেন। তারপর স্ক্যান করা যাবতীয় প্রমাণপত্র আপলোড করবেন।

এরপর পরীক্ষা ফি বাবদ ৫০০ টাকা (তপশিলি, প্রতিবন্ধী, মহিলা, প্রাক্তন সমরকর্মী, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীদের বেলায় ২৫০) টাকা অনলাইনে ডেবিট কার্ড, ক্রেডিট কার্ড বা নেট ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে জমা দেবেন। টাকা জমা দেওয়ার পর সিস্টেম জেনারেটেড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম প্রিন্ট করে নেবেন।

সাধারণ প্রার্থীরা সিবিটি পরীক্ষা দিয়ে থাকলে পরীক্ষা ফি থেকে ৪০০ টাকা আর তপশিলি, প্রাক্তন সমরকর্মী, মহিলা, ট্রান্সজেন্ডার, সংখ্যালঘু, অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া প্রার্থীরা সিবিটি পরীক্ষা দিয়ে থাকলে ২৫০ টাকা ফেরত পেয়ে যাবেন ব্যাংক চার্জ কেটে।

কোনও ভুল হয়ে থাকলে তা পুনরায় ঠিক করে নিতে পারবেন।

কোন রেলওয়ে রিক্রুটমেন্ট বোর্ডের কোন ওয়েবসাইট তা বিস্তারিত জানতে দেখুন ওয়েবসাইট। কলকাতা RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbkolkata.gov.in, মালদা RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbmalda.gov.in, শিলিগুড়ি RRB-র ওয়েবসাইট www.rrbsiliguri.org

কেন্দ্রীয় ৮ বাহিনীতে কয়েক হাজার কনস্টেবল

আবেদন শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে

কেন্দ্রীয় সরকারের চাকরি মানেই তুলনামূলক ভাবে অনেকটাই বেশি মাইনে। কনস্টেবল পদে কয়েক হাজার পদে নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। উপযুক্ত যোগ্যতা থাকলে এখনই আবেদন করুন।

কোন পদে নিয়োগ: কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের অধীন বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, সেন্ট্রাল ইন্ডাস্ট্রিয়াল সিকিউরিটি ফোর্স, ইন্দো-তিব্বত সীমান্ত পুলিশ, সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স, সশস্ত্র সীমা বল ও সেক্রেটারিয়েট, সিকিউরিটি ফোর্স (এসএসএফ)-এ কনস্টেবল (জেনারেল ডিউটি) পদে আর আসাম রাইফেলসে রাইফেলম্যান (জেনারেল ডিউটি) পদে প্রায় ৩০ হাজারের বেশি ছেলেমেয়ে নেওয়ার জন্য আবেদনপত্র নেওয়া শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে।

কমপক্ষে মাধ্যমিক উত্তীর্ণ ছেলেমেয়েরা এই পদের জন্য আবেদন করতে পারেন।

বয়স: বয়স হতে হবে ১-১-২০২৫-এর হিসাবে ১৮ থেকে ২৩ বছরের মধ্যে অর্থাৎ জন্মতারিখ হতে হবে ০২-০১-২০02 থেকে ০১-০১-২০০৭-এর মধ্যে।

ওবিসি সম্প্রদায়ের প্রার্থীরা ৩ বছর, তপশিলিরা ৫ বছর আর প্রাক্তন সমরকর্মী ও বিভাগীয় কর্মীরা যথারীতি বয়সে ছাড় পাবেন।

শরীরের মাপজোখ হতে হবে ছেলেদের ক্ষেত্রে লম্বায় অন্তত ১৭০ সেমি (তপশিলি উপজাতি হলে ১৬২.৫ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৬৫ সেমি আর ত্রিপুরা ও সিকিমের নকশাল অধ্যুষিত প্রার্থীদের বেলায় ১৬০ সেমি) আর বুকের ছাতি না ফুলিয়ে ৮০ সেমি ও ফুলিয়ে ৮৫ সেমি (পার্বত্য এলাকার হলে যথাক্রমে ৭৮ ও ৮৩ সেমি)।

মহিলাদের বেলায় লম্বায় অন্তত ১৫৭ সেমি (তপশিলি উপজাতি হলে ১৫০ সেমি, অসম, ত্রিপুরা, মিজোরাম ও পার্বত্য এলাকার প্রার্থী হলে ১৫৫ সেমি)।

দৃষ্টিশক্তি দরকার দূরের বেলায় একচোখে ৬/৬ এবং অন্য চোখে ৬/৯। কাছের বেলায় ভালো চোখে N6 এবং খারাপ চোখে N9. ওজন হতে হবে উচ্চতা ও বয়সের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভাঙা হাঁটু, পায়ের চ্যাটালো পাতা, ধনুকের মতো পা, ট্যারা দৃষ্টি, শুধুমাত্র বাঁ চোখ বোজানোয় অক্ষমতা, আঙুলগুলি নাড়াচাড়া করায় অক্ষমতা, শিরাস্ফীতি, অন্য কোনও শারীরিক ত্রুটি, চোখে চশমা বা কন্ট্যাক্ট লেন্স কিংবা বর্ণান্ধিতা থাকলে আবেদন করবেন না।

মূল মাইনে: ২১৭০০-৬৯১০০ টাকা।

প্রার্থী বাছাই: যোগ্য প্রার্থীদের বাছাই করবে স্টাফ সিলেকশন কমিশন 'কনস্টেবল (জিডি) ইন সেন্ট্রাল আর্মড পুলিশ ফোর্সেস (সিএপিএফএস), এসএসএফ, রাইফেলম্যান (জিডি) ইন আসাম রাইফেলস এগজামিনেশন, ২০২৫-এর পরীক্ষার মাধ্যমে।

প্রার্থী বাছাইয়ের পরীক্ষা: প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য প্রথমে কম্পিউটার বেসড পরীক্ষা (সিবিই) হবে আগামী বছর জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি মাস নাগাদ।

প্রশ্নপত্র হবে বাংলাতেও: এই পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বাংলা ভাষা সহ সারা রাজ্যের ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায়।

কোন মানের প্রশ্ন: মাধ্যমিক মানের প্রশ্ন হবে।

কম্পিউটার বেসড পরীক্ষায় সফল হলে শারীরিক মাপজোখের পরীক্ষা (পিএসটি) ও শারীরিক সক্ষমতার পরীক্ষার (PET) জন্য ডাকা হবে। সেই সময় যাবতীয় সার্টিফিকেট পরীক্ষা করা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: আবেদন শুরু হয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে এই ওয়েবসাইটে www.ssc.gov.in

স্টেট ব্যাংকে ৫৮ পদে

আবেদনের শেষ তারিখ ২৪ সেপ্টেম্বর

স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া স্পেশালিস্ট ক্যাডার পদে কর্মী নিয়োগ করবে। এটি অফিসার পদমর্যাদার।

যেসব পদে নিয়োগ: ব্যাংকে নিয়োগ হবে ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট (আইটি-আর্কিটেক্ট), ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট (প্ল্যাটফর্ম ওনার), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (আইটি-আর্কিটেক্ট), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (ক্লাউড অপারেশন্স), অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (ইউএক্স লিড, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট (সিকিউরিটি অ্যান্ড রিস্ক ম্যানেজমেন্ট), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (আইটি-আর্কিটেক্ট), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ক্লাউড অপারেশন্স), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ক্লাউড সিকিউরিটি), সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (ডেটা সেন্টার অপারেশন্স) এবং সিনিয়র স্পেশাল এগজিকিউটিভ (প্রোকিয়োরমেন্ট অ্যানালিস্ট) পদে।

মোট শূন্যপদ: ৫৮।

নিয়োগ চুক্তির ভিত্তিতে: উল্লিখিত পদগুলিতে প্রাথমিক ভাবে তিন বছরের জন্য নিয়োগ করা হবে কর্মীদের। এরপর আরও দু'বছর বাড়ানো হতে পারে চুক্তির মেয়াদ।

প্রার্থীর বয়স: ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়ার স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদে আবেদনের জন্য প্রার্থীদের বয়স যথাক্রমে ৩১-৪৫ বছর, ২৯-৪২ বছর এবং ২৭-৪০ বছরের মধ্যে হতে হবে। সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তদের জন্য থাকছে ছাড়। ডেপুটি ভাইস প্রেসিডেন্ট, অ্যাসিস্ট্যান্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং সিনিয়ার স্পেশাল এগজিকিউটিভ পদে নিযুক্তদের সর্বাধিক বার্ষিক পারিশ্রমিক হবে যথাক্রমে ৪৫ লক্ষ, ৩৫ লক্ষ এবং ২৯ লক্ষ। বিভিন্ন পদে আবেদনের জন্য শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাদারি অভিজ্ঞতা পৃথক। বিশদে জানতে দেখুন মূল বিজ্ঞপ্তি। প্রাথমিক বাছাইয়ের পরে ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে যোগ্য প্রার্থীদের নির্বাচন করা হবে।

আবেদন করতে চাইলে: ব্যাংকের ওয়েবসাইটে (https://sbi.co.in/web/careers) গিয়ে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করতে হবে। আবেদনমূল্য বাবদ ৭৫০ টাকা জমা দিতে হবে। আবেদনমূল্যে ছাড় পাবেন সংরক্ষিত শ্রেণিভুক্তরা। এর পর সমস্ত প্রয়োজনীয় নথি অনলাইনে আপলোড করতে হবে।

আবেদনের শেষ দিন: আগামী ২৪ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।

ফালাকাটায় সন্ধ্যা হতেই বাড়ে মদ্যপদের দাপট

বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাচ্ছে মদ

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটার অলিগলিতে এখন সন্ধ্যা হতেই বাড়ছে মদ্যপদের অত্যাচার। মদ খেয়ে গালাগাল করা থেকে শুরু করে মারপিটের ঘটনাও ঘটছে। তবে মাতালদের অত্যাচার যে শুধুমাত্র সন্ধ্যা থেকে বাড়ে তা কিন্তু নয়। দিনেও অনেকে নেশা করে বিভিন্ন কাণ্ড ঘটাচ্ছেন। বৃহস্পতিবারও এক ব্যক্তি অপ্রকৃতিস্থ হয়ে স্কুল ছাত্রীর গায়ে হাত দেয় বলে অভিযোগ। এমনকি নেশাগ্রস্তকে জুতোপেটা পর্যন্ত করেন সেই ছাত্রীর মা। এই ঘটনা দিন-দিন বেড়েই চলেছে। সামনে উৎসবের মরশুম। তার আগে ফালাকাটায় মাতালদের অত্যাচার বন্ধ করার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের দাবি তোলা হয়েছে।

ফালাকাটায় দিন-দিন এই মদ্যপের সংখ্যা বাড়ার কারণ কী? জানা গিয়েছে, শহরে এখন মদ সহজেই পাওয়া যায়। একাধিক ধাবায় লাইসেন্স এবং লাইসেন্স ছাড়াও ঢালাও মদ বিক্রি হচ্ছে। শহরের যুব সম্প্রদায় ধাবায় বসে মদ খাচ্ছে। গত কয়েক বছর আগে পর্যন্তও ধাবাগুলির অবস্থা এতটা ভালো ছিল না। তবে দু'-তিন বছর ধরে পানশালাগুলিতে দেদার মদ বিক্রি হচ্ছে। এছাড়াও এখন ফালাকাটায় হাতে হাতে মদ মেলে সহজেই। একবার বললেই মদ বাড়িতে চলে আসবে।

তবে কীভাবে আসে এই মদ? জানা গিয়েছে, শহরে অনেক এজেন্ট রয়েছে। তাদের কাজই হল সন্ধ্যার পর থেকে মদ সাপ্লাই দেওয়া। অনেকে সাইকেলে করে ব্যাগে মদের বোতল নিয়ে ঘোরে। ক্রেতার চাহিদামতো মদ পৌঁছে যায়। দোকান থেকে সামান্য বেশি দাম নেওয়া হয়। আবার অনেক টোটোচালকও রয়েছে, যারা খদ্দেরদের পছন্দ মতো মদ এনে পৌঁছে দিচ্ছে বলে অভিযোগ উঠছে। বাড়তি লাভের আশায় এই কাজ করছে অনেকেই।

ফালাকাটা শহরের বিভিন্ন স্তরের ব্যক্তিরা এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি তুলেছেন। সামাজিক পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, তার আর্জিও জানিয়েছেন তাঁরা।

কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা যাতে না ঘটে তার জন্য পুলিশকে অনুরোধ করব সতর্ক থাকতে। রাস্তায় কেউ কোথাও ঝামেলা করলে তার বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ করবে পুলিশ।
- প্রদীপ মুহুরি *চেয়ারম্যান ফালাকাটা পুরসভা*

কীভাবে কারবার?

- শহরে অনেক এজেন্ট রয়েছে,তাদের কাজই হল সন্ধ্যার পর থেকে মদ সাপ্লাই দেওয়া
- অনেকে সাইকেলে করে ব্যাগে মদের বোতল নিয়ে ঘোরে
- ক্রেতার চাহিদামতো মদ পৌঁছে যায়, এরজন্য সামান্য বেশি দাম নেওয়া হয়
- আবার অনেক টোটোচালকও রয়েছে, যারা খদ্দেরদের পছন্দ মতো মদ এনে পৌঁছে দিচ্ছে
- বাড়তি লাভের আশায় এই কাজ করছে অনেকেই

ফালাকাটা নাগরিক মঞ্চের অন্যতম কর্মকর্তা কাকলী ভদ্রের কথায়, 'কে কী নেশা করবে সেটা একেবারে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু নেশা করে রাস্তাঘাটে কেউ দুর্ব্যবহার করবে এটা মানা যায় না। এর জন্য পুলিশকেই প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে হবে।'

শহরের বিশিষ্ট শিক্ষক প্রবীর রায়চৌধুরী বলেন, 'সন্ধ্যা থেকে অনেকেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। অনেক ছাত্রীই সন্ধ্যার পর টিউশনি পড়তে বাড়ির বাইরে বের হয়। একটা ভয় রয়েই যায়। শহরের অলিগলিতেও সন্ধ্যা থেকে পুলিশের নজরদারির প্রয়োজন রয়েছে।'

ফালাকাটা থানার পুলিশ অবশ্য জানিয়েছে, নেশাগ্রস্ত হয়ে কেউ অন্যদের সমস্যা করছে এমন ঘটনা নজরে এলেই ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। এমনকি তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে। পুলিশের এমন দাবিকে সমর্থন করলেও আরও কড়া দাওয়াইয়ের দাবি উঠেছে।

হাসপাতালে জলের লাইন সংস্কার চলছে। শুক্রবার। - সংবাদচিত্র

পালটানো হবে ফাটা পাইপও

হাসপাতালে জলের লাইন সংস্কার শুরু

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : অবশেষে জেলা হাসপাতালের পানীয় জলের বেহাল লাইন সংস্কারের কাজ শুরু করল জেলা জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর। সম্প্রতি জেলা হাসপাতালে জলের লাইন সংস্কার শুরু করা হয়। আপাতত হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকের সামনে জলের লাইনের জায়গা পরিবর্তন করার কাজ শুরু হয়েছে।

এবিষয়ে পিএইচই'র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডলের বক্তব্য, 'হাসপাতালের বেশ কয়েকটি কাজ হবে। কয়েক জায়গায় জলের লাইনের জায়গা বদল হবে। কিছু জায়গায় পাইপ ফেটেছে সেগুলোও সংস্কার করা হবে।'

গত মাসেই জেলা হাসপাতালের এই জলের সমস্যা নিয়ে হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির বৈঠকে আলোচনা হয়। এরপর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে নিয়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তর ও পূর্ত দপ্তরের ইঞ্জিনিয়াররা হাসপাতাল পরিদর্শন করেন। এই দুই দপ্তর যৌথভাবে জেলা হাসপাতালের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জল পৌঁছানোর কাজ করে। ওই পরিদর্শনের পর সমস্যা নিয়ে জেলা হাসপাতালের সুপারের ঘরে আলোচনার সময় দেখা যায়, দুই দপ্তরের কর্মীদের মধ্যে যথেষ্ট সমন্বয়ের অভাব রয়েছে। পানীয় জলের সমস্যা নিয়ে এক দপ্তর আরেক দপ্তরের দিকে অভিযোগ তুলতে থাকে।

> হাসপাতালের বেশ কয়েকটি কাজ হবে। কয়েক জায়গায় জলের লাইনের জায়গা বদল হবে। কিছু জায়গায় পাইপ ফেটেছে সেগুলোও সংস্কার করা হবে।
> **- ধীরাজ মণ্ডল**
> এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, পিএইচই

হাসপাতালের বিভিন্ন ওয়ার্ডে জলের সমস্যা দেখা যায় বলে অভিযোগ। অন্যদিকে, কয়েক জায়গায় সবসময় জল অপচয় হয়। এমনকি ট্যাংক ভর্তি হয়ে গেলেও সেগুলো বন্ধ করা হয় না। দীর্ঘদিন ধরে এই পাইপ থেকে জল পড়ে হাসপাতালের বেশ কয়েকটি দেওয়াল বেহাল হয়েছে। আবার কয়েক জায়গায় মাটির নীচের পাইপ ফেটেও জল অপচয় হয়। সেই সব জায়গা সংস্কারের কাজ শুরু হয়েছে। পাইপে জলের প্রেশার নিয়ন্ত্রণের জন্য ভালভও লাগানো হবে। এছাড়াও জেলা হাসপাতালের নতুন ভবনের পাশে যে জায়গায় পাইপ ফেটেছে সেটাও পালটানো হবে।

পিএইচই কাজ শুরু করলেও পূর্ত দপ্তর তাদের কাজ কবে করবে সেটা পরিষ্কার নয়। পূর্ত দপ্তরেরও হাসপাতালের সংস্কারের জন্য বিভিন্ন কাজ করার কথা রয়েছে। কবে সেই কাজ হবে সেগুলো পরিষ্কার করছে না ওই দপ্তর। পূর্ত দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার প্রদীপ হালাদারের কথায়, 'আলোচনা হচ্ছে। শীঘ্রই কাজ শুরু হবে।'

অন্যদিকে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষও চাইছে দ্রুত কাজ হোক। হাসপাতালের সুপার ডাঃ পরিতোষ মণ্ডলের মতে, 'আমার চাই দ্রুত সংস্কারের কাজ শেষ হোক। এতে রোগীরা ভালো পরিষেবা পাবে।'

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

শুক্রবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	৮
বি পজিটিভ	১০
ও পজিটিভ	১৮
এবি পজিটিভ	৪
এ নেগেটিভ	১
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	২
এবি নেগেটিভ	১

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	১

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	০
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

প্রতিবাদ মিছিল

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির উদ্যোগে আরজি করের ঘটনার প্রতিবাদে মিছিলের আয়োজন করা হয়। বেলতলা মোড় এলাকার কর্মচারী ভবন থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে শহরের চৌপথি এলাকায় গিয়ে শেষ হয়। আরজি করের ঘটনায় দোষীদের দ্রুত শাস্তির দাবি জানানোর পাশাপাশি ন্যায়বিচারের দাবিতে সরব হন তাঁরা।

গণেশপুজো উপলক্ষ্যে লাড্ডু, মোদক বানানো হচ্ছে। একদিকে হচ্ছে ছোট লাড্ডু, আরেকদিকে মোদক ও বড় লাড্ডু। বেলতলা মোড়ে শুক্রবার।

লাড্ডু, মোদকে জমজমাট প্রস্তুতি

দামিনী সাহা

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : গণেশপুজো মানেই মোদক ও লাড্ডু। আগে তেমন আয়োজন না থাকলেও এখন শহরে একাধিক পুজোর আয়োজন করা হচ্ছে বিভিন্ন ক্লাবের তরফে। গণেশ চতুর্থী উপলক্ষ্যে শহরজুড়ে এখন উৎসবের আমেজ, আর এই উৎসবের অন্যতম প্রধান আকর্ষণ গণেশের প্রিয় লাড্ডু।

শহরে গণেশপুজোর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পাশাপাশি বাড়ছে লাড্ডুর চাহিদাও। এই চাহিদা মেটাতে শহরের দোকানগুলিতে আসছেন বাইরের কারিগররা। অমর টকিজের কাছে একটি মিষ্টির দোকানে কারিগররা এসেছেন গুজরাট থেকে। বিশেষ লাড্ডু বানাচ্ছেন তাঁরা। ১১ কিলোগ্রাম ওজনের একটি বিশেষ লাড্ডু তৈরি হচ্ছে, যা এবারের পুজোয় অন্যতম আকর্ষণ হতে চলেছে।

এছাড়াও শহরের মিষ্টির বিভিন্ন দোকানে পাওয়া যাচ্ছে ঘিয়ে ভাজা লাড্ডু, বেসনের লাড্ডু, মোতিচুর লাড্ডু, কানপুরি লাড্ডুর মতো ভিন্ন ভিন্ন স্বাদের লাড্ডু। শুধু যে লাড্ডুই জনপ্রিয়তা পাচ্ছে তা নয়, গণেশের প্রিয় মোদকও রয়েছে এই তালিকায়। ক্ষীরের বিশেষ মোদকের চাহিদাও তুঙ্গে।

বেলতলা মোড়ের এক মিষ্টির দোকানে ৫ কেজি ওজনের লাড্ডুর অর্ডার এসেছে। দোকানের কর্ণধার জয়দেব ঘোষের কথায়, 'প্রতি কেজি লাড্ডু ৪০০ টাকায় বিক্রি হচ্ছে। গতবছর আমরা ২৫ কেজি ওজনের লাড্ডু তৈরি করেছিলাম। এবারও আমরা আশাবাদী, বড় সাইজের লাড্ডুর বিক্রি হবে। অর্ডারও এসেছে প্রচুর।'

শুধু এখানেই নয়, শহরের মাড়োয়ারিপট্টি এলাকার মিষ্টির দোকানেও লাড্ডুর ব্যাপক চাহিদা দেখা গিয়েছে। লাড্ডু তৈরির জন্য বাইরে থেকে কারিগরদের আনা হয়েছে। যাঁরা গুণগতমান বজায় রেখে একসঙ্গে প্রচুর লাড্ডু তৈরি করছেন। ব্যবসায়ীদের কথায়, সব ধরনের লাড্ডু তো বটেই। বিশেষ করে ২০০ গ্রাম, ৫০০ গ্রাম, ১ কিলো ওজনের লাড্ডুর ব্যাপক চাহিদা রয়েছে। ছোট সাইজের লাড্ডুর অর্ডার এসেছে। তাঁদের মতে, ছোট সাইজের লাড্ডুর চাহিদা বিশেষ করে বাড়ছে। কারণ শুধু বড় ক্লাব নয়, অনেক দোকান এবং বাড়িতে পুজো রয়েছে। সেখান থেকেও অর্ডার আসছে।

শহরের বড়বাজার এলাকার একটি মিষ্টি ব্যবসায়ী প্রমোদ বাফনা বলেন, 'গণেশপুজো উপলক্ষ্যে আমরা ভিন্ন ধরনের লাড্ডু এনেছি। বিক্রিও বেশ ভালো হচ্ছে।' এর পাশাপাশি মোদকের চাহিদাও রয়েছে দোকানগুলিতে। বিভিন্ন ফ্লেভার ও রংয়ের মোদক এখন পাওয়া যাচ্ছে দোকানে দোকানে। তা কিনতে ভিড় জমিয়েছেন ক্লাবের কর্মকর্তা থেকে শুরু করে যাঁরা বাড়িতে বা দোকানে পুজো করবেন, তাঁরা সকলে।

লাড্ডুর অর্ডার দিতে এসেছিলেন এক ক্রেতা। তাঁরা ব্যবসায়ী সমিতির তরফে পুজোর আয়োজন করেছেন। ভক্তদের জন্য লাড্ডু অর্ডার করেছিলেন। প্রায় ১৫০০টি লাড্ডু অর্ডার করেন তিনি। এখন লাড্ডু উৎসবের এক অংশ। প্রতিটি মিষ্টির দোকানে মোদক, লাড্ডু পাওয়া যাচ্ছে। পুজোর বাজার জমজমাট হয়ে উঠছে। শনিবার গণেশপুজো। তার তোড়জোড় চলছে আলিপুরদুয়ার শহরজুড়ে।

রকমারি...

- মোতিচুর লাড্ডু
- কানপুরি লাড্ডু
- বেসনের লাড্ডু
- ক্ষীরের মোদক
- রঙিন মোদক

কর্মীদের মারধর করায় প্রতিবাদ বিজেপির

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : ২৮ অগাস্ট বাংলা বনধের দিন আলিপুরদুয়ার জংশন ডিআরএম চৌপথি সংলগ্ন এলাকায় বিজেপি কর্মীদের উপর হামলা হয়। বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি সহ আরও বেশ কয়েকজন আহত হন ঘটনায়। শুক্রবার সেই হামলার প্রতিবাদে বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে একটি বিক্ষোভ মিছিল হয়। মিছিলটি দমনপুর চৌপথি থেকে শুরু হয়ে শেষ হয় জংশন লিচুতলা এলাকায়।

মিছিলে প্রায় একশোজনকে দেখা যায়। আলিপুরদুয়ারের বিজেপি সাংসদ তথা জেলা সভাপতি মনোজ টিগ্গা কর্মসূচির প্রথম সারিতে থেকে নেতৃত্ব দেন। উপস্থিত ছিলেন বিজেপি ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ দত্ত সহ অন্য কর্মীরা।

মনোজ বলেন, 'ছাত্রসমাজের নবান্ন অভিযানের সময় পুলিশের আক্রমণের প্রতিবাদে বিজেপির ডাকা বনধে সকলেই সমর্থন জানান। এই দেখে শাসকদলের দুষ্কৃতীরা দিশা না পেয়ে নিরীহ ও নিরস্ত্র বিজেপি কর্মীদের উপর জংশন ডিআরএম চৌপথি এলাকায় আক্রমণ করে। মণ্ডল সভাপতি সহ আরও কয়েকজন বিজেপি কর্মী আহত হন। পুলিশ নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। পুলিশের সাহায্যে দুষ্কৃতীদের দিয়ে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণ করে বিজেপির আন্দোলন দমন করা যায়নি, আর যাবেও না।'

বিজেপির ৪ নম্বর মণ্ডল সভাপতি বিশ্বজিৎ দত্ত বলেন, 'এখনও সময় আছে। পুলিশ নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করুক। নইলে আগামীতে বিজেপি কর্মীদের উপর আক্রমণের ঘটনা ঘটলে বিজেপিও চুপ করে বসে থাকবে না।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'আইনশৃঙ্খলার পরিস্থিতির অবনতি হলে তার দায় প্রশাসনকে নিতে হবে।'

বিবেকানন্দ ২ নম্বর অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি সুকান্ত দে এদিকে বলেন, 'ওরা কী মনে করছে, তা বলতে পারব না। তবে ওরা যদি বেশি লাফালাফি করে তাহলে তৃণমূল কর্মীরাও চুপ করে বসে থাকবে না।' তাঁর পালটা অভিযোগ, 'সেদিনের ঘটনার সূত্রপাত তৃণমূল কর্মীরা করেননি। বিজেপি কর্মীরাই শুরু করেছিলেন। আর সেই কারণে একটু ধাক্কাধাক্কি হয়েছিল মাত্র।'

বাবুপাড়ায় রাস্তার উদ্বোধন

ফালাকাটা, ৬ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা শহরের বাবুপাড়া দুর্গা মন্দির থেকে মাদারি রোড পর্যন্ত একটি রাস্তার উদ্বোধন করা হল। শুক্রবার রাস্তাটির আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি। এই রাস্তাটি চালু হয়ে যাওয়ায় এখন থেকে ট্রাফিকের ভিড় এড়িয়ে মাদারি রোডে যাতায়াত করতে পারবেন সাধারণ মানুষ।

> পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই রাস্তা, নালার কাজ চলছে। বাবুপাড়ার রাস্তাটি উদ্বোধন করা হল। রাস্তা তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।
> **-প্রদীপ মুহুরি**
> চেয়ারম্যান, ফালাকাটা পুরসভা

রাস্তা উদ্বোধনের পর পুরসভার চেয়ারম্যান প্রদীপ মুহুরি বলেন, 'পুরসভার ১৮টি ওয়ার্ডেই রাস্তা, নালার কাজ চলছে। বাবুপাড়ার রাস্তাটি উদ্বোধন করা হল। রাস্তা তৈরিতে খরচ হয়েছে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা।' বাবুপাড়ার এই রাস্তাটি ১৫৭ মিটার লম্বা এবং গার্ডওয়াল দিয়ে সাড়ে ৪ মিটার চওড়া। রাস্তাটি উদ্বোধনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার কাউন্সিলার রুমা সরকার, কাউন্সিলার রতন সরকার সহ অন্যরা।

নির্দেশ উপেক্ষা করে হকাররা ফুটপাথেই

মণীন্দ্রনারায়ণ সিংহ

আলিপুরদুয়ার, ৬ সেপ্টেম্বর : পুরসভার চরম হুঁশিয়ারিকে একেবারে পাত্তা না দিয়েই ফুটপাথ দখল করে বসছেন হকাররা। ফুড জোন থাকলেও সেখানে কেউ ব্যবসা করছেন না। ২৭ অগাস্ট রাস্তায় বসা হকারদের ডেকে পুরসভার তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়, তাঁদের জন্য চিহ্নিত জোনেই গিয়ে কারবার করতে হবে। তা না হলে বরাদ্দের জায়গা যেমন হারাবেন হকাররা, আবার রাস্তা থেকেও সরিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেদিনের বৈঠকে পুরসভা কর্তৃপক্ষের কাছে হকারদের আর্জি ছিল, সামনের পুজো পর্যন্ত যাতে তাঁদের ফুটপাথেই ব্যবসা করতে দেওয়া হোক। যদিও পুরসভার প্রতিনিধিরা হকারদের সেই আবেদনে সাড়া দেয়নি। বারবার বলা সত্ত্বেও হকাররা নির্দিষ্ট জোনে না গিয়ে রাস্তায় কারবার চালানোয় বিরক্ত পুরসভা কর্তৃপক্ষও।

পার্ক রোডে ফাস্টফুডের স্টল। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর বলেন, 'আমরা যে হকারদের জায়গা দিয়েছি, বারবার বলা হলেও সেখানে যাচ্ছেন না কেউ। এরপর পুরসভা থেকে রাস্তার ধারে বসানো দোকানপাট বাজেয়াপ্ত করা হবে।'

আলিপুরদুয়ার পুরসভার তরফে থানা মোড়ে চিহ্নিত ফুড জোনে প্রায় ৫০ জন হকারের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হয়। সেই জায়গা লটারির মাধ্যমে মাসখানেকেরও বেশি সময় আগে হকারদের দেওয়া হলেও সেখানে একদিনের জন্যও কেউ ব্যবসা করেননি। আলোর সমস্যা সহ নানা অজুহাত দেখানো হয়, সেখানে হকাররা না যাওয়ায় প্রাইভেট কিছু গাড়ি পার্কিং করছে। সন্ধ্যার পর সেখানে নেশার কারবারিরাও সক্রিয় হয়।

এখন শহরে একটি মেলা চলছে। হকাররা প্রশাসনিক অভিযানের পর কেউ কেউ সেই মেলাতেই দোকানপাট নিয়ে বসেছেন। ৮ সেপ্টেম্বর মেলা শেষ হবে। ফুড জোনে জায়গা পাওয়া ওই হকাররা তারপরই নাকি ব্যবসা শুরু করতে পারবেন তাঁদের নিজস্ব জায়গায়।

কোর্ট মোড় থেকে পার্ক রোড এমনকি পুরসভার সামনেও বিকেলের পর রাস্তা দখল করে আগের মতোই বহু ফাস্ট ফুডের দোকানপাট বসছে। এদেরও অনেকেই ফুড জোনে জায়গা পেয়েও সেখানে যেতে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

ফাস্ট ফুড ব্যবসায়ী প্রদীপ দাসের কথায়, 'আমরা সেদিনের বৈঠকে পুজো পর্যন্ত রাস্তার ধারে ফুটপাথে ব্যবসার অনুমতি চেয়েছিলাম। পুরসভার দেওয়া নতুন জায়গায় গিয়ে পুজোর আগে ব্যবসা না হলে পরিজনদের মুখে হাঁসি ফোটানো যাবে না। তাছাড়া হকারদের অনেকেই মেলায় দোকান দেওয়ায় আসছেন না। ফলে সব হকারকে একসঙ্গে সেখানে পাঠানো হলে রাস্তায় কোনও হকার না বসলে ফুড জোনে কারবার চলতে পারে।'

পার্ক রোডের এক হকার ভেলপুরির কারবারি। তিনি জানান, রাস্তার পাশে কারও সমস্যা না করে ব্যবসা চলছে। পুজোর আগে এখান থেকে সরিয়ে দিলে উৎসবের ক'টা দিন আনন্দ তো দূর, দু'বেলা খাবার জোগাড় করতে গিয়ে নাজেহাল হতে হবে।

আলিপুরদুয়ার কলেজ হল্ট ব্যবসায়ী সমিতির গণেশপুজো। শুক্রবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

৯০০ গোলের শিখরে সিআর সেভেন

পরিসংখ্যানে রোনাল্ডো

পর্তুগাল ১৩১
স্পোর্টিং লিসবন ৫
ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড ১৪৫
রিয়াল মাদ্রিদ ৪৫০
জুভেন্তাস ১০১
আল নাসের ৬৮

পেনাল্টি থেকে গোল ১৬৪
ফ্রি কিক থেকে গোল ৬৪
হ্যাটট্রিক ৬৬

লিসবন, ৬ সেপ্টেম্বর : ২০০২ সালের ১৪ অগাস্ট। ইন্টার মিলানের বিরুদ্ধে পর্তুগিজ ক্লাব স্পোর্টিং লিসবনের জার্সিতে অভিষেক হয়েছিল এক রোগাপাতলা চেহারার ১৭ বছর বয়সি ফুটবলারের। তারপর কেটে গিয়েছে ২২ বছর। সেই রোগাপাতলা চেহারার ফুটবলারই সর্বকালের সেরাদের একজন। গত দুই দশক যিনি মাতিয়ে রেখেছেন বিশ্ব ফুটবলকে। তিনি ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। নিত্যনতুন রেকর্ড গড়াটা যেন তাঁর মজ্জাগত। সেই তালিকায় যুক্ত হল আরও একটি নজির। বিশ্বের প্রথম ফুটবলার হিসেবে ৯০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় গভীররাতে উয়েফা নেশন্স লিগের ক্রোয়েশিয়ার বিরুদ্ধে গোল করে এই কীর্তি গড়েছেন তিনি।

এদনি ম্যাচের ৭ মিনিটে ডিয়েগো ডালটের গোলে এগিয়ে যায় পর্তুগাল। ৩৪ মিনিটে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। নুনো মেন্ডেজের ক্রস থেকে গোল করেন সিআর সেভেন। গোলের পর চিরাচরিত সেলিব্রেশনের পরিবর্তে হাঁটু মুড়ে মাঠে বসে পড়েন পর্তুগিজ মহাতারকা। কেরিয়ারের শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে নজির গড়েও কিছুটা সংযমী তিনি। এমনিতে রোনাল্ডো মানেই আগ্রাসনের চূড়ান্ত নিদর্শন। অনন্য কীর্তি গড়ার পর রোনাল্ডো বলেছেন, ‘এই রকম নজির গড়তে পারাটা খুব আবেগের বিষয়। তবে এই নজির গড়তে কতটা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা শুধু আমি এবং আমার আশপাশের মানুষজন জানে। নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট রাখতে হয়েছে এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য।’

রোনাল্ডোর পরবর্তী লক্ষ্য ১০০০ গোলের মাইলফলক স্পর্শ করা। তিনি বলেন, ‘১০০০ গোল করতে চাই। যদি আমি কোনও বড় চোট না পাই তাহলে এটাই আমার মূল লক্ষ্য হবে।’ কেরিয়ারের ক্লাব ফুটবলে সম্ভাব্য সকল ট্রফি জিতলেও দেশের জার্সিতে অধরা রয়ে গিয়েছে বিশ্বকাপ। তবে বিশ্বকাপ নিয়ে কিন্তু বিশেষ ভাবছেন না রোনাল্ডো। বরং ইউরো জয়টা তাঁর কাছে বিশ্বজয়ের সমান। তিনি বলেন, ‘পর্তুগালের হয়ে ইউরো জয়টা আমার কাছে বিশ্বকাপ জেতার সমান। আমি পর্তুগালের হয়ে ইতিমধ্যে দুটি ট্রফি জিতেছি।’

২০০২ সালের ৭ অক্টোবর কেরিয়ারের প্রথম গোল করে জানান দিয়েছিলেন ফুটবল বিশ্বকে শাসন করতে এসে গিয়েছেন। সেইসময় অবশ্য তাঁর চির প্রতিদ্বন্দ্বী লিওনেল মেসি লা মাসিয়া অ্যাকাডেমির অন্যতম সেরা প্রতিভা। তখন পেশাদার ফুটবলের রঙ্গমঞ্চে তাঁর আবির্ভাব ঘটেনি।

কেরিয়ারের ৯০০ গোলের মধ্যে ৭৬৯টি গোল ক্লাবের হয়ে এবং ১৩১টি গোল দেশের জার্সিতে করেছেন রোনাল্ডো। ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডের জার্সিতে বিশ্ব ফুটবলে প্রতিষ্ঠা পেলেও কেরিয়ারের সেরা সময় কাটিয়েছেন রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ‘লস ব্ল্যাঙ্কোস’-দের শ্বেতশুভ্র জার্সিতে ৪৫০টি গোল করেছেন রোনাল্ডো। শুধু তাই নয়, সবচেয়ে বেশি ৬৯টি গোল করেছেন ২০১১-’১২ মরশুমে। সেটাও রিয়াল মাদ্রিদের হয়ে। ‘লস ব্ল্যাঙ্কোস’-দের হয়ে খেলা ৯টি মরশুমের ৮টিতেই গোলের হাফ সেঞ্চুরি করেছেন এই পর্তুগিজ মহাতারকা। আন্তর্জাতিক ফুটবলেও সর্বকালের সর্বোচ্চ গোলদাতা রোনাল্ডো।

এক ঝলকে

স্পেন ০-০ সার্বিয়া
পোল্যান্ড ৩-২ স্কটল্যান্ড
ডেনমার্ক ২-০ সুইৎজারল্যান্ড
সান মারিনো ১-০ লিচেনস্টাইন
আজারবাইজান ১-৩ সুইডেন
বেলারুশ ০-০ বুলগেরিয়া
নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড ২-০ লুক্সেমবার্গ
এস্টোনিয়া ০-১ স্লোভাকিয়া

> এই রকম নজির গড়তে পারাটা খুব আবেগের বিষয়। তবে এই নজির গড়তে কতটা কঠোর পরিশ্রম করতে হয়েছে সেটা শুধু আমি এবং আমার আশেপাশের মানুষজন জানে। নিজেকে শারীরিক ও মানসিকভাবে ফিট রাখতে হয়েছে এই মাইলফলক স্পর্শ করার জন্য।
> -ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো

নজির গড়ার পর সতীর্থের সঙ্গে ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

খেলায় আজ

২০০৪ : আইসিসি-র বর্ষসেরা ক্রিকেটার ও টেস্টের বর্ষসেরার ক্রিকেটারের পুরস্কার পেলেন রাহুল দ্রাবিড়। একই মঞ্চে ইরফান পাঠানকে দেওয়া হয় বর্ষসেরা এমার্জিং ক্রিকেটারের পুরস্কার।

ভাইরাল

রানার ফ্লাইং কিস

গত আইপিএলে আউট করার পর বিপক্ষ ব্যাটারকে ফ্লাইং কিস দিয়ে এক ম্যাচ নির্বাসন ও ১০০ শতাংশ জরিমানার মুখে পড়েন হর্ষিত রানা। শুক্রবার দলীপ ট্রফির ম্যাচে ইন্ডিয়া ‘সি’ দলের অধিনায়ক রুতুরাজ গায়কোয়াড়কে আউট করে উলটো দিকে মুখ ঘুরিয়ে ইন্ডিয়া ‘ডি’ দলের বোলার রানা ফ্লাইং কিস দিলেন।

ইনস্টা সেরা

স্ত্রী ও পুত্রের সঙ্গে সময় কাটাচ্ছেন জসপ্রীত বুমরাহ।

সংখ্যায় চমক

২০ বছর

২০০৪ সালের ২৮ এপ্রিলের পর প্রথমবার আন্তর্জাতিক ফুটবলে জয় পেল ফিফা ক্রমতালিকায় সবার নীচে থাকা সান মারিনো। ১২০ ম্যাচ পর উয়েফা নেশনস লিগে তারা ১-০ গোলে হারিয়ে দেয় লিচেনস্টাইনকে।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. চলতি বছর শ্রীলঙ্কা ও নিউজিল্যান্ডের মধ্যে একটি টেস্টের জন্য ছয়দিন রাখা হয়েছে। কেন?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. যুবরাজ সিং, ২. মহম্মদ নিসার।

সঠিক উত্তরদাতারা

শাশ্বত গোপ, ডিআরবি বসাক, সবুজ উপাধ্যায়, পৌলোমী সাহা, শতদল কর্মকার, নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, সুখেন স্বর্ণকার, অসীম হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, অমৃত হালদার, সুজন মহন্ত, বীথিকা দাস, চিত্রা বসাক।

চিলি ম্যাচ শেষে অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াকে শূন্যে তুলে উচ্ছ্বাস আর্জেন্টিনার ফুটবলারদের।

চিলিকে হারিয়ে মারিয়াকে ফেয়ারওয়েল আর্জেন্টিনার

আর্জেন্টিনা-৩ চিলি-০

বুয়েনস আয়ার্স, ৬ সেপ্টেম্বর : পায়ের চোটের জন্য মাঠে ছিলেন না লিওনেল মেসি। আগেই অবসর ঘোষণা করে ফেলায় ছিলেন না অ্যাঞ্জেল ডি মারিয়াও। তারপরও জিতে ২০২৬ বিশ্বকাপের যোগ্যতা অর্জনের দিকে আর্জেন্টিনা এক পা বাড়িয়ে রাখল। চিলির বিরুদ্ধে ৩-০ গোলে জিতে আলবিসিলেস্তেরা দীর্ঘদিনের সতীর্থ ডি মারিয়াকে ফেয়ারওয়েল দিলেন।

এদিন খেলা দেখতে এসেছিলেন ডি মারিয়া। ম্যাচ শেষে তাঁকে আকাশে ছুড়ে দিয়ে উদযাপনে মেতে ওঠেন এমিলিয়ানো মার্টিনেজ, নিকোলাস ওটামেন্ডিরা। সতীর্থদের আবেগ দ্রুত সঞ্চারিত হয়ে যায় মারিয়ার মধ্যেও। যা আরও বাড়িয়ে দেয় তাঁকে পাঠানো মেসির বার্তা। মেসি লিখেছেন, ‘আশা করি সন্ধ্যাটা পরিবার ও নিকট আত্মীয়দের সঙ্গে তুমি ভালোই উপভোগ করেছ। আমরা যা কিছু পেতে চেয়েছিলাম সবই অর্জন করেছি। ফুটবলজীবনের সকল আনন্দ আমরা ভাগ করে নিয়েছি। তোমার অভাব অনুভব করব। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি তোমার সঙ্গে দেখা হবে।’

মেসি না থাকায় এদিন পাওলো ডিবালা ১০ নম্বর জার্সি গায়ে নেমেছিলেন। যা নিয়ে জল্পনা শুরু হয়েছে আর্জেন্টাইন যুবরাজও কি তাহলে অবসরের পথে পা বাড়াচ্ছেন?

গতিময় ফুটবল খেলার চেষ্টা করলেও প্রথমার্ধে ভালো খেলতে পারেনি আর্জেন্টিনা। তিনটি গোলই এসেছে দ্বিতীয়ার্ধে। ৪৮ মিনিটে আসে তাদের প্রথম গোল। খেলার দিক পালটে রডরিগো ডি পলকে ডান দিকে পাস বাড়ান ক্রিশ্চিয়ানো রোমেরো। কিছুটা এগিয়ে যাওয়ার পর ডি পল বল দেন হুলিয়ান আলভারেজকে। আলভারেজ চলতি বলেই ক্রস রাখেন। কিন্তু লওটারো মার্টিনেজ ফলস দেওয়ায় হতভম্ব হয়ে যায় চিলি রক্ষণ। সেই সুযোগ কাজে লাগিয়ে গোল করেন অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টার। ৮৪ মিনিটে বাঁ পায়ের শটে ম্যাচের দ্বিতীয় গোল আলভারেজের। স্টপেজ টাইমে দুরূহ কোণ থেকে গোল করে ১০ নম্বর জার্সির মর্যাদা রেখেছেন ডিবালা।

দলীপে ৪ শিকার আকাশের

উনিশের মুশিরের ১৮১, স্পিনে দাপট মানবের

বেঙ্গালুরু ও অনন্তপুর, ৬ সেপ্টেম্বর : তারুণ্যের তেজ।

দলীপ ট্রফির চলতি জোড়া ম্যাচে বছর উনিশের মুশির খান, বাইশের মানব সুথর তারুণ্যের যে পতাকা তুলে ধরছেন। গতকাল প্রথম দিনে পেস-সহায়ক পিচে সিনিয়ার সতীর্থদের ব্যর্থতার মাঝে অপরাজিত শতরানে নজর কাড়েন ভারতীয় ‘বি’ দলের মুশির খান।

আজ দ্বিতীয় দিনে বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত ‘এ’ বনাম ‘বি’ ম্যাচেও জারি মুশিরের দাপট। যার সামনে ফের ভোঁতা পেস-বাউন্সি উইকেটে খলিল আহমেদ, আবেশ খান, আকাশ দীপদের শর্ট-পিচ স্ট্র্যাটেজি। অষ্টম উইকেটে নভদীপ সাইনিকে (৫৬) নিয়ে গড়লেন ২০৫ রানের যুগলবন্দি। ১০৫ রান থেকে এদিন শুরু করে যখন কুলদীপ যাদবের শিকার হন, মুশিরের নামের পাশে ঝলমল করছে ১৮১।

৩৭৩ বলের ম্যারাথন ইনিংসে মারেন ১৬টি চার ও ৫টি ছক্কা। মুশির-ম্যাজিকের কাঁধে চড়ে ‘বি’ দল ৯৪/৭ থেকে পৌঁছে যায় ৩২১-এর ভালো জায়গায়। নয় নম্বরে নেমে ৮টি চার ও ১টি ছক্কায় প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে নিজের সর্বোচ্চ স্কোর করেন নভদীপও। বাংলার রনজি দলের সদস্য আকাশ দীপ ‘এ’ দলের পক্ষে সবাধিক চারটি উইকেট নেন।

জবাবে দ্বিতীয় দিনের শেষে ‘এ’ দলের স্কোর ১৩৪/২। মুকেশ কুমার-যশ দয়ালরা অনুকূল পরিস্থিতিতে নতুন বলে উইকেট এনে দিতে ব্যর্থ। শেষপর্যন্ত দুই ওপেনার মায়াঙ্ক আগরওয়াল (৩৬) ও অধিনায়ক শুভমান গিলকে (২৫) আউট করেন নভদীপ। রিয়ান পরাগ ও লোকেশ রাহুল দিনের শেষে যথাক্রমে অপরাজিত ২৭ ও ২৩ রানে। বাংলাদেশ সিরিজের আগে লোকেশ চাইবেন, দলীপের পিচে প্রস্তুতি আরও ভালোভাবে সেরে নিতে।

চাপের মুখে লড়াকু ইনিংসের তৃপ্তি নিয়ে মুশির বলেন, ‘উলটো দিক থেকে নিয়মিত উইকেট পড়লেও নিজেকে বলেছিলাম, উইকেট দেব না। যত বেশি সম্ভব বল খেলব। জুটির খোঁজে ছিলাম। সাইনিভাই ক্রিজে আসার পর সেই ভরসা জোগায়।’

অনন্তপুরে অনুষ্ঠিত ‘ডি’ বনাম ‘সি’ দলের টক্করে নজর কাড়লেন রাজস্থানের ২২ বছরের বাঁহাতি স্পিনার মানব সুথার। পিচে সবুজের আভা। বাউন্সি উইকেট। পেসারদের আদর্শ যে বাইশ গজেই স্পিনে কামাল মানবের। গুজরাট টাইটান্সের হয়ে গত আইপিএলে মাত্র একটি ম্যাচ খেলার সুযোগ পেয়েছেন। সেই ‘অখ্যাত’ মানবের ঘূর্ণি প্রতিপক্ষ ‘ডি’ দলের ইনিংসকে নাগালের বাইরে যেতে দেয়নি। ভারতীয় ‘ডি’ দলের ১৬৪ রানের জবাবে এদিন ‘সি’ দলের প্রথম ইনিংস ১৬৮ রানে শেষ হয়। দিনের শুরুতেই অভিষেক পোড়েল (৩৪) ফেরার পর দলকে টানেন বাবা ইন্দ্রজিৎ (৭২)। ৪ উইকেট নেন হর্ষিত রানা। ৪ রানে পিছিয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে দ্বিতীয় দিনের শেষে ‘ডি’ দলের স্কোর ২০৬/৮। আট উইকেটের মধ্যে একাই পাঁচটি নেন মানব (৫/৩০)।

প্রথম ইনিংসের ব্যর্থতা ঝেড়ে এদিন হাফ সেঞ্চুরি করেন ‘সি’ দলের অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৫৬) ও দেবদূত পাডিক্কাল (৫৪)। রিকি ভুঁই করেন ৪৪। প্রথম ইনিংসের ৮৬ করা অক্ষর অপরাজিত ১১ রানে। সবমিলিয়ে ‘ডি’ দলের লিড ২০২। হাতে অবশিষ্ট দুই উইকেট। প্রথম দুইদিনের হালহকিকত যা, তাতে দুশো প্লাস স্কোর তাড়া করা সহজ হবে না।

ব্যাট হাতে লড়াকু শতরান করে ফিরছেন মুশির খান। শুক্রবার।

রহিম ফিরতে চান জাতীয় দলে

প্রথম একাদশের লক্ষ্যে পরিশ্রম করছেন কিয়ান

কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : একদিকে স্বপ্নপূরণের হাতছানি, অন্যদিকে দাঁতে-দাঁত চেপে ফিরে আসার লড়াই। দুই তরুণ ফুটবলার নিজেদের লড়াইটা দেখছেন দুইরকমভাবে। আবার দেশের ফুটবলারপ্রেমী থেকে বিদগ্ধ কোচ, প্রায় সকলেই মনে করেন কিয়ান নাসিরি ও রহিম আলি, এই দুইজনের মধ্যেই রয়েছে দেশের ভবিষ্যৎ হয়ে ওঠার প্রতিভা। শুধু দরকার, নিজেদের সঠিকভাবে চেনার।

এই প্রথম জাতীয় শিবিরে ডাক পেয়েছেন কিয়ান। বছর দুয়েক আগের ডার্বি বয়কে দায়িত্ব নিয়েই ডেকে নিয়েছেন মানোলো মার্কুয়েজ। এখনও সুযোগ আসেনি জার্সি গায়ে মাঠে নামার। তার আগেই কিয়ান বললেন, ‘এটাই আমার প্রথমবার জাতীয় দলের শিবিরে আসা।

> জানি ক্লাব দলে বিদেশি ফুটবলাররা বেশি খেলেন স্ট্রাইকিং লাইনে। কিন্তু সেই লড়াইটাই জিততে চাই। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিয়ে ক্লাবের হয়ে ভাল খেলে আবার জাতীয় দলে ফিরতে পারব।
> **রহিম আলি**

নাম আছে জেনেই দারুণ রোমাঞ্চিত হয়েছিলাম। মাঠে নামার জন্য আমি তৈরি। সেই সুযোগ যদি নাও পাই, তবু আমি খুশি কারণ দেশের সেরা ২৫ জনের সঙ্গে নিজেকে তৈরি করার সুযোগ পাচ্ছি বলে। তবে আমি নিজে পরিশ্রম করলে সুযোগ আসবেই।’ গত চার-পাঁচ বছর আই লিগ ও আইএসএলে কাটিয়ে তাঁর লক্ষ্যই ছিল জাতীয় শিবিরে ঢোকা, এটা স্বীকার করতে কোনও দ্বিধা নেই কিয়ানের। তিনি জানান, ‘এবারই ডাক পাব, সেটা ভাবিনি। তবে আপাতত প্রথম ধাপে পা রাখতে পেরেছি। এবার দ্বিতীয় ধাপে মাঠে নামা বাকি। তার জন্য সঠিক পথে এগোতে হবে। তবে তার আগে চাই, আমরা যেন ইন্টারকন্টিনেন্টাল কাপ জিততে পারি।’

কিয়ান যখন প্রথম একাদশের লড়াইয়ে তখন ফের জাতীয় দলে ঢোকার জন্য লড়ছেন আর এক বঙ্গসন্তান রহিম। তাঁকে ইগর স্টিমাক বা ওয়েন কোয়েল পছন্দ করলেও নিজের জায়গা ধরে রাখতে পারেননি তিনি। পুরোনো ক্লাব ছেড়ে এবার ওডিশা এফসি-তে যোগ দিয়ে পরিশ্রমকেই তাই পাথেয় করছেন রহিম, ‘জানি ক্লাব দলে বিদেশি ফুটবলাররা বেশি খেলেন স্ট্রাইকিং লাইনে। কিন্তু সেই লড়াইটাই জিততে চাই। আশা করছি, নিজের সেরাটা দিয়ে ক্লাবের হয়ে ভালো খেলে আবার জাতীয় দলে ফিরতে পারব।’ এখন দেখার এই কিয়ান-রহিম জুটিই শেষপর্যন্ত ভারতের ভরসাস্থল হয়ে উঠতে পারেন কিনা।

অনুশীলনের ফাঁকে কিয়ান নাসিরি।

ইঙ্গিত আগেই ছিল। শুক্রবার সরকারিভাবে ঘোষণা করা হল আসন্ন আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের কোচ হচ্ছেন রাহুল দ্রাবিড়। এদিন তাঁর হাতে ফ্র্যাঞ্চাইজির জার্সি তুলে দেওয়া হয়। রয়্যালসে ফিরে খুশি দ্রাবিড়ও।

কিউয়িদের দায়িত্বে বিশ্বজয়ী রাঠোর

নয়াদিল্লি, ৬ সেপ্টেম্বর : উপমহাদেশীয় সফরে নিউজিল্যান্ড।

প্রথমে আফগানিস্তান, তারপর শ্রীলঙ্কা। অক্টোবরে গুরুত্বপূর্ণ ভারত সফরে তিনটি টেস্টও খেলবে কিউয়িরা। উপমহাদেশীয় আবহাওয়ায় টেস্টের চ্যালেঞ্জ সামলাতে বিশেষ পদক্ষেপ কিউয়ি টিম ম্যানেজমেন্ট, বোর্ডের। চলতি সফরের জন্য কোচিং স্টাফে রদবদল। ব্যাটিং কোচ হিসেবে নিযুক্ত করা হল ভারতের প্রাক্তন বিশ্বজয়ী কোচ বিক্রম রাঠোরকে। স্পিন বোলিং কোচের দায়িত্বে শ্রীলঙ্কার কিংবদন্তি স্পিনার রঙ্গনা হেরাথ।

স্পিন বোলিং কোচ হেরাথ

সোমবার নয়ডায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে একমাত্র টেস্টে মুখোমুখি হবে। ইতিমধ্যেই কেন উইলিয়ামসনরা পা রেখেছেন ভারতের মাটিতে। রাচিন রবীন্দ্রর মতো কয়েকজন তারকা আগেভাগে এসে চেন্নাই সুপার কিংস অ্যাকাডেমিতে প্রস্তুতি শুরুও করে দেন। নয়ডায় আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে খেলে শ্রীলঙ্কা সফর (প্রথম টেস্ট শুরু ১৮ সেপ্টেম্বর)। জোড়া সিরিজের জন্যই ভারত-শ্রীলঙ্কার পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত রাঠোর-হেরাথদের সাপোর্ট স্টাফে অন্তর্ভুক্ত করা।

গত টি২০ বিশ্বকাপ ফাইনালে জেতার পর রাহুল দ্রাবিড়ের পাশাপাশি সরে দাঁড়ান রাঠোরও। সেই রাঠোরের সাহায্য নেওয়া হচ্ছে আফগান-হার্ডল অতিক্রমে। হেরাথ অপরদিকে সাকলিন মুস্তাকের জায়গা নিচ্ছেন। ঘরোয়া দায়বদ্ধতার জন্য দায়িত্ব ছেড়েছেন প্রাক্তন পাক অফস্পিনার সাকলিন। বিকল্প হিসেবে হেরাথ। আফগানিস্তানের পাশাপাশি শ্রীলঙ্কা সফরেও মিচেল স্যান্টনার, রাচিন রবীন্দ্র, আজাজ প্যাটেলদের গাইড করবেন।

বাবরদের ব্যর্থতায় অবাক, দুঃখিত অশ্বীন

চেন্নাই, ৬ সেপ্টেম্বর : পাকিস্তান ক্রিকেটের হলটা কী?

টি২০ বিশ্বকাপে ব্যর্থতার রেশ ভালোভাবে কাটার আগেই ফের ধাক্কা। এবার ওয়েস্ট ইন্ডিজ, আমেরিকার পরিবর্তে ঘরের মাঠে। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে দুই টেস্টের সিরিজে হারের পর পাকিস্তান ক্রিকেটে ডামাডোল, অচলাবস্থা তুঙ্গে। ইমরান খান, জাহির আব্বাস, জাভেদ মিয়াঁদাদদের দেশের ক্রিকেটের এমন দুরবস্থা কেন, কীভাবে হল-চলছে ময়নাতদন্ত। ওয়াসিম আক্রাম, ওয়াকার ইউনিসদের মতো কিংবদন্তিরা পাক ক্রিকেটের ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর দুশ্চিন্তায়।

এমন অবস্থায় আজ পাকিস্তান ক্রিকেট নিয়ে নিজের বিস্ময় লুকিয়ে রাখেননি টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বীন। নিজের ইউটিউব চ্যানেলে অশ্বীন বাবর আজম, শান মাসুদদের এমন দুরবস্থা দেখে দুঃখপ্রকাশও করেছেন। টিম ইন্ডিয়ার অফস্পিনার তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছেন, ‘বাংলাদেশের সাফল্য আমায় যতটা উৎসাহ দিয়েছে, ঠিক ততটাই অবাক হয়েছি পাকিস্তান ক্রিকেটের অবস্থা দেখে। বাংলাদেশের কৃতিত্ব খাটো করার কোনও মানেই হয় না। কিন্তু আমি বুঝে উঠতে পারছি না পাকিস্তান ক্রিকেটের হলটা কী।’ সাম্প্রতিক অতীতে আইসিসি প্রতিযোগিতায় বেশ কয়েকবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে খেলেছেন অশ্বীন। সেই অভিজ্ঞতার সুবাদে বাবর, শানদের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্কও রয়েছে অশ্বীনের। কিন্তু তারপরও ভারতীয় অফস্পিনার কিছুটা খোঁচা দেওয়ার সুরে বলেছেন, ‘যে দেশের ক্রিকেটে ইমরান, জাহির, মিয়াঁদাদ, সেলিম মালিক, আক্রাম, ওয়াকারদের মতো কিংবদন্তিরা দাপট দেখিয়েছে, সেই দেশের ক্রিকেটের এমন হাল কেন, কীভাবে হল সেটাই ভেবে অবাক লাগছে আমার।’

> যে দেশের ক্রিকেটে ইমরান, জাহির, মিয়াঁদাদ, সেলিম মালিক, আক্রাম, ওয়াকারদের মতো কিংবদন্তিরা দাপট দেখিয়েছে, সেই দেশের ক্রিকেটের এমন হাল কেন, কীভাবে হল সেটাই ভেবে অবাক লাগছে আমার।
> **রবিচন্দ্রন অশ্বীন**

দেশের মাটিতে ২০২১ সালের পর আর কোনও টেস্ট জিততে পারেনি পাকিস্তান। মাঝে এক হাজার দিনেরও বেশি পার হয়ে গিয়েছে। অনেক ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের মতো অশ্বীনও চান, পাকিস্তান ক্রিকেট ছন্দে ফিরুক।

ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নীরজ

ব্রাসেলস, ৬ সেপ্টেম্বর : পয়েন্টের নিরিখে প্রথম ছয়ে থাকায় ডায়মন্ড লিগের ফাইনালে নামার ছাড়পত্র পেলেন নীরজ চোপড়া। সুইৎজারল্যান্ডের ব্রাসেলসে ১৩-১৪ সেপ্টেম্বর বসবে ডায়মন্ড লিগের আসর। ১৪ পয়েন্ট নিয়ে নীরজ রয়েছেন চার নম্বরে। প্রথম তিন স্থানে যথাক্রমে গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স (পয়েন্ট ২৯), জার্মানির জুলিয়ান ওয়েবার (পয়েন্ট ২১), চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যাকুব ভাদলেজ (১৬ পয়েন্ট)। তবে অলিম্পিকে রেকর্ড গড়ে প্যারিসে সোনাজয়ী পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের জায়গা হয়নি এই ছয়জনের তালিকায়।

হয়তো ব্রাসেলসের পরেই অপারেশন করাতে হবে। সম্পূর্ণ ফিট হয়ে ফিরে আসা হবে নতুন মরশুমে প্রথম লক্ষ্য।

নীরজ চোপড়া

চলতি মরশুমে নীরজ দুইটি ডায়মন্ড লিগে নেমেছেন। অলিম্পিকের আগে মে মাসে দোহা ডায়মন্ড লিগে ৮৮.৮৬ মিটার ছুড়ে রুপো জিতেছিলেন। অলিম্পিকের পর লুসানে ডায়মন্ড লিগেও নীরজ রুপো জেতেন। ছুড়েছিলেন মরশুমের সেরা থ্রো - ৮৯.৪৯ মিটার। অলিম্পিকের পর নীরজ ইঙ্গিত দিয়েছিলেন দীর্ঘদিন থেকে ভোগানো অ্যাডাক্টর পেশিতে অস্ত্রোপচার করাবেন। তাঁর মন্তব্য ছিল, 'হয়তো ব্রাসেলসের পরেই অপারেশন করাতে হবে। সম্পূর্ণ ফিট হয়ে ফিরে আসা হবে নতুন মরশুমে প্রথম লক্ষ্য।'

ফাইনালে সাবালেঙ্কার মুখোমুখি

মার্কিন ধনকুবেরের মেয়ে

ফাইনালে ওঠার পর আরিয়ানা সাবালেঙ্কা (বাঁয়ে) ও জেসিকা পেগুলা।

ছবি : এএফপি

প্রতিশোধের সুযোগ জেসিকার সামনে

নিউ ইয়র্ক, ৬ সেপ্টেম্বর : সেমিফাইনালে ধনকুবের বেন নাভারোর মেয়ে এমাকে হারিয়েছেন বেলারুশের আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আরও এক ধনকুবের টেরি পেগুলার মেয়ে জেসিকার চ্যালেঞ্জ তাঁকে সামলাতে হবে ফাইনালে। সেটাও আবার তাঁদের ঘরের মাঠে স্বদেশীয় দর্শকদের চিৎকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে। ইউএস ওপেন টেনিসের সেমিফাইনালে এমাকে ৬-৩, ৭-৬ (৭/২) গেমে হারানোর পর সাবালেঙ্কা মার্কিন দর্শকদের উদ্দেশে নরমে-গরমে বলে দিয়েছেন, 'আপনারা এখন আমার জন্য চিৎকার করছেন। তবে একটু দেরি করে ফেললেন। যদিও আপনারা এখনও ওকে সমর্থন করছেন। আপনাদের চিৎকারে আমার গায়ের রোম দাঁড়িয়ে গিয়েছে।'

সাবালেঙ্কা গত বছরও ইউএস ওপেনের ফাইনালে উঠেছিলেন। কিন্তু খেতাবি লড়াইয়ে হেরে যান মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কোকো গফের বিরুদ্ধে। এবার তাঁর সামনে আরও এক মার্কিনি। প্রথমবার গ্র্যান্ড স্ল্যাম ফাইনাল খেলতে চলা জেসিকার সেমিফাইনালে জয় অবশ্য সহজে আসেনি। চেক প্রজাতন্ত্রের ক্যারোলিনা মুচোভার বিরুদ্ধে তিনি ১-৬ গেমে উড়ে যান। সেই সময় কেমন ছিল তাঁর মনের অবস্থা? জেসিকা বলেছেন, 'ওইসময় নিজেকে শিক্ষানবিশ বলে মনে হচ্ছিল। উড়িয়ে দিচ্ছিল আমাকে। আর একটু হলেই কেঁদে ফেলছিলাম। জানি না কী করে ঘুরে দাঁড়ালাম।' পরের দুই সেটে ৬-৪, ৬-২ গেমে জিতে সেমিফাইনালের চাকা সম্পূর্ণ উলটো দিকে ঘুরিয়ে জেসিকা খেতাবি লড়াইয়ে জায়গা করে নেন।

তাঁর সামনে সুযোগ রয়েছে প্রতিশোধ নেওয়ার। সাবালেঙ্কার কাছে চলতি বছরই সিনসিনাটি ওপেনের ফাইনালে তিনি হেরে যান।

দেশের হয়ে খেলাই অনুপ্রেরণা যশস্বীর

বেঙ্গালুরু, ৬ সেপ্টেম্বর : জাতীয় দলের হয়ে খেলাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা। সাফল্যের জন্য বাড়তি তাগিদ জোগায়। আসন্ন বাংলাদেশ টেস্ট সিরিজ হোক বা অস্ট্রেলিয়া সফর-সেই মানসিকতা নিয়েই নামতে চান যশস্বী জয়সওয়াল। বেঙ্গালুরুতে দলীপ ট্রফি খেলার ফাঁকে ভারতীয় টেস্ট দলের বাঁহাতি ওপেনার বলেছেন, 'বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের প্রতিটি ম্যাচ গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি জয়ে অবদান রাখার তাগিদ নিয়ে নামব। দেশের হয়ে খেলা সবসময় দুর্দান্ত। জাতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করাটাই সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা।'

কেরিয়ারের প্রথম ৯ টেস্টেই ভারতীয়দের মধ্যে দ্রুততম হিসেবে হাজার রানের নজির গড়ে ফেলেছেন। সোনালি দৌড় অব্যাহত রাখতে চান। যশস্বী জানান, ফর্ম ধরে রাখা সুনিশ্চিত করতে ঘাম ঝরাচ্ছেন। ধারাবাহিক প্র্যাকটিস, প্রস্তুতির হাত ধরে আরও উন্নতিই পাখির চোখ। তবে ফলাফল নিয়ে বেশি মাথা ঘামাতে নারাজ। মূল কথা যে কোনও পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকা।

বাংলাদেশ, নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ। যশস্বী বলেন, 'তিনটি দলই ভালো খেলছে। ওদের সঙ্গে টক্কর নেওয়া উপভোগ করব। মুখিয়ে রয়েছি আসন্ন টেস্ট দ্বৈরথগুলির জন্য।'

ছোট পায়ে উঁচু লাফে সোনা জয় প্রবীণের

টি-৬৪ ক্যাটিগোরির হাই জাম্প ইভেন্টের ফাইনালে ২.০৮ মিটার লাফ দিয়ে প্রবীণ কুমারপিছনে ফেলে দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেরেক লোসিডেন্টকে (২.০৬ মিটার)।

- গত টোকিও প্যারালিম্পিকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন।
- টোকিওয় ২.০৭ মিটার লাফিয়ে কনিষ্ঠতম হিসেবে রুপো জয়।
- সুইৎজারল্যান্ডে ২০১৯ ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিক্স জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো পেয়েছেন।

প্যারিস, ৬ সেপ্টেম্বর : ছোট পা নিয়ে পৃথিবীর আলো দেখেছিলেন।

পুত্র জন্মানোর খুশির মধ্যেও ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়ে গিয়েছিল পরিবারের। সেই প্রবীণ কুমারের হাত ধরেই মুখোজ্জ্বল বাবা-মা, গোটা দেশের। মাত্র সতেরো বছরে গত টোকিও প্যারালিম্পিকে দেশকে রুপো এনে দিয়েছিলেন। প্রেমের শহর প্যারিসে প্রবীণের হাত ধরে এদিন সোনা জয়। ছোট পা নিয়ে উঁচু লাফে সবাইকে টপকে পোডিয়ামের সর্বোচ্চ স্থান।

টি-৬৪ ক্যাটিগোরির হাইজাম্প ইভেন্টের ফাইনালে ২.০৮ মিটার লাফ প্রবীণের। পিছনে ফেলে দেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেরেক লোসিডেন্ট (২.০৬ মিটার), উজবেকিস্তানের তিমুরবেক গিয়াজভকে (২.০৩ মিটার)। ফাইনাল-টক্করে শুরুটা করেন ১.৮৯ মিটার লাফ দিয়ে। তারপর ২.০৮ মিটার। বার দুয়েক ২.১০ মিটারের গণ্ডি পেরোনোর চেষ্টাও করেন। কিন্তু ব্যর্থ হন। অবশ্য তাতে পদকের রং বদলায়নি।

প্রবীণের সোনার লাফের সুবাদে প্যারিস প্যারালিম্পিকে রেকর্ড ষষ্ঠ সোনা প্রাপ্তি ভারতের। সবমিলিয়ে ২৬ নম্বর পদক। ৬টি সোনা, ৯টি রুপো ও ১১টি ব্রোঞ্জ। পদক সংখ্যায় ২০২০ টোকিও প্যারালিম্পিককেও ছাপিয়ে গেল ভারত।

টোকিও প্যারালিম্পিকে ২.০৭ মিটার লাফিয়ে কনিষ্ঠতম হিসেবে রুপো জিতেছিলেন প্রবীণ। এদিন কেরিয়ারের সেরা লাফ। চলতি আসরে তৃতীয় ভারতীয় হাইজাম্পার হিসেবে (শারদ কুমার ও মারিয়াপ্পান থাঙ্গাভেলু) পদকপ্রাপ্তি। পাশাপাশি প্রবীণ স্পর্শ করেন পরপর দুই প্যারালিম্পিকে থাঙ্গাভেলুর পদক জয়ের নজির।

সাফল্যের রাস্তা যদিও সহজ ছিল না। যদিও ছোট থেকেই প্রতিবন্ধকতাকে কখনও পথের কাঁটা হতে দেননি উত্তরপ্রদেশের নয়ডার ছেলে প্রবীণ। ছোট পায়ের বাধা সরিয়ে খেলাধুলাকেই আঁকড়ে ধরেন। শুরুতে ভলিবলের প্রেমে পড়েন। জীবন বদলে যায় হাইজাম্পে আসার পর। প্রবীণের স্বপ্ন পূরণের ফেরিওয়ালা হিসেবে পাশে দাঁড়ান প্যারা অ্যাথলেটিক্স কোচ ডঃ সত্যপাল সিং।

সুইৎজারল্যান্ডে অনুষ্ঠিত ২০১৯ ওয়ার্ল্ড প্যারা অ্যাথলেটিক্স জুনিয়ার চ্যাম্পিয়নশিপে রুপো জয় প্রবীণকে পাদপ্রদীপের আলোয় এনে দেয়। এরপর পিছনের দিকে তাকাতে হয়নি। তিন বছর আগে প্যারালিম্পিকে (করোনাকালে ১ বছর পিছিয়ে ২০২১-এ হয়) পদক প্রাপ্তি, এশিয়া প্যারা গেমসে (২০২২) সোনা জয়-একঝাঁক উজ্জ্বল পালক প্রবীণের মুকুটে। সেরা প্রাপ্তি আইফেল টাওয়ারের শহরে এদিনের সোনার লাফ।

শচীনের রেকর্ড ভাঙতে পারে রুট : ভন

লন্ডন, ৬ সেপ্টেম্বর : বয়স এখন ৩৩। টেস্ট ক্রিকেটে শতরানের সংখ্যা ৩৪। ইতিমধ্যেই বারো হাজার রান ক্লাবের সদস্যপদ পাওয়া হয়ে গিয়েছে। বড় কোনও অঘটন না হলে টেস্ট ক্রিকেটে আগামী কয়েক বছরে তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রান পূর্ণ করে কিংবদন্তি শচীন তেন্ডুলকারের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারবেন জো রুট। এমনটাই মনে হচ্ছে প্রাক্তন ইংল্যান্ড অধিনায়ক মাইকেল ভনের।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে চলতি সিরিজে দারুণ ফর্মে রয়েছেন রুট। তাঁর ব্যাটিং উপভোগ করতে গিয়ে ভনের মনে হচ্ছে, 'শচীনের রেকর্ড ভাঙতে পারলে রুটই পারবে, অন্তত আমার তাই মনে হয়। আরও অন্তত তিন বছর খেলবে রুট। আর এই তিন বছর সময়ের মধ্যে শচীনের রেকর্ড ভাঙার জন্য বাকি থাকা তিন থেকে সাড়ে তিন হাজার রান রুট করে ফেলতে পারবে বলেই আমার বিশ্বাস।' রুটের প্রতি আস্থা দেখিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে খোঁচা দিয়েছেন ভন। বলেছেন, 'রুট যদি শচীনের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে, তাহলে বিসিসিআই-কে মানতেই হবে একজন ইংরেজ ব্যাটারের দাপট।'

> রুট যদি শচীনের সর্বোচ্চ রানের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে, তাহলে বিসিসিআই-কে মানতেই হবে একজন ইংরেজ ব্যাটারের দাপট।
>
> **মাইকেল ভন**

দলের সঙ্গে অনুশীলনে জেমি, আলবার্তো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : মোহনবাগানিদের জন্য সুখবর। বল পায়ে মাঠে নেমে পড়লেন জেমি ম্যাকলারেন ও আলবার্তো রডরিগেজ।

ডুরান্ড কাপ ফাইনালের পর দিন তিনেক ছুটি দেওয়ার পর গত বুধবার থেকে ইন্ডিয়ান সুপার লিগের প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। ম্যাকলারেন যে দ্রুত মাঠে ফিরতে চলেছেন, এই আভাস বৃহস্পতিবারই পাওয়া যায় যখন দেখা গেছে চোট পাওয়া দুই বিদেশিই মাঠের ধারে বল নিয়ে নড়াচড়া শুরু করেছেন। এদিন আর সাইডলাইনে নয়, দলের সঙ্গে একেবারে মাঠেই নেমে পড়লেন তাঁরা। নিশ্চিতভাবেই এতে দুশ্চিন্তা কমল সমর্থকদের। আক্রমণভাগে যেমন বিকল্প বাড়ল হোসে ফ্রান্সিককো মোলিনার, তেমনি রক্ষণেও দ্বিতীয় বিদেশি নিয়েই আইএসএল শুরু করার সম্ভাবনা তৈরি হল। মোহনবাগান এবার নিজেদের ঘরের মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচ খেলবে শক্তিশালী মুম্বই সিটি এফসির বিরুদ্ধে। এবারের ডুরান্ড কাপে মোলিনা তাঁর প্রথম দল নিয়ে খেললেও মুম্বই কিন্তু গুরুত্ব দেয়নি এই শতাব্দী প্রাচীন টুর্নামেন্টকে। তাদের মূলত দ্বিতীয় সারির দলই এসেছিল খেলতে। ফলে খানিকটা হলেও অজানা প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধেই নামতে হবে দিমিত্রিস পেত্রাতোস-জেসন কামিংসদের। কারণ গত দুই মরশুমের দল থেকে অনেকেই যেমন বিদায় নিয়েছে তেমনি মুম্বইয়ে এসেছেন বেশকিছু নতুন ফুটবলার, বিশেষ করে বিদেশি।

তাছাড়া ডুরান্ড কাপে হারের ধাক্কা কাটিয়েও শুরুটা ভালো করার জন্য শক্তিশালী মানসিকতা দরকার। মোলিনা অবশ্য বলেছেন, 'ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হার এখন অতীত। আমার মনে হয় গত এক মাস ধরে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি। এখনও প্রচুর কাজ বাকি। তবে ছেলেরা খাটছে। এটায় আমি খুশি। আশা করছি আমাদের একটা ভালো মরশুম যাবে।' আগামী শুক্রবারের ম্যাচের দিকে তিনি তাকিয়ে আছেন বলে জানান। এদিকে, মুম্বই ম্যাচের জন্য এদিনই অনলাইনে টিকিট ছেড়ে দিল মোহনবাগান।

> ডুরান্ড কাপ ফাইনালে হার এখন অতীত। আমার মনে হয় গত এক মাস ধরে আমরা নিজেদের প্রস্তুত করছি। এখনও প্রচুর কাজ বাকি। তবে ছেলেরা খাটছে। এটায় আমি খুশি। আশা করছি আমাদের একটা ভালো মরশুম যাবে।
>
> **হোসে মোলিনা**

পুলিশের বিরুদ্ধে সহজ জয় ইস্টবেঙ্গলের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৬ সেপ্টেম্বর : কলকাতা লিগের গ্রুপপর্বের শেষ ম্যাচেও জয় পেল ইস্টবেঙ্গল। তারা ৩-০ গোলে হারাল কলকাতা পুলিশকে। ম্যাচের ৫ মিনিটে হিরা মণ্ডলের ফ্রি কিক থেকে গোল করেন সুনীল বাথালা। ৩৫ মিনিটে শ্যামল বেসরার পাস থেকে ব্যবধান বাড়ান তন্ময়। ম্যাচের শেষ লগ্নে দলের হয়ে তৃতীয় গোলটি করেন সায়ন বন্দ্যোপাধ্যায়। এদিন অবশ্য ৬৪ মিনিটে মাথায় চোট লাগে সুমন দে-র। তবে ম্যাচের পর কোচ বিনো জর্জ জানিয়েছেন, তাঁর চোট তেমন গুরুতর নয়। আপাতত এই ম্যাচে জয়ের সুবাদে ইস্টবেঙ্গল ১২ ম্যাচে ৩৪ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপপর্ব শেষ করেছে। এদিকে, ইস্টবেঙ্গল সিনিয়ার দলের অনুশীলন পুনরায় শুরু হচ্ছে ৯ সেপ্টেম্বর থেকে। তার আগেরদিন দেশ থেকে কলকাতায় ফিরছেন লাল-হলুদের নির্ভরযোগ্য মিডিও মাদিহ তালাল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
₹ দার্জিলিং-এর এক বাসিন্দা

সাপ্তাহিক লটারির 89A 58666 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদটি যখন আমি জানতে পারলাম তখন আমার উত্তেজনার কোনো সীমা ছিল না। আমার পরিবারের সকল সদস্যদের আনন্দের মুহূর্ত সহজ ভাষায় বর্ণনা করা যাবে না। আমাকে এই সুযোগটি দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।

পশ্চিমবঙ্গ, দার্জিলিং - এর একজন বাসিন্দা এডউইন লেপচা - কে 03.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার

HONDA

Super Savetember

Scooter মানে ACTIVA
With H-Smart Technology

Low ROI @ 7.99%**

1st YEAR FREE SERVICE MAINTENANCE PACKAGE^
^Hurry! Valid until 30th Sept'24

Cashback of 5% up to ₹5000##

3 Years Standard + 3 Years Free Extended Warranty*

ভিডিও উপভোগ করতে, দয়া করে QR কোড স্ক্যান করুন।

IDFC FIRST Bank Bank** / Credit Card##
HDFC BANK Credit Card##
TATA CAPITAL Two Wheeler Loans**
L&T Finance**

For more information give a missed call on 7230032200

BOOK ONLINE NOW!

##Cashback Offer available on all Honda two-wheeler models for EMI transactions made using HDFC Bank credit cards & IDFC FIRST Bank credit cards through Pine Labs machines only. ##Customers can avail 5% Instant cashback, up to a maximum of Rs. 5000. ##Valid on one transaction per card/order during the offer period. ##Cashback offer valid until 30th September 2024. ##The scheme is available in select outlets only. **Approval of the loan is at the sole discretion of the financiers, and additional documentation may be required. **The interest rates, down payment, and tenure options are based on the financier's assessment of the applicant's credit profile. **The offers/features may be modified or withdrawn at any time without prior intimation. Product shown in the picture may vary from actual product available in the market. Accessories shown in the picture are not part of standard equipment. #3 years of standard plus 3 years of free extended warranty only on Activa 110cc. #This scheme is offered by authorised main dealers and Associate Dealers. *Source: Cumulative Sales figure of Brand Activa from June 2001 to June 2024 as per HMSI internal data. ^For detailed Terms and Condition of 1st Year Free Service Maintenance Package, kindly contact Authorised Main Dealers and Associate Dealers. ^Above scheme can be withdrawn at any time without prior intimation.

For dealer details scan the QR Code

OVER 3.25 CRORE* HAPPY CUSTOMERS

CLICK BOOK RELAX

Honda Motorcycle & Scooter India Pvt. Ltd., Registered Office: Plot No. 1, Sector - 03, IMT Manesar, Distt. Gurugram, (Haryana) - 122050, India; Website: www.honda2wheelersindia.com; Customer Care: customercare@honda.hmsi.in

Honda Exclusive Authorized Dealerships: SILIGURI: Kaysons Honda (Sevoke Road) - 9800026026, 8145601235, 8145601236; ETHELBARI: Shree Honda - 9333331093; Shree Shanti Honda (Burdwan Road) - 08101913751, 0801913753; JALPAIGURI: Ratna Automobiles - 9434199165; MALBAZAR: Gitanjali Automotives - 8637345924; MAYNAGURI: Binaa Automobiles - 7384289555, 9832461613; HASIMARA: Manoj Auto Service - 8101112777; ISLAMPUR: Sunny Sanitary Mart - 973315651, 9775991084; HALDIBARI: Rajib Automobiles - 8016426165; NAXALBARI: Sunil Motors - 9933829999; MALDA: Narayani Honda - 9733089898, 9733006339; Mehi Honda - 9593555111, 9734164466; RAIGANJ: Mira Honda - (03523)-253474, 9749059763; DALKHOLA: Sarala Honda - 9153038380; KALIYAGANJ: Shyamali Honda - 9800418203, 8016296782; PAKUA: Laxmi Honda - 8016444505; RATUA: Paresh Honda - 9382757248; SAMSI: Puja Honda - 9635292872; BALURGHAT: G.D. Honda - 7602831918, 8900776111; CHANCHOL: Santosh Honda - 9933479841; COOCH BEHAR: Debnath Honda - 9800505897, 9733530202; Maa Mahalaxmi Honda - 8116058201, 9832778168; Aman honda - 9679285012, 9832457812; Dishan Honda - 7479012072, 9614560006; HARISHCHANDRAPUR: Raj Honda - 9851647224; KALIACHAK: M.A. Honda - 9733140140; KUSHMANDI: Paul Honda - 9733015894, 9434325197; BUNIADPUR: SA Honda - 7980943436; MANIKCHAK: Shrikanta Honda - 8637526361; ALIPURDUAR: Kaysons Honda - 9800089052, 9800087468; BAROBISHA: Shila Honda - 8918005224,7001163030; FALAKATA: Dooars Honda - 9083279221, 8927232998.

For Bulk/Institutional enquiries, please write us at: institutionalsales@honda2wheelersindia.com